বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কম্পিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

মে ২০০৬ ১৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

দাম মাত্র ৳৩০

MAY 2006 16TH YEAR VOL. 1

১৬তম বর্ষশুরু সংখ্যা

আইডিবি
বিআইএসইডব্লিউ
আইটি স্কলারশিপ পৃষ্ঠা-৩১

আসন্ন বাজেটে আইসিটি'র নতুন ঠিকানা কি পাওয়া যাবে?

পৃষ্ঠা-২১

বাংলাদেশের প্রস্তাবিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৫

পৃষ্ঠা-২৮

মাসিক কম্পিউটার জগৎ-এর
গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	[illegible]	[illegible]
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৭৫০	১৪০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	১০৫০	১৯০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	১২৫০	২৩৫০
আমেরিকা/কানাডা	১৪০০	২৬০০
অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	২৮০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার মারফত "কম্পিউটার জগৎ" নামে রুম নং ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৫২২
৮১২৫৮০৭, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

'PC Becomes Typewriter for Poor English Language' Who's to be Blamed?

P-44

সূচী - পৃষ্ঠা ১৩
বিজ্ঞাপন সূচী - পৃষ্ঠা ১৩
খবর - পৃষ্ঠা ৭৩

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
মে ২০০৬ ষষ্ঠদশ বর্ষ বর্ষসেরা সংখ্যা

সূচীপত্র

১৫ সম্পাদকীয়

১৬ ৩য় মত

২১ আসন্ন বাজেটে আইসিটি
মনে রাখা দরকার আমরা কখনোই একটি উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাব না, যদি না আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ব্যাপকভাবে চালাতে পারি। সরকারকে, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রীকে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। দেশের মানুষ চায় আগামী বাজেটে অন্তত এর প্রতিফলন থাকবে। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সার্বিক জাতীয় কল্যাণ। এবারের বাজেটে বেসিস, বিসিএস-এর প্রত্যাশার নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লিখেছেন মোস্তাফা জব্বার।

রিপোর্ট
- স্যামস্যাং লিপ অ্যাহেড নাইট শো পৃষ্ঠা: ২৬
- সাইবার ফেয়ার '০৬ পৃষ্ঠা ২৯
- বিআইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ আইটি ক্লারশিপ পৃষ্ঠা: ৩১

২৭ বাংলাদেশের প্রস্তাবিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৫
বাংলাদেশের প্রস্তাবিত তথ্য ও যোগাযোগ ও প্রযুক্তি আইন-২০০৫: এর ওপর একটি পর্যালোনার শেষ অংশ তৈরি করেছেন ড: মো: আব্দুস সোবহান।

৩৮ আনন্দপত্র বাংলাভাষায় প্রকাশনা প্রযুক্তি
সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন কে.এম. শামীম হায়দার।

৪০ ইনপেইস
ইনপেইস কমিউনিকেশনএর সাফল্য কাহিনী ওপর ভিত্তি করে সাক্ষাৎকারধর্মী প্রতিবেদনটি লিখেছেন এস.এম গোলাম রাব্বী।

৪৩ কমপিউটার জগৎ আলোহাআইশপ কুইজ উত্তর

৪৪ English Section
* 'PC Becomes Typewriter for Poor English Language'-Who's to be Blamed?

48 NEWSWATCH
* TOSHIBA Notebook PC Road Show
* Samsung's 19-inch CX919B Monitor
* Intel Celebrates Bangla New Year

৫৩ মজার গণিত ও আইসিটি শব্দ ফাঁদ
গণিতের কিছু সমস্যার, সমধান এবং আইসিটি শব্দ ফাঁদ তুলে ধরেছেন মো: সাঈদ।

৫৪ গণিতের অলিগলি
মজার জগৎ বিভাগে গণিতের অলিগলি শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় গণিত দাদু তুলে ধরেছেন বর্গফিল্ড বের করার ক'টি নিয়ম।

৫৫ সফটওয়্যারের কারুকাজ
এবারের কারুকাজ বিভাগে লিখেছেন যথাক্রমে আরিফুল হক, তোফাজ্জল হক ও বাপ্পী।

৫৬ ভয়েজ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন কমপিউটার
ভয়েজ দিয়ে কমপিউটার নিয়ন্ত্রণ করার কৌশাল নিয়ে লিখেছেন মো: রেদওয়ানুর রহমান।

৫৭ মাল্টিমিডিয়া আর্ট: প্রযুক্তির ছোঁয়ায় চিত্রশিল্প এক নতুন মাত্রা
অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী চিত্রশিল্পী ফিদা হকের একক মাল্টিমিডিয়া আর্ট ও তার বর্তমান পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিবেদনটি লিখেছেন কে.এম. শামীম হায়দার।

৫৮ ফ্রী অনলাইন ফাইল হোস্টিং সাইটের সর্বোত্তম ব্যবহার
ফ্রি অনলাইন ফাইল হোস্টিং সাইটের ফাইল হোস্টিং কি? ফাইল হোস্টিং সাইটের ফিচার, ফাইলের সাইজ, হোস্টিং বনাম ই-মেইল ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন নিগার সুলতানা।

৫৯ নিরাপদ ব্রাউজার: মজিলা ফায়ারফক্স ও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সটেনশন
ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স-এর বিভিন্ন এক্সটেনশন নিয়ে লিখেছেন অরিজিত দাস।

৬০ উইন্ডোজ ট্রাবলশুটিং
উইন্ডোজ ট্রাবলশুটিংয়ের উইন্ডোজ হেলপ এন্ড সাপোর্ট, ত্রুটিপূর্ণ ডিভাইস ড্রাইভার, মেয়াদোত্তীর্ণতা ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন মো: লাকিতুল্লাহ খ্রিল্ল।

৬২ আপনার নেটওয়ার্ক কি ঠিকমতো কাজ করছে?
উইন্ডোজ এক্সপি প্রফেশনাল এডিশন ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করার কৌশাল নিয়ে লিখেছেন নূর আফরোজা খুরশীদ।

৬৩ ডুয়াল গ্রাফিক্স কার্ড: কেনো ব্যবহার করবো
বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স কার্ডের বৈশিষ্ট্যের আলোকে ডুয়াল গ্রাফিক্স কার্ডের ব্যবহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন লুৎফুন্নেছা রহমান।

৬৯ ই-মেইল ব্যবহারে কীভাবে স্মার্ট হবেন
ই-মেইল ব্যবহারের কীভাবে স্মার্ট হওয়া যায় তা নিয়ে লিখেছেন ইস্তেখার আহমেদ।

৭০ পিসি ডায়াগনাইসিস ইউটিলিটি এভারেস্ট ২০০৬
পিসি ডায়াগনাইসিস ইউটিলিটি ২০০৬-এর কিছু উল্লেখযোগ্য ফিচার যেমন সেপর ইনফরমেশন, সিপিইউ ইনফরমেশন, মাদারবোর্ড ইনফরমেশন, মেমরি ইনফরমেশন ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন মইন উদ্দীন মাহমুদ।

৭২ ক্যান্সার শনাক্ত করতে ন্যানোরড
দেহে প্রবাহিত রক্তে অণুবীক্ষণিক স্বর্ণকণা প্রবাহিত করণের মাধ্যমে ক্যান্সার শনাক্ত করা যায় কীভাবে তা নিয়ে লিখেছেন সুমন ইসলাম।

৭৩ কমপিউটার জগতের খবর

৮১ গেমের জগৎ
Toca Race Driver 3, রেইনবো সিক্স: লকডাউন এবং গেমের কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে এবারের গেমের জগৎ লিখেছেন সিফাত শাহরিয়ার।

৮৬ দেশীয় মোবাইল ফোনের কলচার্জ
গ্রামীণফোনের বিভিন্ন প্যাকেজের কলচার্জ নিয়ে লিখেছেন আরমিন আফরোজা।

Advertisers' INDEX

Agni Systems Ltd.	20
Alles Konnectieren (Pvt.) Ltd.	41
Aloha Ishoppe	51
B.B.I.T	90
Basis	35
Bijoy Online Ltd.	32
Binary logic	95
Binary master Pc	34
BRAC BD Mall Network Ltd.	2nd Cover
Ciscovalley	48
Creative International	33
Dhaka Shilpo Limited	71
ECSAS	96
Excel Technologies Ltd.	10
Flora Limited (copier)	03
Flora Limited (fax)	04
Flora Limited (Projector)	05
Genuity Systems	49
Global Brand (Pvt.) Ltd.	19
Grameen Bitech	37
Hosting Server	94
HP	Back Cover
Intel Comvally	18
Intel Mother Board	98
IOE	66
IOM	17
J.A.N. Associates Ltd.	50
MOSITA COMPUTER	3rd Cover
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
N.K.Web Technology Tech view	30
O-Net Standard	14
Orient Computers	36
Oriental Services	08
PC DOT TECH	64
Proshika	91
Rahim Afrooz Distribution Ltd.	12
Reliable technology	39
Retail Technologies	52
Reves Soft system	42
Sharanee Ltd.	67
SMART Technologies (BD) Ltd. Gigabite Mother Board	9
SMART Technologies (BD) Ltd. OCT SAMSUNG	11
SMART Technologies (BD) Ltd. SAMSUNG HDD	89
SMART Technologies (BD) Ltd. SAMSUNG Priter	93
SMART Technologies (BD) Ltd. SAMSUNG Twin moss	97
Spectra Solution	68
Systech Publications	85
Tech View	65
Techno BD	92

কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা	প্রকৌশলী এম. এস. ওয়াহেদ
সম্পাদক	এস. এ. বি. এম. বদরুদ্দোজা
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক	গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক	মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক	এম. এ. হক অনু
কারিগরী সম্পাদক	মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরী সম্পাদক	নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী	মো: আহসান আরিফ
	সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি

জামাল উদ্দীন মাহমুদ	আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ড. এস মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান	জাপান
এস. বাসাৰ্জী	ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা	সিংগাপুর
মো: জাহিদুর রহমান	মালয়েশিয়া
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ কার্টুন	সৌরভ সরকার
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা	সমর রঞ্জন মিত্র
	মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লি:
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।

অর্থ ব্যবস্থাপক	সাজ্জাদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক	মোসাম্মাৎ সেওতাল আখতারী
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক	প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক	হোসনেআরা
সহকারী বিতরণ ব্যবস্থাপক	হাজী মো: আবদুল মতিন
অফিস সহকারী	মো: আনোয়ার হোসেন

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৩৫২২, ০১৭১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com

যোগাযোগের ঠিকানা :
কম্পিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor	S.A.B.M. Badruddoja
Editor in Charge	Golap Monir
Associate Editor	Main Uddin Mahmood
Assistant Editor	M. A. Haque Anu
Technical Editor	Md. Abdul Wahed Tomal
Senior Correspondent	Syed Abdal Ahmed
Correspondent	Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel. : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel. : 8616746, 8613522, 0171-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

আসন্ন বাজেট ও আইসিটি

আইসিটি। গোটা বিশ্বে এ খাতটি ইতোমধ্যেই অর্থনীতির অন্যতম এক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ছোট, বড়, ধনী, গরিব সব দেশই আজ উপলব্ধি করতে পারছে, তাদের নিজ নিজ জাতিকে সমৃদ্ধির পর্যায়ে নিয়ে যেতে আইসিটি খাতই হতে পারে মোক্ষম হাতিয়ার। আইসিটি শ্রমঘন কিংবা মূলধনঘন খাত নয়। বরং এটি একটি জ্ঞানভিত্তিক খাত। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল একটি দেশও যদি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে গড়ে তুলতে পারে একটি দক্ষ প্রযুক্তি প্রজন্ম আর এক্ষেত্রে আইসিটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তবে সে দেশটির পক্ষেও সমৃদ্ধির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছা সম্ভব। আর ধনী দেশগুলো মনে করে তাদের সমৃদ্ধিকে আরো নিরবিচ্ছিন্ন করতে আইসিটিই হতে পারে সর্বোত্তর হাতিয়ার। সে কারণে আজ সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশে আইসিটি হচ্ছে সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ খাত।

এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রবণতা হচ্ছে, ধনী দেশগুলোতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ চলছে আইসিটি খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে। সেই সাথে বিপুল অঙ্কের অর্থও বিনিয়োগ করা হচ্ছে আইসিটি শিল্পে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত থেকে যেমনি চলছে বিপুল অঙ্কের অর্থ খরচ করে এই গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ, তেমনি বিনিয়োগ হচ্ছে এ শিল্প খাতেও। রীতিমতো কোন দেশ কোন দেশের চেয়ে এ খাতে বেশি অর্থ খরচ করতে পারে, তা নিয়ে চলছে রীতিমতো এক ধরনের প্রতিযোগিতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা যেনো এই আইসিটি খাতে অর্থ বরাদ্দ দিতে রীতিমতো অনীহা প্রকাশ করে আসছি বরাবর। ফলে আমাদের বাজেটে আইসিটি খাতে প্রত্যাশিত বরাদ্দ আমরা কখনো পাইনি। সুখের কথা, আমাদের রয়েছে একটি চমৎকার জাতীয় আইসিটি নীতি। এতে আইসিটি খাতের উন্নয়নে সুচিন্তিত বেশ কিছু নীতিমালার বাস্তবায়নের কথা আছে। এতে বলা আছে, আমরা আমাদের জাতীয় বাজেটে আইসিটি খাতে কমপক্ষে জিডিপি'র ১ শতাংশ বরাদ্দ দেবো। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন নেই। ফলে জাতীয় আইসিটি নীতিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা বলা আছে, সেগুলোরও বাস্তবায়ন যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের হাইটেক পার্ক গড়ে তোলা, ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইন সংযোগ, ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন ও সরকারের সবগুলো বিভাগের কমপিউটারায়ন ও সর্বোপরি দেশে একটি শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত ও দক্ষ প্রযুক্তিপ্রজন্ম গড়ে তোলার কাজগুলো অসহনীয়ভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। বিলম্বিত হচ্ছে আইসিটি খাতের কার্যকর উন্নয়ন।

আরেকটি বিষয়ে এখানে সবিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। এমনিতেই আমাদের বাজেটে বরাদ্দ অতি নগণ্য। চলতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় বিজ্ঞান ও আইসিটি খাতে বরাদ্দ ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে বরাদ্দ দেয়া হয় মাত্র ২২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয় ১৮ কোটি টাকা। ওই ১৮ কোটি টাকা লুটপাটের যে খবরাখবর এবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যিই লজ্জাজনক। আমরা চাইবো, এই বরাদ্দের অর্থ যেনো যথার্থভাবে সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় হয়, সেটুকু যেনো নিশ্চিত করা হয়।

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের আসন্ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিসিএস ও বেসিস বেশ কিছু সুপারিশ রেখেছে। এসব সুপারিশগুলো সুবিবেচনার দাবি রাখে। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা করবে। তাছাড়া আসন্ন বাজেটে আইসিটি খাতে বরাদ্দ যেনো অন্তত চলতি অর্থ-বছরের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ করা হয় সে ব্যাপারে আমরা জোর তাগিদ রাখছি। কারণ, আইসিটি'র উন্নয়নে আমাদের নতুন গতি নিয়ে কাজে নামা দরকার। নইলে আমরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবো না। একথা যেনো আমরা ভুলে না যাই।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● কাজী শামীম আহমেদ ● মীর লুৎফুল কবীর সাদী ● মো: আবদুল ওয়াজেদ

সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ কবে হাতে পাব?

এদেশের আইটি শিক্ষার্থী বা প্রফেশনাল অথবা কোন না কোন কাজে কমপিউটার ব্যবহারকারীর জন্য গত কয়েক বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক খবরটি ছিল 'বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হচ্ছে।' আর সবচেয়ে হতাশাজনক ব্যাপারটি হলো এটি এখনো 'খবর' হয়েই আছে। আমরা যতদূর জানি মার্চ ২০০৬ ছিল মঈন খান প্রদত্ত সর্বশেষ সময়সীমা। এই সময়টি কবে পেরিয়ে গেছে তা খোদ মন্ত্রী পর্যন্ত জানেন বলে মনে হয় না।

কেন যেন মনে হয় আমরা আইসিটি ক্ষেত্রে বারবারই প্রতারিত হচ্ছি। সত্যিকার খবরটি কেউ দিচ্ছেনা। কবে, কোথায়, কোন স্টেশন স্থাপিত হলো, কোন স্থাপনার উদ্বোধন হলো এগুলোর চেয়ে আমাদের পিসির মাধ্যমে কবে আমরা সাবমেরিন ক্যাবলে প্রবেশ করতে পারবো সেটিই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাদের হাতে পুরো সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ প্রকল্প, তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আমাদের মিথ্যে আশ্বাস দেবেন না। কমপিউটার জগৎ-এর মতো সকল মিডিয়ার কাছে প্রত্যাশা আমাদের ফাইবার অপটিক ক্যাবল সম্পর্কিত প্রকৃত খবরটি দিন।

শামসুল আলম
ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

মিডিয়া প্লেয়ার নিয়ে আরো জানতে চাই

গত সংখ্যায় প্রকাশিত কমপিউটার জগৎ-এর মাল্টিমিডিয়া সেকশনের 'মিডিয়া প্লেয়ারের সমস্যা ও সমাধান' লিখাটি আমার বেশ ভাল লেগেছে। তবে এখানে হাতে গোণা কয়েকটি সফটওয়্যারের বর্ণনা আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। কেননা Music Match Jakebox, Xing Player এ ধরনের বেশ কিছু প্লেয়ার এবং তাদের সর্বশেষ সংস্করণগুলোর একটি তুলনামূলক আলোচনা থাকলে লেখাটি আরো উপভোগ্য হতো একথাটি নি:সন্দেহে বলা যায়। আবার সিডি বার্নিং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও মাত্র দু'টির বর্ণনা পেয়েছি।

যাই হোক কমপিউটার জগৎ-এর আগামী সংখ্যাগুলোতে প্রচলিত সবগুলো মিডিয়া প্লেয়ারের তুলনামূলক আলোচনা এবং অনেক প্লেয়ারের সাথেই যে এখন সিডি বার্নার পাওয়া যায় সেগুলো কেমন তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পেলে খুব ভালো হয়।

জহুরুল ইসলাম
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

কমপিউটার জগৎ দেড় দশকের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

কমপিউটার জগৎ-কে ধন্যবাদ না দিলে নিজেকে ছোট মনে হবে। তাই শুরুতেই ধন্যবাদ এবং দেড় দশক পূর্তিতে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সত্যি মে ১৯৯১ সালে প্রথম সংখ্যায় কমপিউটার জগৎ 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনীর প্রকাশের মধ্য দিয়ে এদেশে কার্যত চালু করে একটি প্রযুক্তি সমাজ কায়েমের আন্দোলন। শুরু থেকেই আমি এর পাঠক। আমি ভালোবাসি কমপিউটার জগৎ-কে। কিন্তু দু:খ হয়, কমপিউটার জগৎ-এর আহবান বা দিক নির্দেশনাগুলো যখন সরকারের নীতি নির্ধারক মহল না শুনে বা আমলে না নেয়। এপ্রিল ২০০৬ সংখ্যায় কমপিউটার জগৎ দেড় দশকের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন শীর্ষক যে প্রচ্ছদ কাহিনীগুলো তুলে ধরেছে, সে থেকে মনে হয় তখন যদি আমাদের সরকার প্রধানরা উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেন আজ হয়তো আমরা তথ্য প্রযুক্তিতে একটি ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম, দু:খ তাই, নিজের দু:খ নিজের কাছে রেখে প্রিয় কমপিউটার জগৎ-এর মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

ওয়ালিনা হাফিজ ওয়ারিত্রি
৬১ সুবল দাস রোড, ঢাকা।

সাবমেরিন ক্যাবল হোক বিটিটিবি'র নিয়ন্ত্রণ মুক্ত

গত মার্চ ২০০৬ সংখ্যায় কমপিউটার জগৎ-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছিল 'সাবমেরিন ক্যাবল হোক বিটিটিবি' নিয়ন্ত্রণ মুক্ত'। প্রথমে প্রচ্ছদ দেখে রেগেই গিয়েছিলাম এটা আবার কি। তখন শুনছিলাম অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নাকি আমরা ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত হতে যাচ্ছি। ঠিক সেই মুহূর্তে এ কি শব্দ শুনালো কমপিউটার জগৎ, যাই হোক, প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি পুরোপুরি পড়লাম এক বসাতে। কিছুটা চিন্তিত হলাম। বিষয়টি সম্ভবত ঠিকই। চিঠি লেখার (২২ এপ্রিল) সময় মনে হচ্ছে কমপিউটার জগৎ ঠিকই বলেছে। কারণ বিটিটিবি এখন বলছে তাদের কক্সবাজার চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশ দিয়ে বসানো ফাইবার অপটিক ক্যাবল নাকি এরই মধ্যে চারবার কে বা কারা কেটে ফেলেছে। বিটিটিবি'র আহমকের দলগুলো কি পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নেয়নি। সেখানেও তো কয়েকবার ক্যাবল কেটে ফেলেছে সন্ত্রাসীরা। এই থেকে মনে হচ্ছে বিটিটিবি'র কাছে সাবমেরিন ক্যাবল নিরাপদ নয়। ধন্যবাদ কমপিউটার জগৎ-কে ঠিক সময়ে জাতিকে বিষয়টি জানানোর জন্য।

রেদওয়ানুর রহমান
আগামছি লেন, ঢাকা।

কমপিউটার জগৎ-ই বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

বাংলাদেশের প্রকাশিত বিভিন্ন আইটি ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে কমপিউটার জগৎই শ্রেষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ২০০৬-এর এপ্রিল সংখ্যাটি ছিল কমপিউটার জগৎ-এর ১৫তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা। একটি কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকার নিরবিচ্ছিন্ন প্রকাশনা এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কমপিউটার জগৎ-এর এযাবৎকালে প্রকাশিত প্রতিটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের সারাংশ আমাকে অভিভূত করেছে। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গনে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম কেন কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। আমি ও আমার মতো অনেক পাঠক ও প্রযুক্তিপ্রেমী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কমপিউটার জগৎ-ই বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলননে পথিকৃৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপক প্রসারে কমপিউটার জগৎ যেভাবে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছে সরকার বা সরকারের অঙ্গ সংগঠনগুলো যদি সেভাবে চেষ্টা করতো তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান এ দুরাবস্থা থাকতো না। তাই দুঃখ হয় তথ্য প্রযুক্তি খাতে সরকারের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যতা দেখে। আমরা চাই কমপিউটার জগৎ অতীতের মতো আগামীতেও তার প্রকাশনার রীতিনীতিকে অব্যাহত রাখবে।

বাবু
চুয়াডাঙ্গা।

সাবমেরিন ক্যাবল-এর যথার্থ ব্যবহার প্রসঙ্গে

আমি কমপিউটার জগৎ-এর একজন নিয়মিত পাঠক। গত মার্চ সংখ্যায় সাবমেরিন ক্যাবল সম্পর্কে আপনাদের পত্রিকা থেকে জানতে পারলাম। আমি আশা করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবল কিভাবে ব্যবহার করলে জনগণ উপকৃত হবে। এ সম্পর্কে আরো জোড়ালো দাবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করলে একটু হলেও হয়তোবা সাবমেরিন ক্যাবল নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি পরবে। এর জন্য উপকৃত হবে দেশের জনগণ তথা গোটা জাতি। কমপিউটার জগৎ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মত এখানেই শেষ করছি।

শামামা বাবু
মদনপুরা, বাউফল, পটুয়াখালী।

মাসের প্রথম সপ্তাহের মাঝামাঝি প্রকাশ প্রসঙ্গে

আমি কমপিউটার জগৎ নিয়মিত পড়ি। কিন্তু আপনাদের প্রকাশনার তারিখ মাঝে মাঝে হের ফের হয়ে যায়। যার জন্য স্থানীয় হকারের কাছে বারবার যেতে হয় ও অপেক্ষা করতে হয়। আপনাদের পত্রিকাটি আমার মতো অনেকে পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তাই বলছিলাম আপনারা প্রতি মাসের ৩/৪ তারিখের মধ্যে পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করলে আমরা অত্যন্ত খুশী হবো। আপনাদের পত্রিকার সকল সাংবাদিক কলাকুশলীদের প্রতি এই অনুরোধ রেখে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।

মিরন
খিলখেত, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

সুপ্রিয় পাঠক,

আপনি কি কখনো কমপিউটারভিত্তিক কোনো প্রোজেক্ট তৈরি করেছেন? তৈরি করেছেন এমন কোনো যন্ত্রপাতি, যা কমপিউটার সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারফেসিং করে কাজ করে? হয়তো তা করেছেন ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কিংবা শখের বশে। আর আপনি যদি হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাদেরকে পড়াশোনার অংশ হিসেবেই তৈরি করেছেন প্রজেক্ট। হ্যাঁ, আপনার সেই প্রজেক্টটিই সবার সামনে তুলে ধরার জন্য কমপিউটার জগৎ আয়োজন করেছে নতুন বিভাগ 'এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট'।

তাহলে আর দেরি কেনো, শিগগির প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে দিন এ বিভাগে। সফটওয়্যার হলে তা পাঠিয়ে দিন সিডিতে করে বা ই-মেইল করে। আর হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা, এর উপযোগিতা আর ছবি পাঠিয়ে দিন ই-মেইল করে কিংবা পাঠান ডাকযোগে। আপনার ব্যক্তিগত বিবরণ, ছবি ও যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল এড্রেস দিতে ভুলবেন না যেন। আপনাদের প্রকল্পের বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে প্রতি মাসের পনের তারিখে আগেই।

আমাদের ঠিকানা: 'এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট'
কমপিউটার জগৎ, রুম নম্বর ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, ই-মেইল: jagat@comjagat.com

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

আসন্ন বাজেটে আইসিটি'র নতুন ঠিকানা কি পাওয়া যাবে?

মোস্তাফা জব্বার

মনে রাখা দরকার আমরা কখনোই একটি উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাব না, যদি না আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ব্যাপকভাবে চালাতে পারি। সরকারকে, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রীকে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। দেশের মানুষ চায় আগামী বাজেটে অন্তত এর প্রতিফলন থাকবে। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সার্বিক জাতীয় কল্যাণ।

সামনে জুন। বাজেট তৈরির মাস। এ জুনেই অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জন্য আরো একটি বাজেট পেশ করবেন। জিয়াউর রহমানের আমল থেকে দীর্ঘদিনের অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের এটি হবে তেরোতম বাজেট পেশ। জানি না, আমাদের এবারের বাজেটকে 'আনলাকি থার্টিন' অভিধায় আখ্যায়িত করতে হয় কিনা। গত বছর ৯ জুন জাতীয় সংসদে তিনি তার ১২তম জাতীয় বাজেট পেশ করেন। এবার জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ৮ জুন বাজেট পেশের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ৮ জুন হচ্ছে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং বৃহস্পতিবার। তবে আসন্ন বাজেট নিয়ে কাজ করা এরই মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর কার্যত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বাজেটের কাজ গুছিয়ে আনতে থাকে। সরকার বিভিন্ন মহল থেকে তাদের মতামত আহ্বান করেছে ও করছে। এরই মধ্যে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এনবিআর-এ তাদের প্রস্তাবনা, মতামত ও সুপারিশ পাঠানো শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের আইসিটি সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলো তথা বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি, বেসিস এবং আইএসপিএবি এফবিসিসিআই/জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে তাদের মতামত পাঠিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য, এসব সমিতির প্রস্তাবনায় তথ্য প্রযুক্তি খাতের সামগ্রিক প্রয়োজনকে গুরুত্বই দেয়া হয়নি। সমিতিগুলোর পাঠানো দায়সারা প্রস্তাবনায় কর প্রস্তাবসমূহ থাকলেও তথ্য প্রযুক্তি খাতকে সামনে কোথায় নিয়ে যাওয়া দরকার, তা নিয়েও কোন বক্তব্য বা প্রস্তাবনা পেশ করা হয়নি। বেসিস-এর কাছ থেকে পাঠানো দু'টি প্রস্তাব শুধু আয়কর সংক্রান্ত। বেসিস যে ইনকিউবেটর পরিচালনা করে, সে সম্পর্কেও কোন প্রস্তাব পেশ করা হয়নি। অন্যান্য খাত নিয়ে তো কোন কথাই নেই। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতিও শুল্ক ও কর সংক্রান্ত প্রস্তাবনার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমিত রেখেছে। কার্যত এই সমিতিগুলোর কাছে বাজেট মানেই যেন শুল্ক, কর বা আয়কর ইত্যাদিকেই বোঝায়। কিন্তু বাজেট হচ্ছে একটি অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের দলিল বা প্রোগ্রাম।

যদিও এনবিআর এরপর সমিতিগুলোর সাথে আলোচনা করে এবং সেই সময়ে বেসিস-বিসিএস বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবে, তথাপি এফবিসিসিআই'র প্রস্তাবনাতে বেসিস তার নিজের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ▶

করাতে পারলে সেটি অনেক বেশি গুরুত্ব পেতো। কিন্তু বেসিস সে সুযোগ হাতছাড়া করেছে। কমপিউটার সমিতি সুনির্দিষ্টভাবে কর ও শুল্ক বিষয়েই সব গুরুত্ব দিয়েছে।

যা হোক, এ সময়ের মধ্যে এনবিআর-এর সাথে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা সভা করতে শুরু করেছেন। সাইফুর রহমানও এরই মধ্যে তথাকথিত সুশীল সমাজের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেছেন। মে মাসে সম্ভবত এটি আরো ব্যাপকভাবে জোরদার হবে।

আমাদের সম্ভবত স্মরণ করা দরকার, এ বাজেটের মধ্য দিয়েই সাইফুর রহমান যে শুধু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বাজেট পেশকারী হবেন তাই নয়, বর্তমান সরকারের শেষ সময়ের কার্যকলাপও এই বাজেট থেকেই নিয়ন্ত্রিত হবে। ভবিষ্যতে আর কোন বাজেট তিনি পেশ করবেন কিনা, সেটি ভবিতব্যই বলতে পারবে। তবে আপাতত এই বাজেটের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাইফুর যুগের সমাপ্তি হতে পারে। আগাম নির্বাচন না হলে এই বাজেট ২০০৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা। অক্টোবরের শেষে এই সরকার ক্ষমতা ছাড়লেও পরবর্তী তিন মাসের জন্য গড়ে ওঠা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাজেট প্রণয়ন করবে বলে মনে হয় না। সেই অধিকার বা ক্ষমতাও তাদের নেই। ২০০৭-এর নির্বাচনে জোট সরকার আবার জয়ী হলে তারা খুব সঙ্গত কারণেই সাইফুরের এ বাজেটকে তেমন কোন পরিবর্তন করবেন না। হয়তো সাইফুর রহমানই আবার অর্থমন্ত্রী হবেন। তবে গনেশ উল্টে গেলে, সম্ভাব্য আওয়ামী লীগ-চৌদ্দ দলের নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে তারা অবশ্যই তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেটের পুনর্বিন্যাস করবেন। যা হোক, আগামী বাজেটের বিষয়টি বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ২০১৫ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' অর্জন করার জন্য এই বাজেটের গুরুত্ব অনেক।

পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার, এম. সাইফুর রহমান নিজেকে এ দেশের প্রথম কমপিউটার আমদানিকারক বা ব্যবহারকারী হিসেবে দাবি করলেও আইসিটি'র প্রতি তার কোন দরদ তিনি জাতির সামনে প্রকাশ বা প্রমাণ করতে পারেননি। বরং আজ পর্যন্ত তিনি যতবারই বাজেট পেশ করেছেন, ততবারই বাজেটের মধ্য দিয়ে আইসিটি খাতের প্রতি তার নেতিবাচক মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। গত বছর তিনি সফটওয়্যার খাতের ওপর শতকরা ১০ ভাগ আয়কর আরোপ করেন এবং পরে জনমতের চাপে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তবে তিনি মোবাইল সিম ও সেটের ওপর বারোশ টাকার কর প্রত্যাহার করেননি। শুধু তা ভাগ করেছেন। স্মরণ থাকতে পারে, গত বছর বাজেট পেশ করার দিন টিভি চ্যানেল এনটিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতকে চরমভাবে নিন্দাবাদ করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছিলেন, 'আইসিটি খাত এ দেশকে কিছুই দিতে পারেনি।' আইসিটি খাত কেন দু'বছর আগে তার আরোপ করা সাড়ে সাত শতাংশ কর তাকে দিতে পারেনি। এ জন্যও তিনি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গত ১২ বছর ধরেই তার এই মানসিকতার জন্য আইসিটি খাত স্থবির থেকেছে। তিনি বারবারই চেষ্টা করেছেন আইসিটি খাতকে গলাটিপে হত্যা করার জন্য। শুধু যে কমপিউটার বা সফটওয়্যারের ওপর করারোপ করা তাই নয়, সাইফুর রহমান তার ১২টি বাজেটের প্রত্যেকটিতেই আইসিটি খাতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। তবে বিষয়টি, শুধু তার একার তাও নয়। বরং সাইফুর রহমানের সরকারসমূহ ঐতিহ্যগতভাবেই আইসিটিবিরোধী।

এই প্রসঙ্গে আমি তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খানের নিজের বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। গত ৫ এপ্রিল দৈনিক 'আজকের কাগজ'-এ বলা হয়, ০১. এই সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নাম পাল্টালেও এর টার্মস অব রেফারেন্স ঠিক করেনি। ০২. খালেদা জিয়ার সরকার একটি আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, কিন্তু সেই নীতিমালার একটি বাক্যও চার বছরে বাস্তবায়ন করেনি। ০৩. আরো অন্তত দশ বছর আগে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। সেটি তখন খালেদা জিয়ার সরকার নেয়নি। এবার সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হলেও চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করার কাজ এখনো (এই বক্তব্যটি মঈন খান ২২ ডিসেম্বর ২০০৫ দিয়েছিলেন। পরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, চট্টগ্রাম কক্সবাজার সাবমেরিন ক্যাবল লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে) শুরু করাই হয়নি। ০৪. কমপিউটার প্রশিক্ষণ আইসিটি মন্ত্রণালয় দেবে, না শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেবে- সে ব্যাপারেই সরকার এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ০৫. গম বিতরণ করে দারিদ্র্যতা দূর হবে না, প্রযুক্তি দিয়ে দূর করতে হবে। ০৬. মঈন খান চেয়েছিলেন প্রতিটি স্কুলে একটি কমপিউটার ও একটি ইন্টারনেট কানেকশন দিতে। কিন্তু প্রতিটি স্কুলে একটি কমপিউটার আর ইন্টারনেট কানেকশন দেবার সিদ্ধান্তই এখনো নেয়া সম্ভব হয়নি। ০৭. সরকার ১২ হাজার কোটি টাকার সফটওয়্যার রফতানির টার্গেট ধরলেও চার বছরে তা বাস্তবায়নের প্রতিফল নেই।

১৯৯২ সালে সাইফুর রহমানের সরকার বিনামূল্যের সাবমেরিন ক্যাবল গ্রহণে অসম্মতি জানায়। সেই সাবমেরিন ক্যাবল আমরা এখন প্রায় এক হাজার কোটি টাকায় ১৪ বছর পর পাচ্ছি। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কমপিউটারের ওপর শুল্ক ও ভ্যাট বহাল রাখা ছাড়াও এই খাতে কোন ধরনের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ না নেয়ার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। হাজারো দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি এবং নয়বার তার চুরির পর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ফাইবার অপটিক্স ক্যাবল লাইন শেষ পর্যন্ত টেস্ট রানে গেছে এবং যদি প্রধানমন্ত্রী সময় দিতে পারেন তবে এই মে মাসের মধ্যে এটি চালু হবার কথা। তবে এর জন্য অবকাঠামো বা নীতিগত যেসব বিষয় মীমাংসা হবার কথা, তা এখনো হয়নি। সাধারণ মানুষ এই তার কেমন করে ব্যবহার করবে, তার কোন হদিস এখনো আমরা জানি না। বরং সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি নামমাত্র খরচে দ্বিগুণ করার একটি প্রস্তাব এই সরকার এরই মধ্যে নাকচ করে দিয়েছে বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ৪৪ লাখ ডলারে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে পারত বাংলাদেশ। এখনো ভিওআইপি উন্মুক্ত করা যায়নি। ৫ মে'র মধ্যে ভিওআইপি'র লাইসেন্স দেবার কথা। কিন্তু এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা পর্যন্ত তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি। গত বছর হাইটেক পার্কের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। ফলে কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক হবার জন্য একটি ইট বা এক কোদাল মাটিও ফেলা হয়নি। সরকারের ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। মাত্র কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পেজ-এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে সেসবের বেশির ভাগই ইংরেজিতে। এ দেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সেইসব ওয়েব পেজ থেকে কোন সহায়তা পাবেন বলে মনে হয় না। বরং নামমাত্র কিছু সাধারণ তথ্য প্রকাশ করে শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে এমন অভিযোগ রয়েছে। কমপিউটার বিক্রিতে খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপেও সাইফুর রহমান খড়গ হাতে বসে আছেন। কমপিউটারের জন্য আনা নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির ওপর সর্বোচ্চ হারে করারোপ করা হচ্ছে। এমনকি ইচ্ছেমতো এইচএস কোড বদলানো হচ্ছে। পিএসআইতে যে কোড থাকে এনবিআরের কর্তারা তা মানেন না। তাদের ইচ্ছেমতো কোড বসিয়ে ইচ্ছেমতো দাম ধরে তার ওপর কর বসানো হয়। প্রিন্টারের টোনার ও ইঙ্ক কার্ট্রিজে আমদানি ব্যয় শতকরা ৫১ ভাগের বেশি।

ভিওআইপি'র নামে সরকার দলীয় লোকজন (এবং টিঅ্যান্ডটির আমলা-কর্মচারীরা) মাত্র গত চার বছরে কামাই করেছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার উপরে। যেহেতু এই খাতের চুরিটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, সেজন্য খুব সহজে তারা এই ডাকাতির পথটি বন্ধ করতে চায় না। এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন বগুড়ায় এনআইআইটি উদ্বোধনের সময় বিএনপির ▶

বিসিএস চায়

আসন্ন বাজেটে–

কমপিউটার প্রিন্টারে ব্যবহৃত ইঙ্কজেট, রিবন, কার্ট্রিজ, এবং টোনার কার্ট্রিজ অন্য কোন ধরনের বহুমুখী ব্যবহার করা যায় না বলে এসব পণ্যে শুল্ক আরোপ করতে হবে।

ডাটা কার্ট্রিজ, ডিএলটি, এলটিও, ট্রাভেট কার্ট্রিজ, ফ্লপি ডিস্ক, জিপ ডিস্ক, এমও ডিস্ক এবং সুপার ডিস্ক কমপিউটারের নির্দিষ্ট ড্রাইভ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার সম্ভব নয় এবং উল্লিখিত পণ্যগুলোর কোন বহুমুখী ব্যবহারও সম্ভব নয় বলে এগুলোকে শুল্কমুক্ত রাখতে হবে।

বিসিএস-এর সুপারিশ অনুযায়ী শুল্ক, ভ্যাট আরোপ পুনর্গঠন করতে হবে।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তারেক রহমান কল টার্মিনেশনের অবৈধ ব্যবসায় বন্ধের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "শেখ হাসিনার আত্মীয়স্বজনরা এই ব্যবসায় আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে।" কিন্তু সেই ঘোষণার প্রায় পাঁচ বছর পরও কেন ভিওআইপি উন্মুক্ত করা হয়নি এবং এখন কারা এই খাতে লুটপাট করছে, সেটি নিয়ে তারেক রহমান আর কোন কথা বলতে চান না। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে যখন ভিওআইপি উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিলেন, তার প্রায় তিন বছর পরও কেন তার ঘোষণা বাস্তবায়িত হলো না, সেটি এখন হয়তো সবাই জানেন। সর্বশেষ ৬ এপ্রিল ২০০৬ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কামাল সিদ্দিকী ভিওআইপি উন্মুক্ত করার নির্দেশ দেবার পরও এটি উন্মুক্ত করা হয়নি।

অন্যদিকে সাইফুর রহমান বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে গবেষণা তহবিল হিসেবে যে ১৮ কোটি টাকা দেন তার সিংহভাগটাই আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইইএফ ফান্ডের টাকারও অপব্যবহার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শুধু একজন সাইফুর রহমানই এই দেশটিকে আইসিটিতে উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাতে পারতেন। তিনি যে ১২টি বাজেট পেশ করেছেন এই ১২টি বাজেটেই দেশের প্রায় দু'টি দশক পার করেছে। বলা যেতে পারে, সারা বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের সময় ছিল এই দুই দশকই। আমাদের প্রতিবেশী ভারত ১৯৮৬ সালে ও পাকিস্তান ১৯৯৬ সালের দিকে আইসিটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া শুরু করে। ফলে তারা এ সময়ের মধ্যেই বিশ্বের আইসিটি মানচিত্রে একটি সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আমরাও যদি বিগত ২০ বছরের মধ্যে শুধু সাইফুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারতাম, তবে বাংলাদেশও আজ ভারত বা চীনের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারত। ভারত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে আছে: সারা দেশের বিশেষ বিশেষ রাজ্যের বিশেষ বিশেষ এলাকায় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন, রফতানি সহায়তা দান, কর অবকাশ দেয়া, বাজারজাত করায় সহায়তা দেয়া, মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন ও কঠোরভাবে প্রয়োগ, আইসিটি ও সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি রয়েছে। অন্যদিকে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সাইফুর রহমানের হাত থেকে বরাদ্দ না পেয়ে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়ের পক্ষেই এসব কাজ করা সম্ভব ছিল না।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, সাইফুর রহমান যাদেরকে নিয়ে অতীতে সরকারে ছিলেন এবং এখন যারা তাকে অর্থমন্ত্রী বানিয়ে রেখেছে, তারা আদৌ আইসিটি শব্দটির অর্থ জানে কিনা- আমার তাতে সন্দেহ আছে। দেশ স্বাধীন হবার পর বিগত ৩৩ বছরে সবচেয়ে বেশি সময় সরকার পরিচালনাকারী জিয়া ঘরানার সরকার দেশকে আইসিটিতে সমৃদ্ধ করার জন্য কোন একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলে আমি স্মরণ করতে পারছি না। অতীতে এরা আইসিটি কাকে বলে তাই জানত না। তারা তাদের মন্ত্রী মুর্শেদ খানদের মোবাইল মনোপলি, সর্বোচ্চ মূল্যের টেলিকম যোগাযোগ, টেলিকম খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মনোপলি বহাল রেখেছিল। এই খাতে না ছিল ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা, না ছিল তৎকালীন প্রয়োজনের যোগান দেয়া।

১৯৯১ সাল ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকার কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমিয়েছিল। এবার যখন নতুন শতকে তারা ক্ষমতাসীন হয় তখন মাঝখানের একটি ব্যতিক্রমী বিষয় ঘটে গিয়েছিল। ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে ক্ষমতাশীন শেখ হাসিনার সরকার তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে কিছু নতুন পদক্ষেপ নিয়েছিল। কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক, ভ্যাট প্রত্যাহার; স্কুল-কলেজে কমপিউটার শিক্ষা চালু ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার কমপিউটার প্রদানসহ কমপিউটার ল্যাব স্থাপন, কমপিউটারে উচ্চশিক্ষার প্রসার, হাইটেক পার্ক স্থাপন, ই-গভর্নমেন্ট প্রকল্প প্রণয়ন, সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের উদ্যোগ ইত্যাদি হাসিনা সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলোর কয়েকটি। সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শহীদ শাহ এএমএস কিবরিয়া তাদের শাসন সময়ে দেশের আইসিটি গন্তব্যের একটি সুনির্দিষ্ট ঠিকানা নির্ধারণ করেন। সাইফুর রহমানের অতীত সরকারের উল্টো পায়ের পাতাকে সোজা করে এসব সিদ্ধান্ত নিতে নিতে হাসিনা সরকার প্রায় দুই বছর পার করে দেয়। পরের তিন বছরে তারা তাদের প্রকল্পগুলোর ২০ শতাংশ সম্পন্ন করে যেতে পারেনি। ফলে হাসিনা সরকারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব বর্তায় এই সরকারের ওপর। এরা শুরুতে সোৎসাহে আইসিটি বান্ধব বলে দাবি করে। কিন্তু বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।" সেই ঘটনাটি এই সরকারের ক্ষেত্রেও ঘটে। মাত্র এক বছরের মাথায় সাইফুর রহমান কমপিউটারের ওপর শুল্ক আরোপ করেন। সারা দেশের মানুষের ধিক্কারে জর্জরিত হয়ে রাগের সাথে তিনি সেই কর প্রত্যাহারে সম্মতি দেন। কিন্তু একই সাথে তিনি আইসিটি খাতের বরাদ্দ কমিয়ে দেন। এই খাতের চলমান প্রকল্পগুলো বন্ধ হতে থাকে।

স্মরণ করতে পারি, বাংলাদেশের সব ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ ফোরাম এফবিসিসিআই আমাদের তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য একটি সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেছিল। বস্তুত আগামী বাজেটে এসব নীতিমালার বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে বাজেট পেশ করা যেতে পারে।

বিসিএস-এর সুপারিশমালা

বিসিএস-এর সুপারিশ বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি (বিসিএস) ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে একটি বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা পাঠিয়েছে। এতে বিসিএস বর্তমানে আরোপিত শুল্ক ও কর যৌক্তিক করে তোলার জন্য বেশ কিছু কর প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে। এ প্রস্তাব বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্যের ওপর বিদ্যমান ডিউটি, ভ্যাট, ডিএসসি, পিএসআই উল্লেখ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর কমানোর প্রস্তাব করেছে। বিসিএস তার উল্লিখিত সুপারিশে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেছে- এসব দ্রব্য সামগ্রী বহুলভাবে শুধু কমপিউটার, নেটওয়ার্কিং এবং ডাটা কমিউনিকেশন প্রস্তুত করা, স্থাপন, ব্যবহার ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয় বলে সরকারের ঘোষিত নীতি মোতাবেক এগুলো সব ধরনের শুল্ক ও করমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একনেক অনুমোদিত ৬৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে খুব শিগগির প্রতিষ্ঠিতব্য সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের জন্য বিশাল ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব কমপিউটার, নেটওয়ার্ক এবং এর যাবতীয় পণ্য সুলভে না পাওয়া গেলে এ প্রকল্পের কার্যকারিতা দারুণভাবে ব্যাহত হবে এবং এটি অলাভজনক হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, কমপিউটার প্রিন্টারে ব্যবহৃত ইঙ্কজেট, রিবন, কার্ট্রিজ, এবং টোনার কার্ট্রিজ অন্য কোন ধরনের বহুমুখী ব্যবহার করা যায় না বলে এসব পণ্যে শুল্ক আরোপ করার জন্য বিসিএস বিশেষভাবে অনুরোধ করে।

বিসিএস সুপারিশ আরো জানায় ডাটা কার্ট্রিজ, ডিএলটি, এলটিও, ট্রাভেল কার্ট্রিজ, ফ্লপি ডিস্ক, জিপ ডিস্ক, এমও ডিস্ক এবং সুপার ডিস্ক কমপিউটারের নির্দিষ্ট ড্রাইভ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার সম্ভব নয় এবং উল্লিখিত পণ্যগুলোর কোন বহুমুখী ব্যবহারও সম্ভব নয় বলে শুল্কমুক্ত রাখার অনুরোধ করে।

বেসিস-এর সুপারিশমালা

আসন্ন বাজেটকে সামনে রেখে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও আইটি এনাবল্ড সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজ এর একমাত্র ব্যবসায়ী সমিতি 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস' তথা বেসিস সরকারের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ রেখেছে। এসব সুপারিশে বলা হয়েছে:

০১. আইটি এনাবলড সার্ভিসসমূহকে (আইটিইএস) এসআরও নম্বর ২১৬-এল/ইনকাম ট্যাক্স/২০০৫'-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ▶

০২. আইটিইএস-সমূহকে 'এসআর নম্বর ১৫১-এল/২০০৫/৪৪২-ভ্যাট'-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০৩. কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য 'এক্সিলারেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, অনুমোদন করতে হবে।

সুপারিশে বেসিস যেসব দাবি তুলে ধরেছে তা যথার্থ অর্থেই যৌক্তিক। এবং এগুলোর বাস্তবায়ন আসন্ন বাজেটে হওয়া দরকার।

প্রথমত, আইটিইএসসমূহকে ভ্যাট ও কর অবকাশ সুবিধা দেয়ার দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলা যায়, যেকোনো দেশে আইসিটি সেবা শিল্পের রয়েছে দু'টি স্বতন্ত্র উপখাত: সফটওয়্যার উপখাত এবং আইটিইএস উপখাত। দু'টি খাতের উন্নয়ন একটি অপরটির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সে কারণেই একটি দেশে শক্তিশালী আইটিইএস উপখাত গড়ে তোলা ছাড়া সামগ্রিক আইসিটি খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সাধারণত আইটিইএসকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়, যেকোনো আইটি ব্যবসায়ের বাণিজ্যিক পণ্য ও সেবার উৎপাদনই হচ্ছে আইটিইস, আর এ সার্ভিস সরবরাহের জন্য যেকোনো ধরনের কমপিউটায় সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের আইটি কোম্পানিগুলো এখন যেসব আইটিইএস সরবরাহ করছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক. ডিজিটাইজেশন/ডিজিটাল কনভারশন, খ. জিআইএস/ ডিজিটাল ম্যাপিং, গ. সিএডি/সিএএম, ঘ. ই-কমার্স, ঙ. ওয়েবসাইট কন্টেন্ট প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা চ, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক এনিমেশন, ছ. ডাটা/মজুদ/ডাটা নিরাপত্তা/ডাটা পুনরুদ্ধার, জ. মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন, ঝ. কল সেন্টার পরিচালনা এবং ঞ. সফটওয়্যার প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন।

সফটওয়্যার উন্নয়নে এসব খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বেশির ভাগ দেশে আইটিইএস খাত সফটওয়্যার খাতের সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। যেহেতু আয়কর ও ভ্যাট রেয়াত দেয়া সম্পর্কিত এসআরএ-তে শুধু সফটওয়্যার ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ আছে, এবং এতে আইটিইস-এর কথা উল্লিখিত নেই, বেসিসের সুপারিশ হচ্ছে, এসআরও-বি 'সফটওয়্যার বিজনেস' শব্দাবলী প্রতিস্থাপিত হতে হবে 'সফটওয়্যার অ্যান্ড আইটি এনাবলড সার্ভিসেস বিজনেস' শব্দাবলী দিয়ে। দাবিটি যথার্থ এবং আসন্ন বাজেটে তা বাস্তবায়ন দরকার।

দ্বিতীয়ত, কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'এক্সিলারেটেড ডেপ্রিসিয়েশন' অনুমোদন দাবি করাটাও যৌক্তিক। ব্যবসায় সংগঠনে আইটি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের কর ব্যবসায় 'এক্সিলারেটেড ডেপ্রিসিয়েশন' অনুমোদিত হয় বিক্রীত সফটওয়্যার ও কমপিউটার হার্ডওয়্যারের ওপর ব্যয় ধরার সময়। এই কমপিউটার হার্ডওয়্যারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি, প্রিন্টার, পেরিফেরাল ও এক্সেসরিজ। বেসিস মনে করে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই 'এক্সিলারেটেড ডেপ্রিসিয়েশন' সুবিধা আসন্ন বাজেটে কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের জন্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

এফবিসিসিআই যা চায়

এফবিসিসিআই-এর অ্যাকশন প্লানে বলা হয়েছে: টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে, বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পছন্দমতো স্থানে ফাইবার অপটিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলার অনুমতি দিতে হবে, ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল ও ডব্লিউএলএল বৈধ করে তা বেসরকারি খাতে চালু করার অনুমতি দিতে হবে, নির্মাণ-পরিচালনা-মালিকানা পদ্ধতিতে বেসরকারি খাতকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে দিতে হবে, টিঅ্যান্ডটি বোর্ডকে তাদের অবকাঠামো এবং টেলিফোন সেবাকে ২০০২ সালের মধ্যেই আলাদা করতে হবে, আন্তঃমহাদেশীয় ক্যাবল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশকে সাবমেরিন ক্যাবল লাইনে যুক্ত করতে হবে, টিঅ্যান্ডটি বোর্ডকে একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে পরিচালনা করতে হবে, মহাখালীতে আইসিটি ভিলেজ স্থাপন করতে হবে, ঢাকা শহরে একটি আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করতে হবে, চট্টগ্রামে একটি আইসিটি ভিলেজ স্থাপন করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বাছাই করতে হবে, কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে, সব সিস্টেম লস শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনতে হবে, বেসরকারি খাতকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ করতে দিতে হবে, পল্লী অঞ্চলকে গুরুত্বসহ বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা বরাদ্দ করতে হবে, ২০০৩ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে তাদের কর্মপরিধি বাড়াতে হবে; ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমারসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তায় আঞ্চলিক পাওয়ার গ্রিড গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আইসিটি খাতের প্রামাণ্য দক্ষতা ও অবদানের ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যেসব বিষয়ে মনোনিবেশ করবে তা হলো: মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো, টেলি/ডাটা যোগাযোগ, আইন প্রণয়ন, আইসিটি শিল্প, রফতানি, সরকারকে কমপিউটারায়নে সহায়তা দেয়া ইত্যাদি, সরকারি দপ্তরে আইসিটিতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বেসরকারি খাতে বিদ্যমান বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, সরকারকে স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগসহ কমপিউটার সরবরাহ করতে হবে, জেলা সদরের প্রতিটি স্কুলে ১০টি করে কমপিউটার দিতে হবে, উপজেলা সদরের প্রতিটি স্কুলে ৫টি করে কমপিউটার দিতে হবে, ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিটি স্কুলে ১টি করে কমপিউটার দিতে হবে, স্কুলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কমপিউটার বিজ্ঞানে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ১০০০-এ উন্নীত করতে হবে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্থানীয় শিক্ষক পাওয়া না গেলে বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে, বর্তমানে বিদ্যমান আইআইসিটি কেন্দ্রগুলো স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করতে হবে, কমপিউটার বিজ্ঞান ও কমপিউটার শিক্ষার সিলেবাস ও কারিকুলাম পর্যালোচনা করতে হবে, শিল্প ও বেসরকারি খাতের সাথে পরামর্শ করে কমপক্ষে দু'বছরে একবার সিলেবাস পর্যালোচনা করতে হবে, প্রস্তাবিত আইআইসিটি ২০০৪-এ চালু করতে হবে, আইআইসিটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনসংখ্যা চাহিদা অনুযায়ী বাড়াতে হবে, বিদেশী শিক্ষক নেয়া বন্ধ করতে হবে, যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষকে কমপিউটারবিষয়ক সিলেবাস তৈরি করতে হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের স্তরে স্তরে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, ডিসেম্বর ২০০৩-এর মধ্যে মধ্য ও নিচু স্তরের কর্মচারীদের শতকরা ২৫ ভাগকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, শিক্ষক, ছাত্র ও স্কুলগুলোকে শতকরা ৫ ভাগ সুদের হারে ব্যাংকঋণ দিতে হবে, সব সরকারি, বেসরকারি আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক্রিডিটেড হতে হবে, যথাযথ সরকারি কর্তৃপক্ষ আইসিটি খাতের জন্য যথাযথ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করবে ও সার্টিফিকেট দেবে, যা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য গ্রহণ করা হবে, কমপিউটার শিক্ষিত নয়, এমন কাউকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হবে না, জাতীয় কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।

হার্ডওয়্যার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করার জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে যথাযথ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, যোগাযোগ পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে, হার্ডওয়্যার-এর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনকে সফটওয়্যার রফতানির মতোই আর্থিক উৎসাহ দেয়া হবে, উৎপাদন স্থলকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস হিসেবে গণ্য করা হবে।

বার্ষিক বাজেটের ৩ শতাংশ সরকারের কমপিউটারায়নের জন্য ব্যয় করতে হবে, যেখানে দেশীয় প্রযুক্তি পাওয়া যায়, সেখানে বিদেশী এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম আমদানি নিষিদ্ধ করতে হবে, ২০০৩ সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কমপিউটারায়ন সম্পন্ন করতে হবে, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট থাকতে হবে, ভ্যাটযুক্ত সব পণ্য ক্যাশ রেজিস্টার/ পয়েন্ট অব সেলস পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে, সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সেক্টর কর্পোরেশন, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, লিজিং এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কায়িক শ্রমের বদলে কমপিউটার ব্যবহার করতে হবে, খুচরা বিক্রয়ে বার কোড পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, ছোট ও বড় সরকারি প্রকল্পের টেন্ডারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশ নেয়ার সুযোগ তৈরি করতে টেন্ডার দলিলে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে, একটি লাইসেন্সের সাহায্যেই আইএসপিকে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে দিতে হবে, ভি-স্যাট মালিকদের ডাটা, ভিডিও এবং ভয়েস সার্কিট বসাতে দিতে হবে, আইএসপিগুলোকে তাদের পছন্দমতো বিক্রেতাদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি কিনতে দিতে হবে, বিভিন্ন আইএসপি'র মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, আইএসপিগুলোকে একাধিক পিওপি স্থাপন করতে দিতে হবে, ভি-স্যাট অপারেটরদের ফোন লাইন চালু করতে দিতে হবে, সরকারকে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানে বিপণন অফিস স্থাপন করতে হবে, বছরে চারটি মেলায় অংশ নিতে হবে, বছরে ▶

অন্তত দু'টি মার্কেটিং মিশন পাঠাতে হবে, বাংলাদেশের আইসিটি শিল্প সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য দাতাদের উৎসাহিত করতে হবে, প্রখ্যাত বহুজাতিক আইসিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করে বাংলাদেশে গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় অফিস স্থাপন করতে হবে, কমপক্ষে একটি প্রখ্যাত বহুজাতিক আইসিটি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে সেন্টার স্থাপন করতে হবে, কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার অব্যাহত থাকবে, যোগাযোগ পণ্যের ওপর থেকে জুলাই ২০০২ থেকে সব শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করতে হবে, কমপিউটার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, এটিএম ও নেটওয়ার্ক পণ্যের ওপর থেকে জুলাই ২০০২ থেকে স্থানীয় বিক্রয়-পর্যায়ে আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে, আইসিটি শিল্পকে ১০ বছরের কর অবকাশ দিতে হবে, আইসিটি শিল্পের জন্য ব্যাংকের সুদের হার শতকরা ৭ ভাগ করতে হবে, ইইএফ তহবিলকে ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ডে রূপান্তর করতে হবে, কমপিউটারের হার্ডওয়্যার, যন্ত্রাংশ, সফটওয়্যার ও আইসিটি সেবার রফতানিতে শতকরা ২৫ ভাগ নগদ ভর্তুকি দিতে হবে, কপিরাইট আইন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সাইবার আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে, সাইবার আইন পাস করতে হবে, অন্যান্য আইন সংশোধন করতে হবে।

ইন্টারনেট ব্যবসায় পুরোপুরি বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, স্থানীয়ভাবে ইস্যু করা সব ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে ইন্টারনেটে দাম পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে, আয়কর, ভ্যাট ও লাইসেন্স ফি ই-পেমেন্ট পদ্ধতিতে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ক্রেতাদের অধিকার সংরক্ষণ, চেক জালিয়াতি, নিয়ন্ত্রণ ও অনুমতি দেয়াসহ অন্যান্য কাজ করার জন্য সুপারভাইজরি সংস্থা গঠন করতে হবে, প্রতিটি সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট থাকতে হবে, সরকারি অফিসের ২৫ শতাংশ কাজ কমপিউটারাইজ করতে হবে, সরকারি বাজেটের ৩ শতাংশ কমপিউটারায়নে ব্যয় করতে হবে, সরকারি, আধাসরকারি, সেক্টর কর্পোরেশন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সম্পূর্ণ কমপিউটার ব্যবস্থা চালু করতে হবে, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সব সরকারি কর্মকাণ্ড ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্য হতে হবে, বাংলা সব বর্ণকে ইউনিকোড মানসম্মত হিসেবে প্রমিত করতে হবে, ব্যবহারকারীদের পছন্দ অনুযায়ী বাংলা কীবোর্ড প্রমিত করতে হবে, অপারেটিং সিস্টেম, ইন্টারনেট ব্রাউজার ও এপ্লিকেশন প্যাকেজ বাংলায় প্রণয়ন করতে হবে, ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেটে সরকারের প্রকাশিত তথ্যাবলী বাংলাতেও প্রকাশ করতে হবে, সরকার তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে বাংলায় রূপান্তরের ব্যবস্থা করবেন।

এক্ষেত্রে বাজেটে বিবেচ্য

এফবিসিসিআই'র উপরোল্লিখিত অ্যাকশন প্লানের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলো এ বছরের বাজেটেই বাস্তবায়ন করা উচিত। সেগুলোর আলোকে কমপক্ষে যেসব বিষয়ে সরকার নজর দিতে পারে– সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়াস এখানে পাব।

প্রথমত এবারের বাজেটের সবচেয়ে জরুরি বরাদ্দ থাকা উচিত কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক বিষয়ে। বরাদ্দ এমন হতে পারে, পুরো পার্কটি আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের মধ্যে বেসরকারি খাতের কাছে বরাদ্দ দেয়া যায়। ওখানে সব ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের মূল ব্যাকবোনের সাথে ফাইবার অপটিক্স ব্যাকবোন তৈরি করার কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারের উন্নয়ন বাজেটের শতকরা তিন ভাগ বরাদ্দ থাকা উচিত তথ্য প্রযুক্তি খাতে।

এখন ইইএফ ফান্ডের খাতে কোনো টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে না। বরং যে পরিমাণ টাকা আইসিটি খাতে দেয়া হয়েছে, তা অতি সামান্য। বেসিস-এর কর্মকর্তারা ছাড়া আর কেউ এই খাত থেকে কোন বরাদ্দ পায়নি। এই খাতে বরাদ্দ দেয়া হলে সেটি পুরোপুরি আলাদাভাবে দেয়া উচিত। কৃষি খাতের সাথে মিলিয়ে কোন বরাদ্দ দেয়া উচিত নয়।

সরকার ঢাকার কাওরানবাজারে একটি ইনকিউবেটর তৈরি করেছে। এর মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর। এই খাতে গত অর্থবছরে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এবারের বাজেটে এই খাতে ব্যাপক বরাদ্দ দেয়া উচিত। বরাদ্দ এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে ইনকিউবেটরের অসমাপ্ত অবকাঠামোসহ সব কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং অন্তত আরো দশ বছর এটি চালু থাকতে পারে।

ঢাকায় আরো দু'টি এবং চট্টগ্রামে অন্তত একটি ইনকিউবেটর স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেয়া উচিত।

সারা দেশের সব স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যের ইন্টারনেট এবং কমপক্ষে যথাক্রমে ১০, ৫০, ১০০টি করে কমপিউটার দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। এমআইটির সাথে আলোচনা করে ১০০ ডলারের ল্যাপটপ আনার জন্যও বরাদ্দ থাকা উচিত।

কমপিউটারের নেটওয়ার্ক এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে সব ধরনের শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করা উচিত। খুচরা পর্যায়ে কমপিউটার বিক্রির ওপর আরোপিত সব ভ্যাট প্রত্যাহার করা উচিত। দেশীয় কমপিউটার সংযোজন খাতকে উৎসাহিত করার জন্য কর অবকাশ দেয়া দরকার। দেশে সংযোজিত ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, ইউপিসএস, ব্যাটারি ইত্যাদির কাঁচামাল শুল্কমুক্ত করা প্রয়োজন।

সফটওয়্যারের ওপর বিদ্যমান কর অবকাশ বহাল রেখে তথ্য প্রযুক্তি সেবা খাতকেও কর অবকাশের আওতায় আনা উচিত। সরকারের কমপিউটারায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া উচিত। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা দুই ভাগ এই খাতে বরাদ্দ করা যেতে পারে।

মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করার জন্য কপিরাইট, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে অটোমেশন করা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার।

স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।

শিক্ষামূলক সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা চাই।

আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য থোক ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া উচিত।

আইসিটিতে একটি মানসম্মত পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

মোবাইল ও সিম কার্ডের কর প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সফটওয়্যার রফতানির জন্য নগদ সহায়তা দিতে হবে।

কমপিউটারায়নের জন্য এক বছরেই শতকরা একশ ভাগ ডেপ্রিসিয়েশন দেয়া উচিত।

এসব প্রস্তাবনার বাইরেও বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সাধারণভাবে সরকারি যেসব উন্নয়ন প্রকল্প সাধারণত চালু করে থাকে, সেগুলো তো থাকবেই।

বেসিস চায়

আসন্ন বাজেটে–

০১. আইটি এনাবলড সার্ভিসসমূহকে (আইটিইএস) এসআরও নম্বর ২১৬-এল/ইনকাম ট্যাক্স/২০০৫'-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০২. আইটিইএস-সমূহকে 'এসআর নম্বর ১৫১-এল/২০০৫/৪৪২-ভ্যাট'-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০৩. কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য 'এক্সিলারেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, অনুমোদন করতে হবে।

সুপারিশে বেসিস যেসব দাবি তুলে ধরেছে তা যথার্থ অর্থেই যৌক্তিক। এবং এগুলোর বাস্তবায়ন আসন্ন বাজেটে হওয়া দরকার।

শেষ কথা

মোট কথা, এবারের বাজেটে আইসিটি খাতে বরাদ্দ ব্যাপকভাবে বাড়ানোর দরকার, নইলে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের আইসিটি খাতকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখা যাবে না। চলতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় অতিমাত্রায় অপর্যাপ্ত। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও আইসিটি খাতসংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞজনেরা উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন বারবার। তবুও আইসিটি খাতের বরাদ্দ প্রত্যাশিত মাত্রায় বাড়ছে না। এবারের বাজেটে সে ধারা-প্রবণতা পাল্টে দিয়ে আইসিটি খাতে বরাদ্দ ব্যাপক বাড়ানো দরকার বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

মনে রাখা দরকার, আমরা কখনোই একটি উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবো না, যদি না আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ব্যাপকভাবে চালাতে পারি। সরকারকে, বিশেষ করে অর্থমন্ত্রীকে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। দেশের মানুষ চায়, আগামী বাজেটে অন্তত এর প্রতিফলন থাকবে। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সার্বিক জাতীয় কল্যাণ।

ফীডব্যাক: mustafajabbar@gmail.com

স্যামসাং লিপ অ্যাহেড নাইট শো

প্রযুক্তি ও বিনোদনের সমন্বয়ের এক সন্ধ্যা

কে. এম. শামীম হায়দার

বাংলাদেশ স্যামসাং আইটি পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। দুনিয়া জুড়ে আইটি পণ্যে স্যামসাং এর জয়জয়কার। স্যামসাং এর আইটি পণ্য এদেশের মানুষের মনে আস্থা করে নিয়েছে ইতোমধ্যেই। ঠিক এমনটিই মন্তব্য করেছেন স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স এর আন্তর্জাতিক কর্মকর্তারা। সম্প্রতি স্মার্ট টেকনোলজি'স লি: বাংলাদেশে স্যামসাং ডিলাদের নিয়ে আয়োজন করেছিল এক ভিন্ন রকম প্রযুক্তি ভিত্তিক আনন্দ সন্ধ্যার। মূলত এ আয়োজনে প্রযুক্তির সাথে বিনোদনের এক অদ্ভুত সম্মিলন ঘটিয়েছিল তারা। চাকার শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে স্যামসাং আইটি পণ্যের পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি: এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় স্যামসাং এর 'লিপ অ্যাহেড' প্রোগ্রাম। এবারের মূল উপজীব্য শ্লোগান ছিল 'লিপ অ্যাহেড-টুগেদার টু দ্যা টপ'।

সর্ব বামে হ্যারি এস অ্যান, মো: জহিরুল ইসলাম ও আজিজুর রহমান

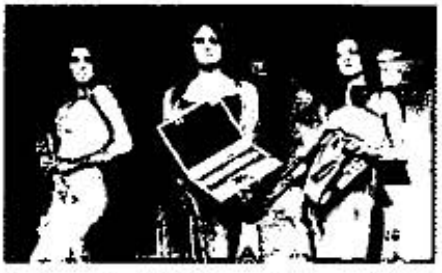

বাংলাদেশে স্যামসাং এর আইটি পণ্যের ডিলারদের জন্য এটি ছিল একটি বড় আয়োজনের উৎসব। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। স্বনামধন্য আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরো প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্যামসাং ইন্ডিয়া ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের টিম লিডার অব আইটি প্রোডাক্টস হ্যারি এস অ্যান এবং স্যামসাং গ্লোবাল (জিবিএস) বিজনেস ম্যানেজার জার্মি ইয়র্ন।

অনুষ্ঠানে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে দর্শকদের সাথে স্যামসাং এর নতুন পণ্যগুলোর পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। নতুন পণ্যগুলোর মধ্যে স্যামসাং সিআরটি মনিটর, স্যামসাং টিএফটি মনিটর, স্যামসাং এলসিডি মনিটর, স্যামসাং এইচডিভি, স্যামসাং ওএমএস, স্যামসাং নোট পিসি এবং স্যামসাং লেজার প্রিন্টার উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনী পর্ব শেষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে স্যামস্যাং আইটি প্রোডাক্টের দুই পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজি'স বিডি লি: এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: জহিরুল ইসলাম এবং ইনডেক্স আইটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজিজুর রহমান। স্যামসাং এর আইটি প্রোডাক্টকে বাংলাদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে স্মার্ট টেকনোলজি'স লি: এবং ইনডেক্স আইটি লি: এর অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে। স্মার্ট টেকনোলজি'স লি: বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় একটি আইটি কোম্পানি হিসেবে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৯৮ সালের মার্চে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কোম্পানি। স্মার্ট টেকনোলজি'স লি: সবসময়ই ব্যবহারকারীদের 'চাহিদানুযায়ী সর্বশেষ প্রযুক্তির প্রোডাক্ট ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে দিয়ে থাকে। ফলে বাংলাদেশে আইসিটি মার্কেটে তাদের অবস্থান ঈর্ষণীয়। দেশ জুড়ে এদের রয়েছে শতাধিক ডিলার। কাস্টমারদের সবসময় সর্বোচ্চ পরিমাণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্মার্ট টেকনোলজি'স আপোষহীন।

স্মার্ট টেকনোলজি'স এর ডিরেক্টর মো: জহিরুল ইসলাম তার বক্তব্যের শুরুতে অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন, "স্যামসাং ব্র্যান্ডকে আজ আইসিটি সেক্টরের কারো কাছেই নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে স্যামসাং সারা পৃথিবীতে বাঘার ওয়ান 'পিসি এসেনশিয়ালস' কোম্পানি হিসাবে পরিচিত।"

অন্যদিকে ১৯৯২ সালে ইনডেক্স আইটি লি: এর যাত্রা শুরু হয় আইটি কম্পোনেন্টস ইম্পোর্টার হিসেবে। '৯৭ সাল থেকে স্যামসাং এর অথোরাজইড ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ইনডেক্স আইটি লি: কাজ করে আসছে। ইনডেক্স আইটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজিজুর রহমান তার বক্তব্যের শুরুতে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান। তিনি স্যামসাং এর সব কাস্টমার, ডিলার এবং রিটেইলারদের ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন। আজিজ রহমান আমন্ত্রিত দর্শক ও অতিথিদের স্যামসাং মনিটরের বাজারজাত করার শুরুর দিককার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং ব্র্যান্ড হিসেবে স্যামসাং কেন জনপ্রিয় তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে মাঝামাঝি সময়ে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স এর গ্লোবাল বিজনেস ম্যানেজার জার্মি ইয়র্ন বক্তব্য রাখেন।

'লিপ অ্যাহেড' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্যামসাং ২০০৫-০৬ সালের জন্য সেরা দশজন ডিলারকে 'বেস্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত টপটেন ডিলাররা হচ্ছে- সেফ আইটি সার্ভিসেস লি:, কমপিউটার ভিলেজ, ফ্লোরা লিমিটেড, ট্রিমল্যান্ড কমপিউটার, আরএম সিস্টেমস লি:, টেকনো কেয়ার, রিসিভ কমপিউটারস লি:, রায়ান'স কমপিউটার, ফোরসাইট এবং কমভ্যালি লি:। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন স্যামসাং ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড এর টিম লিডার অব আইটি প্রোডাক্টস হ্যারি এস অ্যান। প্রোগ্রামের শুরুতেই এক মনোজ্ঞ লেজার শো'র মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় 'লিপ অ্যাহেড' এর মূল বক্তব্য 'টুগেদার টু দ্য টপ'। পরে মডার্ন ডান্স ও র‍্যাম্প শো'র মাধ্যমে স্যামসাং প্রোডাক্টগুলো উপস্থাপন করা হয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্যামসাং এর ৭৯৮এমবি+ সিআরটি মনিটরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা করা হয়। সবশেষে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সংগীত পরিবেশনের প্রথম পর্যায়ে মঞ্চে আসেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কোচ্চেভ। কোচ্চেভ এর পর্বে বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে বেশ কিছু জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন তিনি। এরপর বাংলাদেশের শিল্পি রুপম ও মিলা যৌথভাবে এক সময়ের জনপ্রিয় বাংলা গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও রুপম ও মিলা আলাদা আলাদাভাবে একক বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজী গানও পরিবেশন করেন। এসময় দর্শকদের সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হয় আয়োজকদের। গানের সাথে সমান তালে দর্শকরাও নেচে গেয়ে মাতিয়ে তোলেন পুরো অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে গান গাইতে মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের ব্যান্ড জগতের প্রবাদ পুরুষ আইয়ুব বাচ্চু। ঘন্টা খানেকের কিছু বেশি সময় ধরে একে একে তার নিজের এবং এল.আর.বি'র আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে শোনান তিনি। স্বভাব সুলভ মাদকী গায়কী ঢঙে দর্শক শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখেন আইয়ুব বাচ্চু। তার গান পরিবেশন শেষেই স্যামসাং লিপ অ্যাহেড অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করে আয়োজক কর্তৃপক্ষ।

ফীডব্যাক: shamim.hayder@gmail.com

বাংলাদেশের প্রস্তাবিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৫: একটি পর্যালোচনা

(গত সংখ্যার পর)

ড. মো: আব্দুস সোবহান

গোপনীয়তা ও একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় উন্মুক্তকরণে বাধা

এ আইনের ধারা ৭৯ মোতাবেক ইলেকট্রনিক রেকর্ড, পুস্তক, রেজিস্টার, পত্র-যোগাযোগ, তথ্য, প্রামাণ্য দলিল (document) অথবা নিরাপত্তা সম্বলিত অন্যান্য উপকরণের গোপনীয়তা ও একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় (Privacy) ভঙ্গজনিত কারণে দু'বছর পর্যন্ত জেল, এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনের ৭৮ ধারায় সাংবিধানিক চুক্তিসমূহ অনুচ্ছেদ ৪৩-এর মাধ্যমে নিম্নরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে:

আইনে আরোপিত গ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, গণ শৃঙ্খলা, জন-নৈতিকতা অথবা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিম্নরূপে এ আইন ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে: (ক) নিজ গৃহে প্রবেশ, তল্লাশি কিংবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বা গ্রেপ্তারের বিপক্ষে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং (খ) পত্র-যোগাযোগ এবং অন্যান্য যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ আইনের অন্যথা না হলে বা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইন বা এ জাতীয় আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধি-বিধানের আওতায় প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া তার সংরক্ষিত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, পুস্তক, পত্র-যোগাযোগ, তথ্য, প্রামাণ্য দলিল কিংবা এ জাতীয় কোন বস্তুতে অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করতে পারবেনা এবং উপরে বর্ণিত কোন কিছু অন্য কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেনা।

সাইবার-আইন উপদেষ্টা কমিটি গঠন

আইসিটি আইনের ৯৭ সেকশন মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে যা সাইবার উপদেষ্টা কমিটি নামে পরিচিত হবে। এ আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিধি প্রণয়নে সহযোগিতা বা উপদেশ দেয়াই হবে এ কমিটির দায়িত্ব।

অন্যান্য আইনের সংশোধন

প্রস্তাবিত আইসিটি আইন বলবৎ করতে হলে বাংলাদেশের বেশ কিছু আইনের সংশোধন করতে হবে। দেশের বিদ্যমান আইনি অবকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সংস্কার না আনলে প্রস্তাবিত আইসিটি আইন কার্যকর করা অর্থহীন হবে। বাংলাদেশের আইনি অবকাঠামোয় এই সংস্কার না আনলে ইন্টারনেটের যথাযথ ব্যবহার এবং তা হতে সুবিধা আদায় সুদূর পরাহত রয়ে যাবে। এজন্য দেশে বিদ্যমান সাক্ষ্য আইন-১৮৭২, ব্যাংকার বুক আইন-১৮৯১ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার-১৯৭২ সমূহে এ আইনের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সিডিউল অনুযায়ী সংশোধনী আনতে হবে।

প্রস্তাবিত আইসিটি আইন-২০০৫ এর দুর্বল দিক

প্রস্তাবিত আইসিটি আইনে বেশ কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা আমাদের সনাতন আইনের নিরিখে স্পষ্ট নয়। সমাজের অনেক রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় আইনের আওতায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন, এমনকি বর্তমানে সামাজিক রীতিনীতিও এই প্রযুক্তি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। সুতরাং আইন ও প্রযুক্তির মধ্যে বিশ্বজুড়ে চলছে ব্যাপক সংমিশ্রণ। সমাজ ব্যবস্থায় সমন্বয় আনায়নের মাধ্যমে আইন ও তথ্য প্রযুক্তির সংযোগ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি এ আইনে।

আইসিটি সমাজে কি বিবর্তন আনতে পারে তার দুটি নমুনা উদাহরণ দিতে চাই। বাংলাদেশে বসবাসরত কোন নামকরা আলেম কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাভাষাভাষি একদল লোকের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটের ভিডিওকনফারেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়াজ মাহফিল করা কিংবা একই প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিন্ন দেশে অবস্থানরত বর-কনের মধ্যে কাজী এবং হুজুর কর্তৃক বিবাহ পরিচালনা এখন একান্তই সম্ভব।

এক দেশে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য দেশের কমপিউটারে ক্ষতিসাধন করলে বিচারের জুরিসডিকশন কোন দেশ হবে? এ জাতীয় সামাজিক কর্মকান্ড বা রীতিনীতি কিংবা অপরাধ মোকাবেলায় আর্ন্তজাতিক স্তরের আইনি অবকাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তা ভবিষ্যতই বলে দিবে। ভৌগলিক ব্যাবধান কি এখন এসব কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে? বিদ্যমান বর্তমান আইন এ বিষয়ে কি বলে? আমরা আশা করি, বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান অনেক সামাজিক রীতিনীতি এবং আইনে পরিবর্তন আসবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাবিত সামাজিক বিবর্তনের ফলাফল হিসেবে। ভৌগলিক ও সময়ের ব্যাবধান বা দূরত্ব ভবিষ্যতে আর বাধা হিসেবে থাকবেনা।

আইসিটি আইন-২০০৫ এর অপ্রয়োগযোগ্যতা

প্রস্তাবিত আইসিটি আইন-২০০৫ শুধু ইলেক্ট্রনিক উপাত্তের ওপর প্রযোজ্য। এ আইনের ধারা ২ মোতাবেক নিম্নের সুনির্দিষ্ট মূল সাতটি বিষয়ের ওপর কাগজ-কলম ভিত্তিক নথিকে এ আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সরকারকে এ ধরনের অন্যান্য documen কেউ এ আইনের আওতার বাইরে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(১) হস্তান্তরযোগ্য দলিল: হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১, ধারা-১৩ (১৮৮১ সালের ২৬ নং আইন); (২) ক্ষমতা হস্তান্তর; (৩) ট্রাস্ট আইন: ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২, ধারা ৩ (১৮৮২ সালের ২ নং আইন); (৪) উইলস বা শেষ ইচ্ছা: উত্তোরাধিকার আইন-১৯২৫, ধারা-২ এর উপ-ধারা (য), (১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন); এবং উইলস বা শেষ ইচ্ছা বিষয়ক সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত যাবতীয় আইন তা যে নামেই হোক না কেন। (৫) বিক্রয় চুক্তি অথবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বা এরূপ সম্পত্তির উপর নির্ধারিত যেকোন স্বার্থ (Interest) সংক্রান্ত চুক্তি; (৬) স্থাবর সম্পত্তির বহন বা যেকোন স্বার্থে স্থাবর সম্পত্তির স্থানান্তর; এবং (৭) টাইটেল- স্থাবর সম্পত্তির দলিল। সিঙ্গাপুরের Electronic Transaction Act-1998-এর ধারা-৪ এবং ভারতের Information Technology Act-2000, ধারা-১ এবং UNCITRAL (United Nations Commission for International Trade Law) মডেল আইনে উল্লেখিত ধারা-১ এর ভিত্তিতে এই আইন গ্রহণ করা হয়েছে।

মানহানিমূলক বিষয়সমূহ

আইসিটি আইন-২০০৫ এ মানহানিকর কোন বস্তু সঞ্চালনের বিষয়ের উল্লেখ নেই। অবশ্য আইসিটি আইন-২০০৫ এর সেকশন-৬৭ তে শাস্তির বিধান বলা হয়েছে) কারো মানহানির জন্য যারা ইলেকট্রনিক ফর্মে কদার্য দৃশ্য সঞ্চালন বা প্রকাশ অথবা প্রকাশের চেষ্টা কিংবা সঞ্চালন বা সঞ্চালনের চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি হতে পারে কারাদন্ড যার মেয়াদ হতে পারে দু'বছর এবং জরিমানা যার পরিমাণ হতে পারে পঁচিশ হাজার টাকা প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যা হতে পারে ৫ বছর এবং সেই সাথে জরিমানা যার পরিমাণ হতে পারে ৫০ হাজার টাকা। এটা সাইবার ফর্মে মানহানির জন্য কি না তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। এ ব্যবস্থা অন্যান্য অপবাদ এর আওতায় আসে না যা সাইবার মানহানিকর অপরাধ হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা যেতো। ই-মেইল বা অন্যান্য সঞ্চালনমূলক বিষয় যা মানহানিকর হতে পারে তা শাস্তির আওতায় আসেনি। পেনাল কোড (দন্ডবিধি)-১৮৬০ এর ধারা ৫০০, ৫০১ এবং ৫০২ অনুযায়ী এ জাতীয় অপরাধের জন্য দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তির বিধান এই আইসিটি আইনে থাকতে পারে।

পরিচয় চিহ্ন (Identify) চুরি

অনেক পরিচয় চিহ্ন চুরিকরণ ঘটনা ঘটেছে অন লাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রয়ে মিথ্যা নম্বর ব্যবহার করে। এ সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য আইসিটি আইন-২০০৫ এ কোন বিধি বিধান রাখা হয়নি অথচ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে দেশে।

ভীতি প্রদানমূলক বিষয়াদি

মানহানিকর প্রকৃতির ই-মেইল বা অন্যান্য সঞ্চালনযোগ্য বিষয় যা পেনাল-কোড আইনের ২২ অধ্যায়ের আওতায় শাস্তিযোগ্য ভীতিকর অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট, অপমানজনক ও ক্ষতিকর এবং দন্ডবিধি-১৮৬০ এর আওতাভুক্ত তা এ আইনে আসেনি।

আইসিটি আইনের ধারা ৬৭ এবং দন্ডবিধির ধারা ২৩

আইসিটি আইনের ধারা ৬৭-তে বিরাজমান হ্যাকিং এর বিরুদ্ধে অবশ্যই সহনশীল আইন অধিকতর সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ধারা ৬৭ তে উল্লেখিত হ্যাকিং সংক্রান্ত বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

যে কেউ জানত এবং জানা সত্ত্বেও যদি কোন সরকারি বা কোন ব্যক্তির কমপিউটারে স্থায়ীভাবে রক্ষিত সম্পদ ধ্বংস করে, মুছে ফেলে বা পরিবর্তন করে, কিংবা এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে এর মূল্য বা কার্যকারিতার হ্রাস করে বা অন্যান্য অনুষঙ্গিক উপকরণের ক্ষতিসাধন করে তা হ্যাকিং অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। দন্ডবিধি-১৮৬০ এর ধারা ২৩ এ ভুলজনিত কারণে সংঘটিত ক্ষতিকে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "যে-আইনিভাবে কারো সাধিত ক্ষতির জন্য তিনি আইনগতভাবে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

খারাপ উদ্দেশ্য (Mens Rea) নিয়ে ক্ষতিসাধনের জন্য মামলা

আইসিটি আইন-২০০৫-এর ধারা ৬৭ তে সিভিল এবং ক্রিমিন্যাল অপরাধ সংক্রান্ত আইনের মধ্যে পার্থক্য টানা হয়েছে। ক্ষতিসাধনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার খারাপ উদ্দেশ্য প্রমাণ করার দরকার হয় না অর্থাৎ এই অপকর্ম করার ইচ্ছা বা জ্ঞান এবং actus reas - অর্থাৎ ক্ষতিসাধন কর্ম উভয়ই অন্যান্য দন্ডযোগ্য অপরাধ। সুতরাং আইসিটি আইন-২০০৫ এর ৬৭ ধারায় বর্ণিত হ্যাকিংজনিত অপরাধ ক্রিমিন্যাল অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। গভীর ক্ষত কেসের ক্ষেত্রে প্রমাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের জন্য সিভিল আইনের আশ্রয়ও নিতে পারে।

ধারা ৪৫ ও ৬৭ এর সাধারণ বাচনভঙ্গী

প্রস্তাবিত আইসিটি আইনের ৪৫ ধারায় কমপিউটার বা কমপিউটার সিস্টেমের ক্ষতিসাধনের শাস্তির বিধান রয়েছে। এই সেকশন ৪৫ এ আরো উল্লেখ রয়েছে যে দোষী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক কোটি টাকার অধিক হবে না। সুতরাং এ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় আইন লঙ্ঘন জনিত কারণে জরিমানার কথা বলা হয়েছে। হ্যাকিং সংক্রান্ত ৬৭ ধারাতেও আইন লঙ্ঘনজনিত জরিমানার কথা বলা হয়েছে। দুটিই আইন লঙ্ঘনজনিত অপরাধ। সুতরাং বিষয় দুটি একই সেকশনে আসতে পারে।

হ্যাকিং: চৌর্যতা না দস্যুর অনধিকার প্রবেশজনিত অপরাধ

প্রস্তাবিত আইসিটি আইন-২০০৫ এ উল্লেখিত হ্যাকিং কার্যকে পেনাল কোড ১৮৬০ এ উল্লেখিত অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ ও দুষ্ট কর্মের অপরাধের মতো গণ্য করা হয় না। কিন্তু পেনাল কোড-১৮৬০ এর ধারা ৪২৫ এ কার্যটিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ক্ষতি হবে জেনেও সরকার বা ব্যক্তির সম্পত্তি ধ্বংস করে পরিবর্তন সাধন করে যাতে ধ্বংস বা মূল্য হ্রাস হয় তাহলে এ কাজকে দুষ্ট প্রকৃতির কাজ বলে চিহ্নিত করা হবে"। হ্যাকিং এর উপরে উল্লেখিত ধারা প্রয়োগ সঠিক হবে যদি বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে আলাদা করা যেতে পারতো; অন্যথাই কমপিউটার রির্সোস সম্পর্কিত উপাত্ত এবং তথ্য পেনাল কোড অনুযায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

পেনাল কোডের ধারা ৪৪১ অনুযায়ী

"কেউ অন্যের সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ বা তার উপর দখল এনে স্বজ্ঞানে তাকে অসম্মানজনকভাবে, ভয় দেখিয়ে, অমর্যাদা বা জ্বালাতন করে দখলকৃত এরূপ সম্পত্তিতে বা আইনসম্মতভাবে এরূপ সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশ বা দখল পেতে অবৈধভাবে স্বজ্ঞানে অবস্থান করে তথা ভীতি, অপমান বা বিরক্তিকর কোন আচরণ করে তাহলে এই অপরাধকে গণ্য করা হয় অনধিকারমূলক অপরাধজনিত অনুপ্রবেশ অপরাধ হিসেবে"।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের দায়মুক্তকরণ

আইনটিতে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারদের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের মাধ্যমে সঙ্ঘটিত কোন আইন লঙ্ঘনের জন্য তারা দায়ী হবে না। আইনের ৮৮ ধারায় তাদের এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে যে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরাধ বা আইন লঙ্ঘিত হয়েছে এবং তারা অপরাধ রোধ করতে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের দায়মুক্ত করা হলেও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সাইবার ক্রিমিন্যালদের শনাক্তকরণে তাদেরকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের দায়মুক্ত করার জন্য কিন্তু সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে।

পুলিশ অফিসারদের অসীম ক্ষমতা প্রদান

আইসিটি আইন-২০০৫ এর সেকশন ৯০ এ অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে পুলিশ অফিসারদের। ইনস্পেক্টর অব পুলিশের পদমর্যাদার নীচে নয় বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য সরকারি অফিসারকে সাইবার অপরাধ পরিদর্শন এবং প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য এই অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইসিটি আইন দ্বারা পুলিশকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে ইনস্পেক্টর অব পুলিশ তার ক্ষমতাবলে যেকোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি এবং কোনরূপ ওয়ারেন্ট ছাড়া যেকোন ব্যক্তিকে আটক করতে পারবে। সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে বের করার নিমিত্তে এ ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। পুলিশ অফিসারদের মাধ্যমে এরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার বা ভুলপথে ব্যবহার হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই আইন পুলিশকে সাইবার অপরাধীদের আটক করার ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় ক্ষমতা দিয়েছে। যদিও সাইবার অপরাধীদের খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাজেই পুলিশের দ্বারা নাস্তানাবুদ করার ক্ষেত্রে প্রোসিডিউর কোডের সেকশন ৫৪-এর আওতায় এটা একটা পুন:ঘটন।

অপরাধ তদন্তে পুলিশের ক্ষমতা এবং কমপিউটার বা ইন্টারনেট সম্পর্কে জ্ঞান

আইসিটি আইন-২০০৫, সেকশন ৮৭ মোতাবেক একজন পুলিশ যার পদমর্যাদা ইনস্পেক্টর অব পুলিশের নিচে নয় কেবল এরূপ পুলিশ অফিসারই কোন অপরাধের তদন্ত করতে পারবে। কাজেই এই সেকশনটি সংশোধন করে যাদের কমপিউটার সম্পর্কে জ্ঞান আছে (আইসিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাচেলার ডিগ্রি আছে) শুধু এরূপ বা উদ্দেশ্যে পুলিশ অফিসারকে কেবল নিয়োগ দেয়া উচিত। মাঠ পর্যায়ের একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরের কমপিউটার বা ইন্টারনেট সম্পর্কে জ্ঞান না ও থাকতে পারে অথচ বহু কমপিউটার ডিগ্রিধারীদের পুলিশ বিভাগে নিয়োগ দান করা হয়েছে, যাদেরকে সাইবার চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করার জন্য, প্রযুক্তি বিষয়ে ইনস্পেক্টর অব পুলিশের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

ওয়ারেন্ট বা কোন নোটিশ ছাড়াই আটককরণ

আইসিটি আইন ২০০৫ সেকশন ৯০ মোতাবেক কোনরূপ ওয়ারেন্ট ছাড়াই যেকোন মানুষকে তল্লাশি এবং আটককরার ক্ষমতা একজন পুলিশ অফিসারের রয়েছে। কিন্তু যেকোন বেসরকারি স্থানে তল্লাশি ও আটক করার জন্য ওয়ারেন্ট করা আবশ্যক যা সময়ক্ষেপণ এবং গোপনীয়তা বিবেচ্য/গোপনীয়তায় বিবেচনা করা হয়। আর সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে যেকোন বেসরকারি স্থানে কোনরূপ ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি ও আটক করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কতৃক একটা চিঠি ইস্যুর মাধ্যমে অনুমোদন নেয়া উচিত।

ই-কমার্স প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে আমলাতান্ত্রিকরণ

আইসিটি আইন সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিন্তু সেকশন ১০-এ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ইলেক্ট্রনিক ফরম ব্যবহার করার উপর সরকারের কোন দায় নেই। সেকশন ১৮ এর আওতায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ আইন মোতাবেক জেনারেল সুপারেন্টটেনডেন্স এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় কন্ট্রোলার এমন কার্যাবলী সম্পাদন করবে যা তার দ্বারা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়ে গেছে। এধরনের আইন অতীব প্রয়োজনীয় কারণ ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে নতুন এদেশের জন্য এবং অনেক সরকারি বিভাগ আছে, যেসব বিভাগে এখন পর্যন্ত ইলেক্ট্রনিক ফরমে লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণাদি নেই। আইসিটি আইন ২০০৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ই-কমার্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একারণে একদিকে যেমন কোন একটি কাজ সম্পন্ন করতে যেমন বিলম্বিত হচ্ছে অপরদিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সৃষ্টি করছে অতিরিক্তভাবে নতুন নতুন সমস্যা।

Anti-Spamming-এর ব্যবস্থা নেই

আইসিটি আইন ২০০৫ মোতাবেক Spamming-কে বাংলাদেশে লঙ্ঘনকর /অসন্তোষকর বলে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ USA, UK এবং অন্যান্য উন্নতজাতি Spamming বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে বিধায় এটা একটা peril হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই Spamming রোধক ব্যবস্থাকে এর সাথে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

গ্লোবাল সাইবার আইনের বাস্তবায়ন

গ্লোবাল সাইবার আইন বাস্তবায়ন করা একটা বড় চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। কারণ কোন আইন প্রণয়নে বাস্তবায়ন একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু উন্নত দেশসমূহ তাদের জাতীয় সীমারেখার মধ্যে এ আইনটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। USA এর মতো যেখানে সাইবার কোয়ার্টিং আইন আছে যা সাইবার কোয়ার্টিং এর আওতায় অপরাধযোগ্য শাস্তি। কিন্তু অন্যান্য দেশসমূহ সাংঘাতিক রকমের দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে রয়েছে এবং বাংলাদেশ হলো এগুলোর মধ্যে একটা। ঘটনা সাপেক্ষে আইসিটি বিল ২০০৫-এ এসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যার মধ্যে আইনটি কেবল বাংলাদেশেই প্রয়োগযোগ্য নয় বরং বিশ্বের যেকোন স্থানে যেকোন ব্যক্তি যেকোন ধরনের আইন লঙ্ঘন বা অমান্যকর বলে দায়ী হলে জরিমানা ধার্য করা হয় সেকশন ৮৪ এর আওতায় যা সাংঘাতিক রকমে লক্ষিত হচ্ছে।

সেকশন ৮৪ এর আওতায় গৃহিত আইন ব্যবস্থা কি পরিমাণ এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে এই আইসিটি আইন প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কিত সুস্পষ্টরূপে সজ্ঞায়িত করা হয়নি

আইসিটি আইন বহি:বিশ্বে বিচার ব্যবস্থা বা বিভিন্নমুখী বিচার ব্যবস্থা আইন কার্যকারী প্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে, কিন্তু বাস্তবে এরূপ ক্ষমতা মূলত অকার্যকারী হয়। এর কারণ হলো BBD (EU) দেশসমূহ সহ অন্যান্য অনেক দেশের সাথে বিচারার্থ বা দন্ডদানার্থ বিদেশী সরকারের হাতে অর্পণ করার কোন পারস্পরিক চুক্তি নেই বাংলাদেশের।

ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট

প্রস্তাবিত আইসিটি আইন ২০০৫ এর অপর দুর্বলতা হচ্ছে সংসদে অত্র বিল পাস না করায় ই-কমার্সের আইনগত বৈধতা ও উৎসাহ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করা। ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট এ আইনে অর্ন্তভূক্ত হয়নি। এ আইনের সেকশন ২(১) মোতাবেক যেকোন সংখ্যক প্রামাণ্য দলিল, হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহের মালিকানা অধিকার লাভ করা (প্রতিশ্রুতিপত্র, চেক ইত্যাদি), ক্ষমতা হস্তান্তর, ট্রাস্ট, উইল বা অন্যান্য প্রামাণ্য দলিলসমূহ অবশ্যই নন-ইলেক্ট্রনিক ফর্মে হতে হবে যা বাংলাদেশ সরকার বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিতে পারে। সেকশন ৭(১) এবং ২ আইন মোতাবেক ফাইলিং আপ ফরম, বা লাইসেন্স ইস্যু বা ফি পরিশোধকে ইলেক্ট্রনিক ফরমে পরিণত করা যেতে পারে। একই সাথে ফরম বা প্রমাণ্য দলিল ইলেক্ট্রনিক ফরমে হওয়া উচিত বা সেকশন ১০ এর আইন মোতাবেক ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা উচিত। এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তি নেতিবাচক মতামত দিতে পারে না। সুতরাং হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে বৈধতা আনয়নের জন্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টের (প্রতিশ্রুতি পত্র, চেক) আইনগত বৈধ্যতা আনতে হবে।

আইসিটি আইন ২০০৫ এর সেকশন ৫৪ এর Cr. P. C এবং সেকশন ৯০

সেকশন-৫৪ এর Cr. P. C মোতাবেক পুলিশকে দেয়া হয়েছে অধিক ক্ষমতা যা বাংলাদেশের আইনি সিস্টেমে কালো আইন আইন হিসেবে পরিচিত। এ আইনের ৫৪ ধারাটির বিলুপ্তিকরণ যখন একটি প্রধান সমস্যা তখন প্রস্তাবিত আইসিটি আইনে উল্লেখিত ব্যবস্থাকে পরিচিত করা হয়েছে পুরাতন মদ-কে নতুন বোতলে স্থাপন করে। বাংলাদেশ ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর কোডের উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহ অন্ধ বিশ্বাসে প্রয়োগ করে চলেছে।

ডোইমেন নাম

ডোইমেন নাম একটি প্রধান বিষয় যাকে ইন্টারনেটের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইসিটি আইন-২০০৫ এ ডোইমেন নামকে সজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং ডোইমেন নামের মালিকের অধিকার এবং দায়সমূহ সম্পর্কে আইসিটি আইনে কোন উল্লেখ করা হয়নি। "ডোইমেন নেম"-কে মেধাবৃত্তিক সম্পদ হিসেবে এ আইনে আনা হয়নি। (৩য় অংশ আগামী সংখ্যায়)

লেখক: প্রফেসর, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কমপিউটার সায়েন্স, আইইউবি, ঢাকা

বর্ণাঢ্য আয়োজনে শেষ হলো

সাইবার ফেয়ার '০৬

কমপিউটার জগৎ প্রতিনিধি ❑ গত ২৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকার ভাসানী নভো থিয়েটার কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হলো 'সাইবার ফেয়ার ০৬'। দেশের সাইবার ক্যাফে ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'সাইবার ক্যাফে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)' আয়োজিত এ মেলার যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে তৈরি হয়েছে এ প্রতিবেদন।

২৬ এপ্রিল সকাল ১১টায় হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দীন আহমেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আব্দুল মঈন খান, সচিব মিয়া মুশতাক আহমেদ, মেলার আয়োজক কমিটির সভাপতি মো. সবুর খান এবং প্রধান সমন্বয়ক আশফাকউদ্দীন মামুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ মেলার সাফল্য কামনা করেন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি তিনি এর অপব্যবহার রোধ করার আহ্বান জানান।

'সাইবার ফেয়ার' নামটিতে শুধু ইন্টারনেটের সম্পৃক্ততা থাকলেও মেলায় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট, কমিউনিকেশন প্রভৃতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিভিন্ন স্টলের অংশগ্রহণ ছিল। ডেল্টা সিস্টেমস-এর মেলায় প্রদর্শিত বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে ছিল 'এচার' ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ল্যাপটপ কমপিউটার, প্রজেক্টর এবং সার্ভার। ডেফোডিল অনলাইন প্রদর্শন করে 'কিং কার্ড' নামের একটি প্রি-পেইড কার্ড, যা মাত্র ১০০০ টাকায় কিনে ২৪ ঘণ্টা করে ৩০ দিন ব্যবহার করা যাবে। আইবি কর্পোরেশনের স্টলে ছিল 'এয়ী' অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার যা শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়ে মাত্র ১২০০০ টাকায় বিক্রি হয়।

স্পেক্ট্রা সলিউশন মেলাতে ১০০০ টাকার প্রি-পেইড কার্ডের সাথে ১৫০০ মিনিট বেশি ব্যবহারের বিশাল সুযোগ দেয়। সাইবার ব্রিজ 'সাইবার ফেয়ার'-এ প্রদর্শন করে কোয়ান্টা, কম্প্যাক, মাইস্ট্যাক, এইচপি, তোসিবা, সনি ও ডেল ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ল্যাপটপ কমপিউটার।

টেকনোবিডি একটি ওয়েব সলিউশন প্রোভাইডার। মেলা উপলক্ষে ওয়েব হোস্টিং-এর ওপর শতকরা ৫০ ভাগ রিসোর্স সুবিধা বেশি দেয় তারা।

একটি নির্দিষ্ট ক্যুইজ ফরম পূরণ করে দর্শনার্থীদের লটারির মাধ্যমে বিভিন্ন পুরস্কার দেয়ার অফার দেয় ব্র্যাকনেট। অফার দেয়া বিভিন্ন পুরস্কারের মধ্যে ছিল আইপড, ব্র্যাকনেট এমপিথ্রী প্লেয়ার, নন্দন পার্ক ভ্রমণের টিকিট, ব্র্যাকনেট ব্র্যান্ডের মগ এবং টি-শার্ট। লটারির ফলাফল ৩০ মে www.bracnet.net ওয়েব সাইটে জানিয়ে দেয়া হবে।

ওয়েব বাংলাদেশ ডট কম দেয় একটি ডোমেইন নাম, ২০ মেগাবাইট স্পেস এবং ১০০টি ই-মেইল সুবিধাসহ ওয়েব হোস্টিংয়ের বিশাল সুযোগ।

সাইবার মেলাতে টেলিমেডিসিন সেবা দেখানোর কথা ছিল নরব্যান কমিউনিকেশন-এর। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইডথের অভাবে তা সম্ভব হয়নি।

মেলায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র স্টল হিসেবে ছিল ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্টল। এছাড়া প্রকাশনা মাধ্যমের দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো এবং মাসিক আনন্দ আলো'র স্টলও ছিল এ সাইবার ফেয়ার-এ। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তাদের কার্যক্রম তুলে ধরে এ মেলাতে।

সাইবার ফেয়ার '০৬ উদ্বোধন করছেন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দীন আহমেদ

সাইবার ফেয়ার '০৬-এ বিশাল আকারে ছিল 'কোয়াব ব্রাউজিং জোন'। ১০০টিরও বেশি কমপিউটার ছিল এ ব্রাউজিং জোনে। এখানে দর্শনার্থীরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার সুযোগ পায়।

ভাসানী নভো থিয়েটারের পুরো মেলা প্রাঙ্গণে ছিল ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক। ফলে ওয়্যারলেস কার্ডসমৃদ্ধ যেকোন ডিভাইস দিয়েই ইন্টারনেট ব্যবহার করা গেছে এ মেলায়। মেলাতে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক সুবিধা দেয় রিচম্যান ইনফরমেটিক্স।

সাইবার ফেয়ার-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় কর্নার ছিল ইন্টেল গেমিং জোন। এ গেমিং জোনে ছিল গেমিং প্রতিযোগিতা এবং স্পট ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ১টি করে প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়।

সাইবার ফেয়ার '০৬ উপলক্ষে প্রতিদিনই মেলা ভেন্যুর সেমিনার কক্ষে চলে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার। ২৬ এপ্রিল 'তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশ্ব এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. হাফিজ মো. হাসান বাবু এবং প্রধান অতিথি ছিলেন এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন পাটোয়ারী। আর বাংলাদশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ড. আমিনুল এতে সভাপতিত্ব করেন।

২৭ এপ্রিল মোট দু'টি সেমিনার চলে। 'সাবমেরিন ক্যাবলের সুযোগ: আমরা কি প্রস্তুত?' শীর্ষক একটি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আউয়াল। ২য় সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'নাগরিকদের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল।' এতে মূল বক্তা ছিলেন আইবিসিএস-প্রাইম্যাক্স-এর মো: আবু তারেক। ২য় দিনের সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. হাফিজ মো: হাসান বাবু।

৩য় দিনে 'ই-কন্টেন্ট-ও সৃজনশীলতা: বিশ্বে এর সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ মাল্টিমিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি মো: আকতারুজ্জামান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আউয়াল এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. আমিনুল হক।

৪র্থ দিনে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে নতুন ব্যবসায়' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতি ছিলেন প্রফেসর ড. আমিনুল হক এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন 'আরইই অ্যান্ড আইসিটি'-এর কনসালট্যান্ট ড. আব্দুল সাত্তার সৈয়দ।

শেষ দিনে 'ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স: চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ' শীর্ষক একটি সেমিনারে মূল প্রবন্ধের উপস্থাপক ছিলেন স্পিনোভেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিআইএম নূরুল কবির।

সাইবার ফেয়ার '০৬-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস, আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি। সহযোগী স্পন্সর ছিল ইস্টার্ন ব্যাংক। স্কাইবিডি ছিল এ মেলার অফিসিয়াল আইএসপি। সাইবার মেলার মিডিয়া সহযোগী ছিল চ্যানেল আই, দৈনিক যুগান্তর এবং দ্য ডেইলি স্টার। আর অফিসিয়াল ড্রিংকস্ হিসেবে ছিল পেপসি।

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষিত তরুণদের জন্য

আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ আইটি স্কলারশিপ

এম. এ. হক অনু

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। এদেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ। আরো খুলে বললে বলতে হয়, একটি জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ একটি জনগোষ্ঠীর। যে জাতির যত বেশি সাফল্যের সাথে এই দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারছে, বর্তমান বিশ্বে সে জাতি তত বেশি উন্নতি নিশ্চিত করতে পারছে। ধরা যাক, বাংলাদেশের কথা। দেশটির ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এই বিশাল শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী শিক্ষিত বটে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নয়। ফলে এদের সমাজে বেকার সমস্যা যেমন জটিল হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে নানা বিশৃঙ্খলা। এই বিশাল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সত্যিকারের কার্যকর মানব সম্পদে রূপান্তর হতে পারে, যদি তাদের তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ে দক্ষ করে তোলা যায়। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যা লাঘবের জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থা বিভিন্নভাবে অর্থায়ন করে থাকে। তেমনি একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি দাতা সংস্থা হচ্ছে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। যা সংক্ষেপে আইডিবি নামে আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। আইডিবি বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে থাকা অসচ্ছল শিক্ষিত বেকারদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য বৃত্তিসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে বিষয়ে এ লেখায় আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

আইডিবি কী?

আইডিবি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান। একে তুলনা করা যায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংকের সাথে। এর প্রধান কার্যালয় সৌদি আরবে। আইডিবি শুধু ইসলামিক দেশগুলোতে অর্থায়ন, সাহায্য এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এরই মধ্যে বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রকল্পে আইডিবি অর্থায়ন করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সি-মি-উই-৪ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত হওয়ার জন্য অর্থ সহায়তা যোগানো।

আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ কী?

'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক–বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশনাল ওয়াকফ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ'। বাংলাদেশ সরকার ও 'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'-এর যৌথ উদ্যোগে আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ ১৯৮৭ সালে চালু করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ই/৮-এ রোকেয়া স্মরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকায় আইডিবিকে ২ একর জমি দেয়। আইডিবি সেখানে ১ কোটি ৩২ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয় করে ৮৫ হাজার বর্গফুট আয়তনের ২১ তলার বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন এবং ৪ তলা বিশিষ্ট শাপংমল নির্মাণ করে। বর্তমানে এটি আইডিবি ভবন এবং বিসিএস কমপিউটার সিটি নামে পরিচিত। এ ভবন থেকে ভাড়া বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আয় হয়, তা বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী মুসলিম যুবসমাজের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়।

আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ'র ম্যানেজার নিয়াজ খান কমপিউটার জগৎ প্রতিবেদককে জানায়, কমপিউটার সিটি থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৩৩ লাখ টাকা এবং বাণিজ্যিক ভবনসহ প্রায় ২ কোটি টাকা আয় হয়। আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রামে গত তিন বছরে ব্যয় হয়েছে ৯.৫ কোটি টাকা। আগামী তিন বছরে এই প্রজেক্টে ব্যয় হবে ২৭ কোটি টাকা। তিনি বলেন, মানসম্মত ট্রেনিং সার্ভিস প্রোভাইডার (টিএসপি) নাই, থাকলে আরো বেশি বৃত্তি দেয়া যেত। তিনি জোর দিয়ে বলে, আমাদের এখান থেকে বৃত্তি পেয়ে ১০০% চাকরির নিশ্চয়তা আমরা দিয়ে থাকি। আইডিবি যদি এই প্রজেক্ট দশ বছর পরিচালিত করে তা বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখবে বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমানে আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ অর্থায়নে বাংলাদেশে তিনটি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

এগুলো হচ্ছে: ০১. তথ্য প্রযুক্তি বৃত্তি প্রকল্প ০২. মদ্রাসা প্রকল্প এবং ০৩. এতিমখানা প্রকল্প।

আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ তথ্য প্রযুক্তি বৃত্তি প্রকল্প কী?

'আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ'-এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তি কোর্সে সুবিধাবঞ্চিত মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ পুরোপুরি কোর্স ফি ও অনলাইন টেস্ট ফি'র খরচ বহন করে। ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে এই প্রকল্প শুরু হয়। উল্লেখ, এই প্রকল্পাধীনে ১ম, ২য় ও ৩য় রাউন্ডে ৫১০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ৩য় ও ৪র্থ রাউন্ডের প্রায় ৪০০ জন বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন এবং এদের মধ্যে কৃতকার্য প্রার্থীরা ইতোমধ্যেই দেশে ও বিদেশে তথ্য প্রযুক্তি পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন।

বৃত্তির আওতায় কী কী থাকে?

সম্পূর্ণ কোর্স ফি ও অনলাইন টেস্ট ফি'র পুরো খরচটাই এ প্রকল্প বহন করে থাকে। প্রার্থীর প্রশিক্ষণ সময়ে ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে থাকা, খাওয়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ নিজেকে বহন করতে হয়। তবে সুনির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ চলার সময় ঢাকার প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০০ হাজার টাকা এবং চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ২৫০০ হাজার টাকা হারে ভাতা দেয়া হয়। এছাড়া ভেন্ডার সার্টিফিকেশনসহ যেসব ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়, তার বর্তমান বাজারমূল্য ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। এসব কোর্স করতে হয় ৮-১৬ মাস সময় পরিধিতে।

কারা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে?

স্নাতক/ফাজিল/মাস্টার্স/ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস বাংলাদেশী মুসলিম প্রার্থীরা শুধু আবেদন করতে পারবেন। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কমপিউটারে স্নাতক পাস কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ বৃত্তি প্রযোজ্য নয় এবং কোর্স চলার সময় অন্য কোন কোর্সে অধ্যয়নরত কোন ছাত্র/ছাত্রী আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। চাকরিজীবী প্রার্থীরাও আবেদনের অযোগ্য।

বৃত্তির আবেদনের জন্য প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার বা প্রয়োগের অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই। প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগে অথবা জিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।

বৃত্তির ফরম কোথায় পাওয়া যায়?

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের যেকোন শাখা থেকে এ বৃত্তির ফরম ১০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। এই ফি ফেরতযোগ্য নয়। ফরমে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে কীভাবে তা জমা দিতে হবে। আর প্রতি বছর একবার জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বৃত্তির সার্কুলার জারি করা হয়। আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ আইটি স্কলারশিপ প্রজেক্ট রাউন্ড-৫-এর জন্য আবেদন পত্র ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সব শাখা থেকে ১০০ টাকার অফেরতযোগ্য ফি'র বিনিময়ে ১৪ মে ২০০৬ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। জিপিও বক্সে ১৮ মে ২০০৬ পর্যন্ত পাওয়া আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। আবেদনপত্র সরবরাহ করা নির্ধারিত খামে শুধু ডাকযোগে পাঠাতে হবে। কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠালে আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

কীভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়

প্রথমে প্রাথমিক বাছাই করা হয়। যেমন বৃত্তি রাউন্ড-৫-এর প্রাথমিক বাছাইয়ে পর লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা দৈনিক প্রথম আলোতে ২৫মে ২০০৬ প্রকাশিত হবে। এই তালিকা প্রকল্পের ওয়েবসাইট www.idb-bisew.org-এ পাওয়া যাবে।

লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষা আইডিবি ভবন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর গণিত ও ইংরেজির সাধারণ দক্ষতা যাচাই করা হবে। প্রশ্নের ধরন হবে এমসিকিউ বা মাল্টিপল চয়েজ কুয়েশ্চানের ভিত্তিতে। নম্বর হবে ৫০+৫০=১০০। লিখিত পরীক্ষার দিন অবশ্যই প্রবেশ পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

প্রশিক্ষণ কোথায় দেয়া হয়

আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে ঢাকায় ২৭টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি মোট ৩০টি ট্রেনিং সার্ভিস প্রোভাইডার আছে। সেসব বাছাই করা ট্রেনিং সেন্টারগুলোয় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

'আনন্দপত্র': বাংলাভাষায় প্রকাশনা প্রযুক্তি প্রবর্তনে অগ্রপথিক

কে.এম.শামীম হায়দার

বাংলাভাষায় প্রকাশনা শিল্প বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। আর এ উন্নতির পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান কমপিউটার প্রযুক্তির। কারণ, কমপিউটার প্রযুক্তি আসার আগে পর্যন্ত প্রায় সব পত্রিকাই মেটাল টাইপ দিয়ে প্রকাশিত হতো। যা মানের দিক থেকে বর্তমানের তুলনায় অনেকটাই 'মানহীন' অবস্থায় ছিল। অন্যদিকে হাতেগোনা মাত্র দু-তিনটি পত্রিকা ফটোকম্পোজ ব্যবহার করত। সে সময় আধুনিক প্রযুক্তির অভাবের কারণে একটি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করা রীতিমতো দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালের ১৬ মে বাংলাদেশে সাপ্তাহিক 'আনন্দপত্র' প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রকাশনা জগতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কারণ 'আনন্দপত্র'ই বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা, যা পুরোপুরি কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কলকাতার বঙ্কিম ফন্টের বাংলাদেশী সংস্করণ 'মাইনুল লিপির' সাথে জব্বার কীবোর্ড ব্যবহার করে আনন্দপত্র প্রকাশ করেন মোস্তাফা জব্বার। বর্তমানে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও এ মাসেই 'আনন্দপত্র' পা দিচ্ছে প্রকাশনার ১৯তম বছরে। এ নিয়ে আমরা কথা বলেছি আনন্দপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক মোস্তাফা জব্বারের সাথে। তার সাথে আলাপচারিতায় বেরিয়ে এসেছে আনন্দপত্র নিয়ে নানা অজানা তথ্য।

মোস্তাফা জব্বারের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি দৈনিক গণকণ্ঠে সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে। পঁচাত্তর সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ওই পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ফলে তার মধ্যে সাংবাদিক থাকার একটি অভিলাষ সবসময়েই ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে তিনি মাসিক 'নিপুণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সে সময়ে পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু পত্রিকাটির মালিকানা তথা ডিক্লারেশন ছিল শাহজাহান চৌধুরীর নামে। তিনি সাময়িকভাবে মোস্তাফা জব্বার'কে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে বলেছিলেন। কিন্তু এ পত্রিকায় নানা ঝামেলার কারণে নিজের সম্পাদনা ও প্রকাশনায় একটি পত্রিকার ডিক্লারেশন পাবার চেষ্টা করছিলেন মোস্তাফা জব্বার। সেই চেষ্টার ফসল হিসেবে সাতাশি সালের শুরুতে ডিক্লারেশন পেয়ে যান তিনি। নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালের ১৬ মে কলকাতার বঙ্কিম ফন্টের বাংলাদেশী সংস্করণ মাইনুল লিপি দিয়ে আনন্দপত্র প্রকাশিত হয়।

আনন্দপত্র প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

সেই সময়ে আনন্দপত্রের মতো ম্যাগাজিন ধরনের পত্রিকা খুব বেশি ছিল না। জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল বিচিত্রা। কিন্তু সেটি ছিল সরকারি পত্রিকা। সঙ্গতকারণেই সরকারি পত্রিকা বিচিত্রার নানা সীমাবদ্ধতা ছিল। বিনোদনের জন্য ছিল পাক্ষিক তারকালোক। কিন্তু রাজনীতি, তথ্য প্রযুক্তি এবং বিনোদন- এই তিনের সমাহার ছিল না কোন পত্রিকাতেই।

শুরুর দিকে অবশ্য আনন্দপত্র বেশ কিছুটা সমস্যায় পড়ে। এর মধ্যে কারিগরি অর্থাৎ প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল উল্লেখ্যযোগ্য। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল, এতে ব্যবহৃত মাইনুল লিপি দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না। টাইপোগ্রাফি কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলে প্রায় বছরখানেক সময় ফন্টের জন্য আনন্দপত্র পাঠকদের তীব্র সমালোচনা সহ্য করেছে। যেহেতু পত্রিকাটি সরকারবিরোধী ছিল, তাই এটি সরকারের কুনজরে ছিল। ফলে এসবি, ডিএফআই, এনএসআই-এর চাপ ছিল ব্যাপকভাবে।

সে সময় দেশের প্রকাশনা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোস্তাফা জব্বার বলেন, আজকের মতো এত বেশি সংবাদপত্র তখন ছিল না। এত পাঠকও ছিল না। তবে সংবাদপত্রের কমিটমেন্ট এখনকার চেয়ে আরো বেশি ছিল। সাংবাদিকরা সাধ্যমতো জনগণের কথা বলতো। সরকারের নির্যাতন বেশি ছিল। সেটি অতিক্রম করার চেষ্টাও সাংবাদিকদের মধ্যে তীব্র ছিল। সংবাদপত্র বা প্রকাশনা প্রিপ্রেস স্তরের মান মোটেই ভালো ছিল না। প্রায় সব পত্রিকা মেটাল টাইপ দিয়ে প্রকাশিত হতো। মাত্র দু-তিনটি পত্রিকা ফটোকম্পোজ ব্যবহার করত। আনন্দপত্র মেটাল টাইপ এবং ফটোকম্পোজ দু'টিকেই কমপিউটারে নিয়ে আসে। এটি আনন্দপত্রের সবচেয়ে বড় একক কৃতিত্ব এবং পাওয়া।

কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার আনন্দপত্রে শুরু হয় একটি মেকিন্টোস প্লাস কমপিউটার দিয়ে। তিনি মাইনুল লিপি দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। মূলত ম্যাকরাইট ও পেজমেকার সফটওয়্যার এবং লেজাররাইটার প্রিন্টার দিয়ে আনন্দপত্র যাত্রা শুরু করে। তখন এ পত্রিকায় যারা কাজ করত এদের কারোই কমপিউটার বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ, এর আগে কমপিউটার ব্যবহার করে বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। তখন ঢাকা কুরিয়ার নামের একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হতো কমপিউটারে।

অনেকেই মনে করেন, 'আনন্দপত্রের হাত ধরেই দেশের প্রকাশনা শিল্পের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়'- এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন; এমন প্রশ্নের জবাবে মোস্তাফা জব্বার বলেন, কোন সন্দেহ নেই আনন্দপত্র বাংলা মুদ্রণ এবং প্রকাশনার একটি নতুন যুগ বা তথ্যযুগের সূচনা করেছে। সেদিন অনেকেই আনন্দপত্রের প্রযুক্তিগত সাফল্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজ আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, আনন্দপত্রের হাত ধরেই বাংলা প্রকাশনার নতুন মাইলফলক তৈরি হয়েছে। আনন্দপত্র পত্রিকা হিসেবে হয়তো তেমন সফল নয়, কিন্তু পত্রিকার প্রযুক্তি প্রবর্তনে আনন্দপত্র অগ্রপথিক তো বটেই।

আনন্দপত্র পত্রিকা প্রকাশের সাথে সারা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা লেখনী সফটওয়্যার 'বিজয়' এর একটি নিবিড় সম্পর্কও রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মোস্তাফা জব্বার বলেন, 'আনন্দপত্রের জন্যই বিজয়-এর জন্ম। ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মাইনুল লিপির ফিরোজা ফন্ট চেয়েছিলাম। কিন্তু এর উদ্ভাবক আমাকে সেটি দিতে রাজি হননি। ফলে আমি আনন্দপত্রের জন্য আনন্দ ফন্ট তৈরি করি। বলা যেতে পারে, ঐ আনন্দ ফন্টই আজকের বাংলা প্রকাশনার নতুন দিনের ভিত্তি তৈরি করেছিল, সেইসাথে আরো উল্লেখ করা যায়, আসলে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আনন্দপত্র ছিল বিজয়-এর পরীক্ষাগার। সব ফন্ট এবং বিজয় কীবোর্ড-এর সব সংস্করণ আনন্দপত্রেই প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছে।'

মোস্তাফা জব্বারের মতে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আনন্দপত্র পথপ্রদর্শক। একইসাথে কমপিউটারবিষয়ক বাংলা সাংবাদিকতায়ও আনন্দপত্র ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১৯৯২ সালে আনন্দপত্রের নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে বহুদিন ধরে। তবে এখন থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখা হবে বলে ভাবছেন সংশ্লিষ্টরা। কাগজে না হোক ডিজিটাল আকারে অথবা অন্তত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশনা হবে আনন্দপত্রের। ঠিক এমনটাই আশা প্রকাশ করছেন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মোস্তাফা জব্বার।

বাংলা ভাষার প্রথম কমপিউটার প্রযুক্তিনির্ভর প্রকাশনা সাপ্তাহিক 'আনন্দপত্র' আবার তার নিয়মিত যাত্রা শুরু করুক স্বাবলীলতায়- এটাই সবাই কামনা করে।

ফীডব্যাক: shamim.hayder@gmail.com

ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বললেন

'বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে'

এস. এম. গোলাম রাব্বি

মো: কামরুল আহসান। 'ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এই সার্ভিস প্রতিষ্ঠানটি দেশে বিভিন্ন বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির এজেন্সি এবং একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন। মো: কামরুল আহসান খ্যাতনামা সব বহুজাতিক আইটি কোম্পানি'র (যেমন মাইক্রোসফট, ইন্টেল, এইচপি) সাথে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। ইনপেস কমিউনিকেশন এবং www.web4bd.com (ওয়েব সল্যুশন) নামে তার অন্য দু'টি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হলেও ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস মূলত আইটি কোম্পানি হিসেবেই বেশি পরিচিত। কারণ, এই প্রতিষ্ঠান আইটি কোম্পানিগুলোর সাথেই বেশির ভাগ কাজ করে থাকে। দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের সাথে মো: কামরুল আহসানের পরিচয় প্রায় ১২ বছর ধরে। অত্যন্ত দক্ষ ও পরিশ্রমী এ ব্যক্তিত্ব বরাবরই প্রচারবিমুখ। সম্প্রতি তিনি 'ইনপেস কমিউনিকেশন'-এর পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন 'ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড' নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে এ প্রতিবেদক এবং কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু'র সাথে কথা হয় তার। সাক্ষাৎকারটির উল্লেখ্যযোগ্য কিছু অংশ নিয়েই তৈরি হয়েছে এ প্রতিবেদন।

ইনপেস বিশ্বের খ্যাতনামা সব আইটি কোম্পানির সাথে কাজ করে থাকে। কামরুল আহসানের কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল: ইনপেস-এর মত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনি এতটা প্রচারবিমুখ কেন? জবাবটা দিলেন সরলভাবে: "আসলে কোন মিডিয়াতেই আমি কখনো নিজেকে হাইলাইট করতে চাই না। আমি ব্যবসায় করি, নিজের প্রচারের তুলনায় ব্যবসায়টা আমার কাছে বড়। তাই কাজ করতে করতেই সারাদিন চলে যায়। প্রচার দিয়ে কী হবে? চিন্তা করি, যতক্ষণ সময় নিয়ে নিজেকে প্রচার করবো, ততক্ষণে আরেকটু কাজ করতে পারবো। যেহেতু আমি বহুজাতিক কোম্পানির সাথে কাজ করি, তাই কোয়ালিটি নিয়ে সব সময় আমাকে ভাবতে হয়, নির্দিষ্ট সময়সীমা রক্ষা করতে হয়। যেমন-ক্লায়েন্ট যখন যে জিনিসটি চায়, সাথে সাথে সে জিনিসটি দিতে হয় এবং সেটা অবশ্যই যথার্থ মানসম্পন্ন হতে হয়। আমি মনে করি, কাজটাই আসল। প্রচারটা আসল নয়।"

ইনপেস কমিউনিকেশন এর পাশপাশি ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লি: নামের আরেকটি লিমিটেড কোম্পানি গড়ে তোলার ব্যাপারে মো: কামরুল আহসান জানালেন, "আমরা যখন ইনপেস কমিউনিকেশন-এর কাজ শুরু করি, তখন প্রোপাইটরি কনসার্ন নিয়ে খুব অল্প পরিসরে কাজ করি। প্রোপ্রাইটরি কনসার্ন বিজনেসের দায়বদ্ধতা খুবই কম। আপনি বিদেশী কোন বড় ক্লায়েন্টের সাথে ভাল কোন কাজ করতে চাইলে তারা জানতে চাইবে, আপনার কোম্পানির কাঠামো কেমন, ক্যাপিটাল কেমন, আপনি কোন্ কোন্ বিজনেস কমিউনিটির সদস্য ইত্যাদি। লিমিটেড কোম্পানির দায়বদ্ধতা, ডকুমেন্টেশন এবং অন্যান্য কর্মপদ্ধতি খুবই স্বচ্ছ হয়ে থাকে। প্রোপ্রাইটরি কনসার্ন বিজনেস আজ শুরু করলাম, ইচ্ছে করলে কাল বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু একটা লিমিটেড কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হলে অনেক ধাপ পার করে বন্ধ করতে হয়। একটা কোম্পানি লিমিটেড হলে বুঝতে হবে, সে কোম্পানির দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসায় করার ইচ্ছা আছে। আর এজন্যই লিমিটেড কোম্পানির ওপর ক্লায়েন্টদের বিশ্বাস থাকে বেশি। যেহেতু আমাদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায় করার পরিকল্পনা রয়েছে, সেহেতু লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ইনপেস এর জন্য একটি রূপ দিলাম।"

ইনপেস-এর অতীত কাহিনী সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন: "১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে খুব ছোট আকারে ইনপেস-এর কাজ শুরু করি। তখন আমরা শুধু তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের কাজ করতাম। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল মাল্টিমিডিয়া, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সফটওয়্যার ও হার্ড-ওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়াও ছিল প্রিন্টিং এবং কমিউনিকেশন সম্পর্কিত কিছু ব্যবসায়। গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রশিক্ষণ ২০০০ সালে বন্ধ করে দিই। ইনপেস-এর মূল কাজটি ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়। এ বছরের শেষের দিকে এসে আমরা শুনি, ইন্টেল বাংলাদেশে এমন একটি কোম্পানি খুজছে, যে কোম্পানিটি বাংলাদেশে ইন্টেলের পক্ষে কাজ করবে। তথ্য প্রযুক্তি ভাল বুঝে, এরকম একটি কোম্পানির সাথে কাজ শুরু করার মাধ্যমে এরা বাংলাদেশে আসবে। অর্থাৎ এরা একটি ফুলফিলমেন্ট হাউস হিসেবেই বাংলাদেশী একটি কোম্পানিকে চাচ্ছে। 'ফুলফিলমেন্ট হাউস'-এর অর্থ হচ্ছে ক্লায়েন্ট যা চাইবে, ঠিক তাই দিতে পারবে এরকম কোন কোম্পানি। যেমন-মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, চ্যানেল ডেভেলপমেন্ট, চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। ইন্টেলের এ প্রস্তাবের কথা শুনে আমি ই-মেইলের মাধ্যমে ওদের সাথে যোগাযাগ করি। ওরা আমাদের কাছে যোগ্যতা হিসেবে যা কিছু চাইল, তার সব কিছু তখন আমাদের ছিল। যা-ই হোক, মার্চ, ১৯৯৯ থেকে ইন্টেলের সাথে কাজ শুরু করলাম। আর এভাবেই বহুজাতিক কোন আইটি কোম্পানির সাথে আমার কাজের শুরু। ২০০০ সালের দিকে হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি) বাংলাদেশে তাদের এজেন্সি খোলার জন্য কোন একটি কোম্পানিকে খুজছিল। ইন্টেলের সাথে কাজ করার কারণে এসব কাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তাই তাদের সাথে একটা মিটিংয়ে ইন্টেলের জিআইডি (জেনুইন ইন্টেল ডিলার) এবং রিসেলারবৃন্দ এ কাজের জন্য আমার নাম প্রস্তাব করে। এরপর একটা অফিসিয়াল কাজে আমি সিঙ্গাপুরে যাই। সেখানে গিয়ে এইচপি'র এক কর্মকর্তার সাথে আলাপ করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কাউকে এ কাজটি না দিয়ে আপনাকে কেন দেবো? আমি জবাবে বললাম, আপনার যেসব কাজ আছে, তার সব কিছুর ব্যাপারেই আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যা-ই হোক, আমার প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার ফলে তখন আমি এইচপি'র সাথে কাজ করার সুযোগ পাই।"

ইন্টেল এবং এইচপি ছাড়াও মাইক্রোসফট, ম্যাক্সটর, সী-গেট, কম্প্যাক, কোয়ান্টাম প্রভৃতি কোম্পানির সাথে কাজ করেছে এবং এদের কোন কোনটির সাথে এখনও কাজ করছে ইনপেস। সম্প্রতি মটোরোলার সাথে কাজ শুরু করেছে এ কোম্পানি। আইটি কোম্পানি নয় অথচ ইনপেস-এর সেবা নিয়েছে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। ইনপেস দীর্ঘদিন এ ব্যাংকের ডিএসএ'র (ডাইরেক্ট সেলস এজেন্ট) কাজ করেছে। এছাড়া দেশীয় অনেক আইটি কোম্পানি, যেমন-রিশিত কমপিউটারস্, কমভ্যালী কমপিউটারস্, স্মরণী, বাইনারী লজিক, আরএম সিস্টেমস, রায়ানস কমপিউটারস্ ইত্যাদির সাথে মূলত ডিজাইন নিয়ে ইনপেস বিভিন্ন কাজ করে।

ইনপেস-এর ব্যবসায়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সফলতা কতটুকু? এ প্রশ্নের জবাবে কামরুল ▶

মো: কামরুল আহসানের জন্ম ১৯৬৫ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহে। ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে যথাক্রমে এসএসসি এবং এইচএসসি পাশের পর তিনি ভর্তি হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। ১৯৮৯ সালে সম্মানসহ স্নাতক পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে এমবিএ কোর্সে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৯৪ সালে এমবিএ পাস করেন। রিয়াল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)-এর একটি জরিপ করার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু হয়। বে ডেভেলপমেন্ট ও কম্পিউটেক নেটওয়ার্ক সিস্টেমস্-এ দীর্ঘদিন কাজ করার পর ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইনপেস কমিউনিকেশন। বর্তমানে তিনি ইনপেস কমিউনেকশন, ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লি: এবং www.web4bd.com এর স্বত্বাধিকারী। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের জুন থেকে ২০০০ সালের জুন পর্যন্ত তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন।

মো: কামরুল আহসান আইবিএ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং আজীবন সদস্য, এমবিএ ক্লাবের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ এমবিএ এসোসিয়েশন-এর সাধারণ সদস্য এবং ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের সদস্য। ভ্রমণ, গান শোনা এবং ড্রাইভিং তার প্রিয় শখ। তিনি জাপান, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং, চীন ও ভারত সফর করেছেন।

আহসান বলেন, "সফলতার কোন পরিমাপ নেই। অনেক কিছুই করতে পারিনি অথচ করার ইচ্ছা ছিল। আবার অনেক কিছুই করতে চাচ্ছি, করতে পারছি এবং করে যাচ্ছি। সফলতার কোন মাপকাঠি নেই যে আমি এটুকু অর্জন করতে পারলে সফল হবো।"

মো: কামরুল আহসান ব্যক্তিগতভাবে সব সময়ই একটু ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসায় করতে চান। আর ব্যবসায়ী হিসেবে সব সময়ই বেশি মুনাফার ব্যবসায় করার কথা ভাবেন তিনি। পাশপাশি অন্য ব্যবসায়ীরা করে, এরকম কোন ব্যবসায় করে তাদের মুনাফায় ভাগ বসাতে চান না। আর তাইতো ইনপেস-এর ব্যবসায় থেকে প্রশিক্ষণ বিষয়টি তাকে বাদ দিতে হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির সাথে কাজ করলে দেশে অনেক বেকারদের কর্মসংস্থান হয়, দেশের যেসব মুদ্রা বিদেশে চলে যাচ্ছে তার কিছু অংশ হলেও দেশে ফিরে আসে এবং দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখে বলে মনে করেন তিনি।

২ হাজার ৫শ' বর্গফুটের একটি অফিস নিয়ে ইনপেস-এর কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এ আয়তন ৫ হাজার বর্গফুট। মাত্র ৩ জন কর্মকর্তার মাধ্যমে ইনপেস-এর কাজ শুরু হলেও বর্তমানে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৩০ জন।

"কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করতে গিয়ে যদি দেখি, অন্য একটি কোম্পানি এই ক্লায়েন্টের প্রতিযোগী, তখন সেই কোম্পানির কাজে আমরা যাই না। কারণ, কোন ক্লায়েন্টের কাজ করতে গেলে তার বিভিন্ন ডাটা, তথ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই আমাদের কাছে রাখতে হয়। ক্লায়েন্টের সাথে আমাদের একটা 'কর্পোরেট নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট'-এ স্বাক্ষর করতে হয়। এ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী, ক্লায়েন্টের কোন তথ্য অন্য কেউ জানবেনা। আমার সাথে অনেকেই অনেক বিষয়ে কথা বলে। কিন্তু ক্লায়েন্টদের ব্যবসায়ের কোন তথ্য আমি কাউকে দিই না। কারণ, নীতিগতভাবে আমার কোন ক্লায়েন্টদের তথ্য নিরাপদভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।"–একই জাতীয় পণ্যের শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি হিসেবে কাজ করেন কেন?– এ প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো জানালেন কামরুল আহসান।

ইনপেস কমিউনিকেশন-এর এখনো যথেষ্ট লেনদেন ও সুনাম রয়েছে। তাই হুট করে এ প্রতিষ্ঠানের সব কাজ এখনই 'ইনপেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড'-এর অধীনে আনতে চান না এ কোম্পানির মালিক। তবে বেশ কিছু কাজ ইতোমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে বাকি কাজগুলোও নিয়ে আসা হবে বলে জানা যায়। সম্প্রতি পাবলিক রিলেশন (পিআর) নিয়ে কাজ শুরু

করেছে ইনপেস। এক সময় এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কনসাল্টিং এবং বাজার গবেষণার কাজও করতো।

ইনপেস-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানালেন– "ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমার ব্যবসায়ের একটি বড় অংশ। এ কাজটি এতদিন শুধু আইটি কোম্পানিগুলোর জন্য করতাম। ভবিষ্যতে অন্যান্য কোম্পানিগুলোর জন্যও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রমোশন, রোড শো ইত্যাদির কাজ করবো। পিআর নিয়ে আমরা এমনভাবে কাজ শুরু করেছি যে, এ বছরের শেষের দিকে ইনপেস পিআর নামে হয়ত আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে যেতে পারে। কোন পণ্যের ব্র্যান্ড ইমেজ-এর জন্য সরাসরি পাবলিকের কাছে একে ফোকাস করাই হচ্ছে 'পিআর' বা 'পাবলিক রিলেশন'।"

এক সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বহুজাতিক কোম্পানির কাজ করতে গিয়ে দেশে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন? জবাবটা ছিল এরকম: "আমার অফিসের ৮টি টেলিফোনের মধ্যে ৪টিই নষ্ট। সব ক্লায়েন্টের অভিযোগ, টেলিফোন সব সময় ব্যস্ত থাকে। ৮টি টেলিফোনের কাজ ৪টি দিয়ে করতে গেলে ফোনতো ব্যস্ত থাকবেই। আর প্রতিদিন অফিস সময়ের ৮ ঘন্টার মধ্যে ২ থেকে ৩ ঘন্টাই বিদ্যুৎ থাকে না। ফলে বিদেশে সময়মত যোগাযোগ করতে পারি না। কাজকর্ম শেষ করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাত ৮টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথ একটা বড় সমস্যা। এসব সমস্যাতো বিদেশী ক্লায়েন্টরা মঞ্জুর করবে না। আর এ সমস্যাগুলোর সমাধান কারো একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি সম্পর্কিত বড় সমস্যার সমাধান সরকারকেই করতে হয়। সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ চালু হলে ব্যান্ডউইডথ-এর সমস্যা সমাধান হবে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও টেলিফোন এর সমস্যার সমাধান না হলে সবার ব্যবসায়েরই ক্ষতি হবে।"

বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে মানসম্মত জনশক্তি আছে কিনা; এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভাল তরুণ প্রজন্ম আছে। পৃথিবীর সব ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশীরা কাজ করছে। বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বড় সমস্যা– ইংরেজিতে তাদের অদক্ষতা। আর এ কারণেই তাদের কমিউনিকেশনে সমস্যা হয়। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ নয়; শিক্ষা ব্যবস্থাই এ জন্য দায়ী। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধারণা দেয়া হয় না যে, পাস করার পরে কিভাবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার কর্মক্ষেত্রের, মুখোমুখি হবে। মানুষ কিছু কিছু শিক্ষা প্রকৃতিগতভাবে অর্জন করে। আবার কিছু কিছু শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির কারণে ছেলেমেয়েরা কর্মক্ষেত্রে প্রথমে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম ধাপটা পার করার প্রশিক্ষণ দেয়াটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়েরই দায়িত্ব।"

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির মন্দাভাব দূর করতে কামরুল আহসানের সবশেষ পরামর্শ ছিল: 'বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে, আনাচে কানাচে সবখানে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।'

Stay Competitive In Your Career - Demonstrate Your Expertise With CWNA

The CWNA® (Certified Wireless Network Administrator) certification is a wireless LAN certification. Your CWNA certification will get you started in your wireless career by ensuring you have the skills to successfully administer enterprise-class wireless LANs.

Benefits of CWNA Certification:

Opens the door to wireless networking opportunities in organizations.

Shows that you are a technical leader with the ability to successfully implement wireless solutions.

Keeps your skills ahead of the curve in the rapidly changing field of wireless networking.

Contact us today for more information on our courses

Cisco Systems Reseller · Pearson VUE · Thomson Prometric · Novell Authorized

ALLES KONNECTIEREN (Pvt.) Ltd. Tel: 8622244, 0152384673 Fax: 8826831 www.allesk.net

House# 519 (3rd Floor), Road# 1, Dhanmondi R/A, Dhaka 1205

'PC Becomes Typewriter for Poor English Language'-Who's to be Blamed?

Karar Mahmudul Hassan

Education Minister Dr. Osman Faruk sketched a glum picture of English Language teaching standard in Public Schools and urged English Language teachers to help the nation gain ground in the highly competitive global opportunities through upgrading their services- while addressing the inaugural session of the first national conference of Bangladesh English Language Teachers' Association (BELTA) at the British Council, Dhaka, on July 15, 2004 as published in the Daily Star the following day with a wide coverage. "Poor command of English has resulted in use of computers allotted to schools with a view to orient students to information technology as mere typewriter", the Minister added. He also stated (as newspaper report continued) that due to lack of knowledge of English language, students are incapable to explore the potentials of the IT. They cannot even read a page downloaded from a web site and teachers too are unable to help them because of their won lack of English proficiency, he elaborated. Besides, emphasizing the importance of learning English, he said that students need English to succeed in trade and commerce as well as excel in communication and information technology.

The laments (and/or failure) of the nation to make appropriate use of the computing and non-ability to use them effectively for the economic, social, cultural, educational and commercial emancipation of the people of Bangladesh, as stated by the Education Minister is possibly correct. But the fact is that the ICT (Information and Communication Technology) has all the potential to become one of the fastest growing sectors of our economy. The revolutionary advances in technology in the recent time, are changing the economic rate, to speak specifically, by fostering productivity in reducing poverty globally, ICT has given rise to transition from an industrialized model of big government-centralized, hierarchical and operating in a physical economy to a new model of government, adaptive to a virtual, global knowledge based digital economy and fundamental social shifts. Now ICT can help developing countries leap frog into the league of developed nations.

Against this backdrop and realizing the necessity-based importance of ICT, the present government had declared ICT sector as one of the thrust sectors and since the very beginning, the Chief Executive of the country has, time and again, very specifically mentioned about the importance of this vital sector and urged all concerned-both government and private sector's key partners, to involve and contribute in the planned and effective development of this sector, the sector which can facilitate the speedy economic and related developments of the country within a short time. During foreign official visists during 2002 and 2003, the Prime Minister had made out her time to visit different ICT parks. entities, centers of ICT excellence etc. with sincere interests and attention, so that some/many of them could be replicated in Bangladesh through appropriate planning and effective implementation, where the government could play the key role.

Besides, while inaugurating BCS-arranged ICT related Exhibition at Dhaka on 24 March, 2002, the Prime Minister declared the restructured name of the Ministry as the Ministry of Science and Information & Communication Technology MoSICT. There is a National ICT Task Force-(formed earlier), headed by the Prime Minister, mamebers being relevant Ministers, Secretaries, representatives of the ICT related private sectors, academics, FBCCI and a few other including Chairman, BTRC, Managing Director of Grameen Bank. During last two years or so, four meeting on ICT Task Force were held and a number of very important and positive decisions of ICT and ICT-related sectors like BTTB, BTRC, e-Commerce, e-Industries, computing education and training, e-governance., setting up ICT Incubator, establishment of Hi-tech park at KaliaKoir, near Gazipur, facilitating the timely utilization of ICT-Equity Fund, production and marketing of software etc. both inside and outside the country by private sector. There is an Executive Committee (below the Task Force) headed by Principal Secretary, PMO, other members being a number of relevant Secretaries, Private Sectors' (ICT-related representatives etc., which site almost every month to take follow-up actions relating to the decisions of the Task Force and initiating other ICT-related issues to be placed to Task Force meeting.

After restructuring of the Ministry in March, 2002, the government in the MoSICT first important task was to finally formulate the ICT policy-the Road Map of this very important vital sector, both from national and international perspective. While going into the in-depth study of the issues centering round the policy, we found that during last years, a number of committees were set up and dozens of 'meetings and sittings' took place with a view to formulate IT policy, but with inconclusive output. The MoSICT gave prime importance to this most vital issue and we arranged several meetings with all available key-partners/players both in public and private sectors including academics, consultants and knowledgeable officials and others- including those who worked abroad in ICT-related organizations, for advice, suggestions, even instructions. We examined and evaluated different proposals and comments collected in the process by the MoSICT. Besides, we consulted the interested development partners also stationed at Dhaka on the proposed ICT policy and many of them as stated above, contributed substantially with logical suggestions to improve our endeavors on proposed policy document. After that we in the Ministry went for open discussions through workshops, seminars, so that we get appropriate, progressive and pertinent suggestions on this and other related issues. In the process, we collected similar documents of other countries both in Asia and outside, who have made spectacular development on different aspects of ICT and examined them meticulously.

Side by side, we formally sent the copy of the draft ICT policy to BTTB, BTRC, BASIS, BCS, ISP, the FBCCI, Amcham, Academics and concerned other in the private sector. The Ministry received very valuable and pragmatic views and suggestions from different circles, which were given due consideration and after incorporation of the relevant and logical suggestions, the final draft of the National ICT Policy was placed to the cabinet which approved it on 08 October, 2002. This policy aims at building an ICT-driven nation comprising of knowledge-based society by the year 2010.

Simultaneously, the MoSICT initiated the process of enactment of the ICT Act and on our request, the Law Commission of Bangladesh started finalizing the Report on the Law of Information Technology. Justice Naimuddin Ahmed of Law Commission and his other colleagues worked hard relentlessly to prepare the proposed Law. Justice Ahmed, Secretary of the Law Commission and myself (Secretary-in Charge of MoSICT took part in a workshop on Cyber Law and other ICT related legal issues, held in Moscow in August, 2002 with the initiative & financial assistance of USAID. The workshop helped immensely to overview the existing cyber/ICT laws of different developed and developing countries and our gained experience and knowledge accrued out of the Workshop-helped improving our draft on ICT law.

The final draft report was submitted to the MoSICT by the Law Commission through its parent ministry in September, 2002 and we in the ministry, without any loss of time, engaged a retired Addl. Secretary (Drafting) of the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs in the second week of October 2002 with assigned responsibility to give the Report a shape of a Bill, by the second week of November 2002, so that it may be placed to the Parliament for consideration & approval after it is vetted by the Cabinet and after getting legal clearance of the Law Ministry. The job was accomplished in time, the draft Bill both in Bangali and English versions were submitted to us before the end of third week of November, 2002.

After completing our required formalities, the same was put up to the Chief Executive of the MoSICT in January, 2003 for his kind perusal and consent, so that it may be put up to the cabinet for approval for onward placement to the Parliament for approval.

In the National ICT Task Force meeting, held on 3rd April, 2003, Hon'ble Prime Minister and Chairperson of the ICT Task Force specifically asked as to when the ICT Act will be finalized and put up to the Cabinet for consideration. She fixed up one month time for needful action for finalization of the proposed Bill/Act and the MoSICT's representative i.e. the Hon'ble Minster promised to comply with the instruction.

In the meanwhile ICT Incubator, which was another important agenda of the government, was set up on rented six floors of BSRS Bhaban (covering about69,000 sqft.) at Kawran Bazar with effect from November 2002-in line with the commitment of the Prime Minster in a meeting arranged by FBCCI in September 2002. By the end of August 2003, as many as 42 private companies/software entrepreneurs had taken lease of about 57,000 sqf. space area in the Incubator Centre and started doing (at times) aggressive business including export of software items/services etc. to developed countries at increasing volumes every month.

The MoSICT has taken a few more steps-like a. Introduction of ICT internship for ICT graduates-with major financial supports from the government, introduction of e-government vis-a-vis creation of facilities there of-for all the ministries/division-on the advice/recommendations of e-governance-9-member committee-headed by the cabinet secretary, starting ranking of estimated 1500 ICT institutions set up in private sector collecting huge amounts of money from the students. more than 50 percent of the institutes not possessing even one-fifth of the required computing facilities, proper teachers, appropriate academic environments etc. within 18 months since March 2002.

> Poor command of English has resulted in use of computers allotted to schools with a view to orient students to information technology as mere typewriter

In the previous paragraphs, a small summery of some important ICT related exercises carried out by the government has been focused for general information of the people of the country in particular. But we have a long way to go forward and more speedily as well, which include: a. Improving the delivery of public services, b. catering to their ever increasing demand for software products world-wide as Bangladesh does have quite a few inherent strengths which can be used as the launching pad for making this country a potential offshore source of software and Data Processing Service, c. ICT -enabled services which include data entry/data transcription services (voice, video), cyber-cafe, cyber kiosk, public call-centers, telemedicine, electronic-mail centers, web-site design and maintenance, e-commerce and other web-based applications electronic journalism, tele-banking, e-banking etc., d. Internet conductivity, e. ICT for poverty reduction and emplowerment, f. Employment generation at village level through ICT: Bridging the Digital Divide, g. export of ICT manpower, h. Creation of facilities for NRBs (Non-Resident Bangladeshis), who are engaged in ICT Business. In addition, the government in the Ministry of Post & Tele-communications and the Ministry of Commerce as well has taken up (i) Submarine cable conductivity. j. strengthening telecom infrastructure k. creation of ICT- Business promotion council l. setting up of ICT Business center in the Silicon Valley of California, USA, m. recent allocation of Tk. 10 crones to Export Promotion Bureau for facilitating, among others, creation and expansion of software market, enhancing the capacity building of the EPB itself though carrying out needful reforms in itself. n. examining the reasons for non/less utilization of Tk 300 crore Equity fund allocated for development of ICT sector in totality and suggest appropriate measures, o. Financial support from the government to the software items exports of different countries and examining and suggesting appropriate recommendations for extended tax-holiday to attract foreign investors in the ICT sectors of Bangladesh etc.

As Secretary in-charge of the MoSICT, where I worked for little more than one year and a half, starting from 11 March, 2002 to 15th September 2003, I tried to highlight some of the progressive, pragmatic and needful steps taken by the government of Bangladesh during a short span of less than two years have always found our Minister Abdul Moyeen Khan, M.P. very helpful, sympathetic and as true guardian, promptly helping and assisting in all the endeavors taken towards developing ICT sector in all possible ways as Chief Executive of the Ministry and senior colleague as well, all the time-day out. I will always pay gratitude to Moyeen Khan for his contribution and active involvement in all the achievements,-though humble, to the Ministry for development of this vital ICT sector.

Now I will address another and to me, and my colleagues in the Ministry, possible, the single greatest policy priority for the development of ICT in the Bangladesh is the initiatives for 'massive creation of computer literate manpower'.

Taking this point into consideration and through following the cue of the concluding budget speech (2002-2003) of Hon'ble Prime Minister (June 2002). this Ministry prepared a project proposal for distribution of 10,000 computers with peripherals (Telephone, Fax Modem, UPS, Stabilizer, internet connection, printer and other needful-accessories etc. including provision for training of the required number of teachers of the secondary schools (in the first phase) all over the country in computing under the proposed project) submitted to the planning Commission in June 2002. We very specifically mentioned in the project document that the role and involvement of the Ministry of Education relating to the program will be tremendous and both the ministries (ICT & Edn.) as well as the Planning Commission would have close dialogue, discussions leading to pragmatic decisions on proper utilization of the computers. The estimated costs of the project was Tk. 109 crores only. But due to the strong reservation of the then Education Secretary, the planing Commission could not consider our proposal. We tried to convince that ICT education is a very modern and ▶

progressive subject and the Ministry of Education is looking after a vast empire of educational institutions numbering more than 50,000 all over the country from secondary to university levels-both in the public and private sectors, each category of institutions having complicated issues (new complications cropping up every now and then in most of the cases), and the Ministry is already over burdened with its existing responsibilities. As such we proposed that the MoSICT could implement this project (10,000 Computer for secondary schools and training of teachers as well) efficiently, effectively and timely. We stated that the ICT Ministry has introduced Post radiate Diploma Courses in 5 public universities recently and first batch of about 300 students would come out from those universities by end 2003, who would contribute to the development of ICT sector. The syllabs for these courses were prepared by the Bangladesh computer council in consultation with concerned Faculty Members of these universities.

But the then Education Secretary was adamant and insisted in different forms that computing is a component of education. So, MOE would not welcome MoSICT to poke its nose in this sensitive matter!

Minister Moyeen Khan and myself were embarrassed and observed how a civil servant engaged on contract service could flout and frustrate the sincere endeavors of the relevant MoSICT, to start implementing this new generation project on ICT education through English and English trained Physics & Mathematics teachers in secondary schools.

We discussed these complications with relevant high officials of PMO at length and sought their advice on carrying forward ICT education systematically, so that brilliant boys and girls get interests and inspired to take up ICT education for shaping their future.

The result of above discussions, persuasions and negotiations were very positive. PMO sent us a letter in the first weeks of February 2003, suggesting to take up 64 secondary schools and 64 colleges (one in each district) to start with, for setting up full-fledged computer lab in each of the 128 (64+64) Schools and Colleges within one year, prepare appropriate (and progressive) syllabus/curriculum, collection and publication of relevant books on computing including fulfillment of other required conditions plus ensuring needful facilities, and after that the MoSICT may start SC(ICT), HSC(ICT) course by 1st January 2005, PMO further suggested that if the above proposals are found implement able, the MoSICT may put up a proposal to the next National ICT Task Force meeting for consideration and approval.

Our Ministry found the above proposals very logical, timely and pragmatic and I wrote a D.O letter to the Principal Secretary, PHO, thanking him for PMO is suggestions and with all required facilities, as were mentioned in PMO is letter in question, will be year earlier before the end of 2003 calendar year and we would start the proposed courses one year earlier i.e. w.e.f. 1st January 2004, instead of 2005.

In the meanwhile we in the Ministry prepared a project proposal to the Secretary, Planning Division (who is also Member Secretary of the ICT Task Force) on 17th February 2002 for inclusion in the immediate next ICT Task Force meetings Agenda. Side by side, we requested the Bangladesh Computer Council (BCC) to prepare a full-fledged plan of action on priority basis-so that it could be put up in the next ICT Task Force meeting for consideration and approval along with the policy decision on taking up 128 schools and colleges for specialized-nature computing education. Besides. BCC simultaneously prepared a PCP (Project Concept Paper) on this issue and sent to the Ministry on 14.06.03 with an estimated budget of about 28 million Taka the project period being two years.

Inspire of our request letter and personal contacts with the then excretory, Planning Division (who is/was also the Member Secretary of the ICT Task Force), for raisons still mysteriously unknown to us, this was not included in the Agenda o Task Force Meeting held on 3rd April, 2003. After that we took up the matter immediately to the ICT Executive Committee meeting chaired by the Principal Secretary, PMO which okayed our proposal in totality. In that meeting, Secretary-in-charge of the Ministry of Science of ICT proposed that as syllabus/curriculum, allocation of number on proposed subjects in SSC (ICT), HSC(ICT) are the functions within the jurisdiction of Education Ministry, we would evolve and finalize the modalities, syllabus etc. in consultation with that Ministry. All present in the meeting appreciated this proposal.

On our MoSICT repeated requests both in writing and verbal, the then Education Secretary convened a meeting on July 16, 2003 at 3 P.M. on the proposed inclusion of ICT subject(s) in bout secondary and higher secondary sIlabus/curriculum under his Chairmanship, where Secretary, Joint Secretary (Dev.) and concerned Sr. Assistant Secretary of the MoSICT, DG of Secondary and Higher Secondary Education, Dg, Technical Education Directorate Chairman, National Curriculum & Text Book Board and some other high level officials of different branches of Education Ministry were present. Discussions in the meeting were very elaborate, useful and interesting too.

On the request from the Chair, I gave a brief background of the meeting and said that the proposed introduction of specialized-nature ICT education in the syllabus of SSC & HSC primarily in 64 schools and 64 collages (one in each district) with all out facilities including setting up of full-fledged ICT Lab etc., will work as nucleus and vehicle of 'Forward March' on the road to progressive expansion of ICT education and training of international standard, country wide equipping our young boys and girls to get involve themselves in all kinds of ICT-related activities, business, industries, services, software etc. both in the country and developed countries abroad. Joint Secretary (Dev.) of MoSICT then presented the outlines of newly prepared curriculum with the assistance of BCC, which could be implemented in 128 schools and colleges through a pilot project.

At this the ICT Secretary told the meeting that during next few years, the present government wants to appropriately educate a few laces of students at different levels on ICT and ICT-related subjects and with that end in view, the Ministry of Science had decided to take up 128 schools and colleges in all the 64 districts which would help facilitating to expand ICT education in all the sub districts of the country within next 2/3 years

On request of ICT Secretary-in-Charge, the Chairman of Bangladesh Technical Education Board said that 600 students both male and female are coming out with Diploma on ICT every year from Technical Institutes of Education Ministry. At this the ICT Secretary told the meeting that during next few years, the present government wants to appropriately educate a few laces of students at different levels on ICT and ICT-related subjects and with that end in view, the Ministry of Science had decided to take up 128 schools and colleges in all the 64 districts which would help facilitating to expand ICT education in all the sub districts of the country within next 2/3 years.

The subsequent deliberations and discussions in the meeting were very positive and there was consensus that keeping the Science subjects as they are, curriculum of atleast 300 additional number might be introduced. to encourage and inspire the students to study computing/ICT side by side without disturbing or jeopardizing the existing different Science subjects. ▶

A committee was formed unanimously at the end of the meeting, to workout the modalities of the ICT Education course curriculum for SSC and HSC with the following.

a. Chairman, Bangladesh Technical Education Board-Convenor

b. Member (curriculum), National Curriculum & Text Book Board.-Member

c. Mr. KM. Ali Reza, Asstt. Chief, Ministry of Science & ICT.-Member

d. Mr. Javed Ali Sarker, Deputy Director, Bangladesh Computer Council.-Member-Secretary

It was further decided that Joint Secretary (Dev.) MoSICT would overview the activities of the newly-formed Committee and give suggestions to the committee as and when necessary. It was also decided that (very specifically-loud and clear as well) the committee would submit its Report/Recommendations within one month i.e. 30 (thirty) days.

Nuisance part of the above exercise started since July 16, 2003. As the time-limit of the committee for submission of its recommendations was fixed 30 days (on month) and as it was the specific order of the prime Minister's Office (PMO) to introduce full-fledged ICT education in 64 schools and 64 colleges (to start with) under the guardianship and initiatives of the (and of course with legal, official and all-out support of the Ministry of Education) we were anxiously waiting for the proceedings of the meeting to be circulated under the signature of Mohammad Shahidul Alam, Secretary, Ministry of Education's, so that the committee and we could start our preparatory as well as conclusive activities on the matter as immediately as possible.

The month of July, 2003 passed, then August, then September, then October (all 2003) passed one after another. In the meanwhile, I left the post of Secretary, MoSICT on 15th September, 2003 to join new place of posting in the Privatization Commission, from where I went on LPR on 06th November, same year.

But I took keen and serious interest in this vital issue of ICT education and I was being kept informed almost daily (on my request) about developments if any, regarding the much talked 16th July, 2003's meetings' proceedings from my previous place of posting.

Curiously enough (and against all normal ethics), two proceeding of the same meeting (16th July 2003) were brought out from the Education Ministry-signed by its Secretary Mohammad Shahidul Alam, putting two different dates by him! a. first one dated 30.09.2003,-circulation date and issue number being 03.11.2003 and 1174 respectively by Senior Asstt. Secretary of Section II and b. second one was signed by the same Secretary Mohammad Shahidul Alam, dated 01.12.2003 and circulation date and issue number being 01.12.2003 and 878 respectively from the same Section II. Interestingly two different Senior Assistant Secretaries, namely a. MD. Ataul Haque and b. Md. Golam Mostafa respectively circulated two proceedings at different dates, the gap in this case being 4 weeks. But the gap of Mr. Alam's signatures on the proceedings of the same meeting was more than two months. The second proceedings. Mr. Alam appeared to be signing just 10 days before the expire of his second year's contract in the job of the Republic, though this was received in ICT Ministry on 6th December, 2003.

The language, wordings etc. of both the proceedings were same. But what prompted Shahidul Alam, the ex-Education Secretary at present in trouble for violating existing Rules and norms of the government in some other cases, is still mysterious to many, including many of his the then colleagues in that Ministry. This is a heinous and naked example as to how a good and glorious attempts of the present government on the solid and systematic 'Forward March' to the road to quality and modern ICT education, first of its kind in Bangladesh, was torpedoed and frustrated by a civil servant, who along with an other alleged promoters, who claimed to have helped bringing the present government to power, which they manifested through loitering on the corridors of Election Commission building at Sher-e-Bangla Nagar in the evening of October 1, 2001. The concocted, confusing and untrue news, as above were published subsequently in a number of newspapers.

The two proceeding with two different dates with two one months gap manifested the ill motive which tantamount to criminal act on the part of a senior civil servant like Shahidul Alam who exclusively himself frustrated the efforts of the PMO and the government in general which aimed at preparing the very basic ground of ICT education in 64 schools and 64 colleges each in each district to start with, with all facilities like land telephone. Fax modem, UPS, Stabilizer, Printer, office automation package, Internet connection and other required accessories. Simultaneously, the government in the MoSICT had started taking initial steps to expand this program to all the sub-districts (initially 10 boys' and girls' Schools in each Sub-district) before the end of calendar year 2006.

As regards to making required number to teachers available for teaching ICT in the designated schools and colleges, we, in the Ministry in consultation with the ICT teachers/Academics and other concerned key players in this Sector (BCS, BASIS, ISP etc.) we started preparing a plan to find out teachers through advertisement in the widely circulated daily news papers out of those who retired from schools, colleges, universities and in additions, the civil servants, engineers, bankers and others who did their graduation and Masters in different subjects, specially physics and Mathematics before 1970, all were taught in English medium, now many of them sitting idle or doing almost nothing. but competent and willing to teach these subjects including English, at their respective nearest institutions.

Education Secretary Mohammad Shahidul Alam's non-action in bringing out the proceedings of July 16. 2003 on ICT curriculum/syllabus was intentional and be wanted. as it appears, to tarnish the image of the government along with threatening the efforts of the courageous young generation who are keen to study ICT, do ICT jobs, both inside & outside the country, make ICT products, software etc. and last and not the least, help Bangladesh becoming a prosperous ICT-based nation.

I am afraid, possibly, Education Ministry was not made aware by the mighty Secretary working directly under him, till December 11, 2003 about the efforts of the government to start making ICT-literate nation where computer will be used for computing/ICT purposes, and not as typewriter beginning with a small pilot Project. (keeping an eye towards rapid and effective expansion of the program all over the country in shortest possible time) as stated in the previous paragraphs, where implementable provision were there to enrich the concerned students and teachers in English knowledge (including other subject like Physics. Mathematics to be taught in English) and use of computer for computing/ICT purposes could grow in geometrical progression by now.

I will conclude with a factual story-which stated that India earned 240 cropper-rupees equivalent foreign exchange through ICT-software items as well as ICT trained manpower export abroad mainly to USA and other developed countries during 1989-90. Same India earned 43,600 cropper-rupees' equivalent foreign exchange through above mechanism (i.e. modern, effective and progressive) during expansion of ICT education from School to University level 2000-2001. This was largely possible because a number of Indian states with all out supports from the central government had prepared the basic ICT education at different levels in such a way the ICT educated and trained human resources substantially contributed in shaping the Indian economy on strong to stronger footing.

Now may I take the privilege to request the Education Ministry to start proceedings against the then Secretary, who intentionally indulged in heinous crime and nuisance as well and put hindrance to the implementation of 'plan of Action' on expansion of quality ICT education in the country, which could by now put the ICT education on a strong footing. CJ

Writer:
Former Secretary-in-Charge of Ministry of Science & ICT Govt. of Bangladesh.

TOSHIBA Notebook PC Road Show Held at Dhaka

International Office Machines (IOM) Ltd., the Mobile Computing Partner in Bangladesh for TOSHIBA Notebook PC, organized a six day long TOSHIBA Notebook PC Road Show at BCS Computer City in Dhaka from the 22nd April 2006. Rishit Computers and The Accsees Pvt. Ltd., the authorized resellers of IOM were directly related in organizing the Road Show.

Md. Rezaul Karim, Director of IOM, inaugurated the Road Show. The road show was initiated to promote TOSHIBA Notebook PCs among different target audiences throughout the country with the greater value and innovations of TOSHIBA.

The regular visitors of IDB Bhaban were being joined profoundly in the road show and enjoyed the unique features and varieties of TOSHIBA Notebook PCs. Different series of TOSHIBA Notebooks such as Satellite, Portage, Tecra were demonstrated along with various models and specifications. Intel Duo core processor, Fingerprint reader, TOSHIBA Easy Guard secutity system and TOSHIBA Config free connectivity tool were found as unique and remarkable features of TOSHIBA Notebooks. The volunteers demonstrated the products physically and interpreted the features and benefits to the visitors accordingly. A massive gathering of the visitors were found in the spot, showing their enthusiasm on TOSHIBA Notebook PCs ■

THE MONTHLY
COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

Samsung's 19-inch CX919B Boasts 2000:1 Contrast Ratio

With so much focus on response time these days, it's nice to see Samsung play up another aspect of its newest 19-inch LCD, namely the display's impressive 2000:1 contrast ratio. That's not to say the SyncMastermagic CX919B has a slow refresh rate – to the contrary, it seems to employ the CX917B's "Response Time Accelerator" to go from gray to gray in a zippy 2-milliseconds -- rather, the highlight here just happens to be that "Dynamic Contrast" technology which promises to deliver truer blacks. Besides these two key details, however, not much else is known on the specs tip - including our old favorites, pricing and availability ■

Intel Celebrates Bangla New Year with dealers and customers

Intel, the world leader in silicon innovation, celebrated the onset of Bangla New Year 1413 at Dhaka on April 18 last. Two volunteers dressed up in an innovative combination of traditional garb and Intel Pentium D processor branding served sweets to over 700 people including Genuine Intel Dealers and their customers at the BCS Computer City Market, and exchanged greetings for 'Bangla Nobobarsha'. The Intel Pentium D Processor is Intel's dual-core processor for desktop computers. Users can enjoy superior multimedia and performance with PCs based on the Intel Pentium D processor, and such PCs are now available with dealers all across the country at very attractive price ■

A Mandatory Skill to Step into today's Enterprise Networking
CCNA - Cisco Certified Network Associate
Job hunting made easy with the world's most Powerful Certification programs
Launching Wireless
Opens door to Wireless Networking opportunities in the enterprise
CWNA - Certified Wireless Network Administrator
Cisco Systems
EMPOWERING THE INTERNET GENERATION
CISCOVALLEY
www.ciscovalley.com
House # 519/A 1st Floor. (East side of BEL TOWER)
Road # 1, Dhanmondi, Dhaka- 1205.
Phone: 9660713, 8629362, 0191360757
Facilities:
⇨ World class learning environment with largest Cisco State-of-Art lab in Bangladesh
⇨ Managed by experienced & trained personnel from US & Canada
⇨ Unbeaten Combination of best faculty & best programs
⇨ Pioneer and specialized in Networking Training
⇨ Give you the guarantee of certification

মজার গণিত

এক. তিনমাত্রার ম্যাজিক স্কয়ারের ক্ষেত্রে (যেখানে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত একক স্থানীয় অঙ্কগুলো ব্যবহার করা হয়েছে) একটি মজার নিয়ম লক্ষ করা যায়।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

উপরের ম্যাজিক স্কয়ারটির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারির অঙ্কগুলো বাম দিক থেকে নিয়ে সংখ্যা পাওয়া যায় ৮১৬, ৩৫৭ এবং ৪৯২। আবার ডান দিক থেকে নিয়ে পাওয়া যায় ৬১৮, ৭৫৩ এবং ২৯৪। এবার লক্ষ করুন এটি মজার বর্গ: $৮১৬^২ + ৩৫৭^২ + ৪৯২^২ = ৬১৮^২ + ৭৫৩^২ + ২৯৪^২$

এভাবে প্রতিটি কলামের উপর-নিচ বা নিচ-উপর বরাবর অঙ্কগুলো নিয়ে গঠিত সংখ্যা থেকে পাওয়া যায়: $৮৩৪^২ + ১৫৯^২ + ৬৭২^২ = ৪৩৮^২ + ৯৫১^২ + ২৭৬^২$

কিন্তু এই ম্যাজিক স্কয়ারের বিভিন্ন ঘরের অঙ্কগুলো যদি দশক স্থানীয় হয় অর্থাৎ ৯-এর বেশি হয় তাহলে ভিন্ন এক ধরনের মজার বিষয় লক্ষ করা যায়। সেটি কী বলতে পারবেন?

দুই. হেনরি ডুডিনি ১৯৪২ সালে চমৎকার একটি সংখ্যা ধাঁধা-ক্রিপটারিথ্‌ম উদ্ভাবন করেন। ক্রিপটারিথ্‌ম এমন এক ধরনের ধাঁধা যেখানে বিভিন্ন ইংরেজি বর্ণের জায়গায় নির্দিষ্ট সংখ্যা বসিয়ে সমাধান করা হয়। এখানে একটি ক্রিপটারিথ্‌ম দেয়া হলো:

```
  EARTH
+ TREES
-------
 NATURE
```

ধাঁধাটির সমাধান দু'ভাবে হতে পারে। একটি হলো:

```
  ৫৩৪৮৯
+ ৮৪৫৫৬
--------
 ১৩৮০৪৫
```

অপর সমাধানটি বের করতে হবে।

তিন. যদি m একটি ভ্যারিয়েবল বা চলক হয় তাহলে, (a-m).(b-m).(c-m)..... (r-m) রাশিটির মান কত হবে?

মজার গণিত এপ্রিল সংখ্যার সমাধান ৬১ পৃষ্ঠায় ছাপা হলো। এবং বর্তমান সংখ্যার উত্তর আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে। –স.ক.জ

পাঠকের প্রতি

গণিত বিষয়ে আপনার সংগ্রহের চমকপ্রদ কোন আইডিয়া এ বিভাগে পাঠিয়ে দিন।

jagat@comjagat.com

ই-মেইল অ্যাড্রেসে সমস্যার সাথে সমাধানও পাঠানোর অনুরোধ রইল। এবারের মজার গণিত এবং শব্দ ফাঁদ পাঠিয়েছেন মো: সাঈদ

কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ-৩

সুপ্রিয় পাঠক। মার্চ ২০০৬ সংখ্যা থেকে চালু হয়েছে আমাদের নিয়মিত বিভাগ 'কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ'। এ বিভাগে আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের জন্য তিনটি করে গণিতের সমস্যা দেবো। তবে এর উত্তর আমরা প্রকাশ করব না। সঠিক উত্তরদাতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো। প্রতিটি ক্যুইজে সঠিক সমাধানদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে সর্বাধিক ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা যথাক্রমে কমপিউটার জগৎ ১২, ৬ এবং ৩ সংখ্যা বিনামূল্যে পাবেন। সাদা কাগজে সমাধান পাঠাতে হবে। এবারের সমাধান পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৫ মে, ২০০৬। সমাধান পাঠানোর ঠিকানা, কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ-৩, রুম নং ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, আইডিবি ভবন, আগারগাও, ঢাকা-১২১৭।

০১. পূর্ণসংখ্যাগুলো যদি পাশাপাশি বাম থেকে ডানে লেখা যায় তাহলে ২০৬,৭৮৮তম অংশটি কি হবে?

০২. করিম সাহেবের কিছু নারিকেল ছিল। তার দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করলে ১টি অবশিষ্ট থাকে আবার তিন মেয়ের মধ্যে ভাগ করলেও একটিই অবিশিষ্ট থাকে। কিন্তু ৫ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করলে তিনটি অবশিষ্ট থাকে এবং ১ জন দৌহিত্রের মধ্যে ভাগ করলে ৪টি অবশিষ্ট থাকে। তার কাছে সর্বনিম্ন কতগুলো নারিকেল ছিল?

০৩. অষ্টম এবং নবম শ্রেণীর কিছু ছাত্র দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে একটি করে খেলা খেলল। নবম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের সংখ্যা অষ্টম শ্রেণীর ১০ গুণ কিন্তু তারা সবাই মিলে ৪.৫ গুণ বেশি পয়েন্ট পেল। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কত এবং তারা মোট কত পয়েন্ট জিতে ছিল?

এবারের সমস্যাগুলো পাঠিয়েছেন

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

অতিথি অধ্যাপক, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আইসিটি শব্দফাঁদ

পাশাপাশি

০৩. উইন্ডোজের আগে মাইক্রোসফটের তৈরি একটি অপারেটিং সিস্টেম, যার পূর্ণরূপ 'ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম'।

০৪. যে বীজগণিতের আলোচ্য বিষয়গুলো ০ এবং ১-এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

০৫. গিগাবাইটের সংক্ষিপ্ত রূপ।

০৮. মনিটরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত - ক্যাথোড-রে টিউব।

১০. মাইক্রোচিপ শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ।

১১. মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য 'আর্টিফিশিয়াল প্যাসেনজার' নামে নতুন এক প্রযুক্তি, যা গাড়িচালককে সজাগ রাখতে সহায়তা করে।

১২. ডেস্কটপ কমপিউটারকে অনেক সময় যে নামে অভিহিত করা হয়।

১৩. ব্যাটারি'র অপর একটি নাম।

১৪. ডিনামিক র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি।

১৫. আট বিটের সমষ্টি।

উপর-নিচ

০১. 'রেইনবো বুক' প্রদত্ত সিডি এবং ইসিডি-এর (এনহ্যান্স কমপ্যাক্ট ডিস্ক) ফরম্যাট।

০২. যে ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে পাওয়া যায়।

০৬. কমপিউটারে পিকচার বা ইমেজ ফরম্যাট যা বিএমপি এক্সটেনশনযুক্ত।

০৭. আধুনিক মাদারবোর্ডগুলো যে শেপ এবং লেআউট বিশিষ্ট।

০৯. ইন্টেলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যা 'অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইস' নামে পরিচিত।

১০. অনেকগুলো মাইক্রোচিপের সমষ্টি যা সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি।

১২. কমপিউটার নির্মাতা বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান।

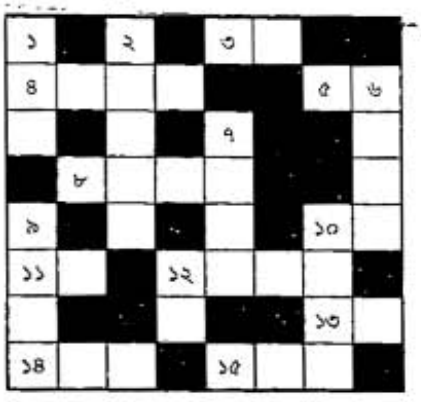

আইসিটি'র মৌল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষকে করে তোলে ক্ষমতাধর। পাঠকদের ক্ষমতাধর করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের এই শব্দফাঁদ। এতে অংশ নিন, নিজেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করুন। বর্তমান সংখ্যার সমাধান এ সংখ্যাতেই ৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হলো।

গণিতের গলিঘুপচি

পর্ব: ছয়

বর্গফল বের করার ক'টি নিয়ম

১১ থেকে ১৯-এর বর্গ: শুরুতেই শিখে নিতে চাই ১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর বর্গফল বের করার একটি নিয়ম। যেমন ১৭^২ = কত?, ১৮^২ = কত, ১৪^২ = কত ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নিয়মটা হলো:

০১. একদম ডান দিকের অঙ্কটির বর্গ করে যা পাওয়া যাবে, তা এক অঙ্কের হলে সোজা কাঙ্ক্ষিত বর্গফলের ডানে বসাতে হবে। দুই অঙ্কের হলে ডানের অঙ্কটি বর্গফলের ডানে বসিয়ে বামের অঙ্কটি হাতে রাখতে হবে।

০২. এবার যে সংখ্যাটি বর্গ নির্ণয় করতে হবে, তার ডান দিকের অঙ্কের দ্বিগুণের সাথে আগের হাতে রাখা অঙ্কটির সাথে যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তার ডানের অঙ্ক বসবে আগের বসানো অঙ্কটির বামে। আর বামের অঙ্কের সাথে ১ যোগ করে বসাতে হবে তার বামে।

ব্যস, এভাবে পেয়ে যাবো নির্ণেয় বর্গফল।

ধরা যাক, আমরা পেতে চাই ১৭^২ = কত?

এখন ডানের অঙ্ক ৭-এর বর্গ = ৭^২ = ৪৯। সব ডান দিকে ৯ হচ্ছে বর্গফলের সবচে' ডানের অঙ্ক। হাতে রইল ৪।

এখন ডানের অঙ্ক ৭-এর দ্বিগুণের সাথে ৪ যোগ করলে পাই ৭X২ + ৪ বা ১৮। এর ডানের ৮ বসবে আগে বসানো ৯-এর বামে। হাতে রইল ১।

হাতে থাকা এই ১-এর সাথে ১ যোগ করে পাই ২। এই দুই বসবে বর্গফলের সবচে' বামে।

অতএব বর্গফলটি দাঁড়াল ২৮৯।

আবার ধরা যাক, এই নিয়মে আমরা পেতে চাই ১৯^২ = কত?

১৯-এর ডানের অঙ্ক ৯-এর বর্গ = ৯^২ = ৮১। এর ডান দিকের ১ বসবে বর্গফলের সবচে ডানে। হাতে রইল ৮।

এখন ১৯-এর ডানের অঙ্ক ৯-এর দ্বিগুণ করে হাতের ৮ যোগ করলে পাই ৯X২ + ৮ = ২৬। এই ২৬-এর ডানের ৬ আগে বসান ১-এর বামে বসিয়ে আমরা পাই বর্গফলের শেষ দু'টি অঙ্ক ৬১।

২৬-এর বামের অঙ্ক ২ এর সাথে ১ যোগ করে পাই ৩, যা নির্ণেয় বর্গফলের সর্ব বামের অঙ্ক।

অতএব নির্ণেয় বর্গফল পাই ৩৬১।

আগেই বলেছি, এ নিয়মে ১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যার বর্গফল বের করা যাবে। পরখ করে দেখুন না নিয়মটা আয়ত্তে এসেছে কি না। বের করতে চেষ্টা করুন ১৬^২ = কত? কিংবা ১৮^২ = কত?

৫১-থেকে ১০০-এর বর্গ: ৫১ থেকে ১০০-এর মধ্যে কোন সংখ্যার বর্গফল বের করার জন্য নিময় হলো:

০১. যে সংখ্যার বর্গফল বের করতে হবে, তা ১০০ থেকে বিয়োগ করতে হবে। ধরি ক-এর বর্গ বের করতে হবে। অতএব ১ থেকে ক বিয়োগ করলে থাকে (১০০-ক)।

০২. এখন এই (১০০-ক) সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে আমাদের প্রথমে নেয়া সংখ্যা ক থেকে। অর্থাৎ তখন আমরা পাব ক-(১০০-ক), যা হবে দুই অঙ্কের একটি সংখ্যা। এই সংখ্যাটি হবে নির্ণেয় ফলের প্রথম দু'টি অঙ্ক।

০৩. ১০০ থেকে আমাদের নেয়া সংখ্যা ক বিয়োগ করে পাওয়া সংখ্যা (১০০-ক)-এর বর্গ করে পাওয়া সংখ্যা বসবে আগে বসানো অঙ্কগুলোর পর। এভাবে গঠিত সংখ্যাটি হবে নির্ণেয় বর্গফল।

ধরা যাক, বের করতে চাই ৯৬^২ = কত? তাহলে এখানে ক = ৯৬।

প্রথম ধাপে বের করব ১০০-ক বা ১০০-৯৬ = ৪।

দ্বিতীয় ধাপে বের করব ক - (১০০ - ক) বা ৯৬-৪ = ৯২।

এই ৯২ হবে নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক। অর্থাৎ বর্গফলটি হবে ৯৬--।

তৃতীয় ধাপে বের করব (১০০-ক)-এর বর্গ। এখানে ৪-এর বর্গ। ৪^২ = ১৬। এই ১৬ হবে নির্ণেয় বর্গফলের শেষ দুই অঙ্ক।

অতএব নির্ণেয় বর্গফল ৯২১৬।

আবার ধরি বের করতে চাই ৬৪^২ = কত? এক্ষেত্রে ধাপগুলো হবে এমন:

১০০-৬৪ = ৩৬।

৬৪-৩৬ = ২৮। এই ২৮ নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক।

এখন ৩৬^২ = ১২৯৬, যা তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা। এটি দুই অঙ্কের হলে আগে পাওয়া ২৮-এর ডানে বসিয়ে বর্গফলটা আগের মতো সহজে পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখানে ১২৯৬-এর ডানের দুই অঙ্ক বাদ দিয়ে বামের দুই অঙ্ক ১২ হাতে রেখে ২৮-এর সাথে যোগ করতে হবে এভাবে:

২৮

১২৯৬

৪০৯৬

অতএব নির্ণেয় বর্গফল ৪০৯৬।

চলুন এমনি ধরনের আরেকটি বর্গফল বের করি। তখন ব্যতিক্রমটি আগে স্পষ্ট হবে। ধরি বের করতে চাই ৮৮^২ = কত? এখানে:

১০০-৮৮ = ১২

৮৮-১২ = ৭৬।

এই ৭৬ নির্ণেয় বর্গফলে প্রথম দুই অঙ্ক। আবার ১২^২ = ১৪৪। এ সংখ্যাটি ২ অঙ্কের হলে ৭৬-এর ডানে বর্গফল বসিয়ে বর্গফল পেয়ে যেতাম। এটি তিন অঙ্কের হওয়ায় সবার বামের অঙ্কের হাতে রেখে ওই ৭৬-এর সব যোগ করতে হবে এভাবে:

৭৬

১৪৪

৭৭৪৪

নির্ণেয় বর্গফল হবে ৭৭৪৪।

সুপ্রিয় পাঠক ৫১ থেকে ১০০-এর মধ্যেকার দুয়েকটি সংখ্যা নিয়ে বর্গফল এ নিয়মে বের করতে পারেন কি-না, পরখ করে দেখুন।

৫০ থেকে ৫৯-এর বর্গফল: ৫০ থেকে ৫৯-এর মধ্যে পড়ে, এমন সংখ্যার বর্গফল বের করার নিয়মটা খুবই সহজ। নিয়মটা হলো:

০১. প্রথমে বামের অঙ্কটির বর্গ করে ডানের সংখ্যাটি যোগ করে বর্গফলের প্রথম দু'টি অঙ্ক পাওয়া যাবে।

০২. ডানের অঙ্কটির বর্গ করলে পাওয়া যাবে বর্গফলের শেষ দু'টি অঙ্ক।

ধরা যাক, বের করতে চাই ৫৪^২ = কত?

এখানে বর্গফলের প্রথম দু'টি অঙ্ক হবে = ৫^২ + ৪ = ২৫ + ৪ = ২৯।

আর শেষ দু'টি অঙ্ক হবে = ৪২ = ১৬।

∴ বর্গফলটি অর্থাৎ ৫৪^২ = ২৯১৬।

আবার দেখা যাক ৫১^২ = কত? এখানে

প্রথম বর্গফলে প্রথম দু'টি অঙ্ক হবে ৫^২ + ১ = ২৬।

আর শেষে দু'টি অঙ্ক হবে ১^২ = ১ = ০১

∴ ৫১^২ = ২৬০১।

গণিত দাদু

বলুন তো কার ছবি: ০২

ছবির মানুষটি একজন বিখ্যাত গণিতবিদ। তার সময়ের গণিতকে তিনি করে তুলেন সমৃদ্ধতর। পাশাপাশি ছিলেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদও। ভূগোল বিষয়েও ছিলেন প্রজ্ঞাবান। তিনি এলজাবরার জনক। একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন। গ্রিক ও হিন্দুদের গণিতের অসম্পূর্ণতা তিনি পূরণ করেন। তিনি শূন্য ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করেন। পরিসংখ্যান ব্যবস্থা এলগোরিদম বা এলগোরিজম তারই উদ্ভাবন। তিনি আবিষ্কার করেন ভগ্নাংশের বিস্ময়কর দিক। তার কাজগুলো 'আরব্য-কর্ম' নামে পরিচিত। ত্রিকোণমিতি তার কাছে ঋণী। এবার বলুনতো ছবিটি কার।

গত সংখ্যার ছবি: ১-এর উত্তর

ছবিটি ছিল বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাসের।

সঠিক উত্তর দাতার সংখ্যা: ৮৩

লটারিতে বিজয়ী সঠিক উত্তরদাতা হচ্ছেন: মো: আবিদ রায়হান সানি, গুহলক্ষীপুর, তকীমোল্লা সড়ক, ফরিদপুর। আপনার ঠিকানায় এ সংখ্যা থেকে শুরু করে ৬ মাস বিনামূল্যে কমপিউটার জগৎ পৌঁছে যাবে।

সফটওয়্যারের কারুকাজ

উইন্ডোজ এক্সপি'র কিছু টিপস

ফাইলের নিরাপত্তা

উইনএক্সপিতে ফাইলের নিরাপত্তার জন্য একটি সহজ পদ্ধতি আছে। এর জন্য প্রথমে Control-Panel থেকে Folder অপশনে ঢুকুন। View ট্যাবে ক্লিক করুন। এখানে Hide extension for known file types থেকে টিকচিহ্ন উঠিয়ে দিন। এবার আপনার কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সিলেক্ট করে F2 চাপুন। File-এর শেষের তিনটি অক্ষর (যেমন MP3) পরিবর্তন করে অন্য কিছু দিন (যেমন BLL)। এবার এই ফাইলে ডবল ক্লিক করলে খুলবে না। ফাইলটি খুলতে চাইলে যে প্রোগ্রামে এটি চলে সেখানে File থেকে Open করলে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি ওপেন।

পুরানো শর্টকাট খুঁজে পাওয়া

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর আগের সংস্করণে বিভিন্ন কমান্ডের যেকোন একটি অক্ষরের নিচে আন্ডারলাইন থাকত। ফলে Alt চেপে ধরে ওই অক্ষর চাপলেই নির্দিষ্ট মেনুটি সক্রিয় হতো। এগুলোকে Hot key বলা হয়। এর ফলে মাউস ছাড়া দ্রুত ওই মেনুতে এক্সেস করা যেত। তবে এক্সপিতে মাইক্রোসফট এ সুবিধা বাদ দিয়েছে। এক্সপিতে এ সুবিধা পেতে হলে Desktop-এ রাইট ক্লিক করে Properties-এ গিয়ে Appearance ট্যাবে ক্লিক করুন। এবার Effects বাটনে ক্লিক করুন। এবার "Hide underlined letters for keyboard navigation untill I press the Alt key" লেখা লাইনের পাশের বক্স থেকে টিকচিহ্ন উঠিয়ে দিন। এবার এটি Apply করলে এক্সপিতে সেগুলো (আন্ডারলাইনগুলো) ব্যবহার করা যাবে।

Recent Documents অপশন বাদ দেয়া

মাইক্রোসফট উইন্ডোজের আগের সংস্করণগুলোতে Start মেনুতে Documents-এ ক্লিক করলে ওই সময়ে কোন্ কোন্ ফাইল ওপেন করা হয়েছে তা সহজে বোঝা যায়। এক্সপিতে একে Recent Documents নাম দেয়া হয়েছে। এই Recent Documents-কে সহজেই Start মেনু থেকে বাদ দেয়া যায়। এজন্য প্রথমে Task bar-এর ওপর মাউস পয়েন্টার ধরে Right ক্লিক করে Properties-এ ঢুকতে হবে। এবার Start মেনু ট্যাবে ক্লিক করে customize ট্যাব-এ ক্লিক করুন। এবার এখান থেকে Advanced ট্যাব এ ক্লিক করলে বক্সের নিচের দিকে দেখা যাবে "List my most recently opened documents"। এর পাশ থেকে টিকচিহ্ন উঠিয়ে দিন, এবার Ok-তে ক্লিক করুন। তারপর Apply-এ ক্লিক করুন। ফলে Start মেনু থেকে Recent documents চলে যাবে।

আরিফুল হক
ধানমন্ডি, ঢাকা।

ওয়ার্ড ও এক্সেলের টিপস

ওয়ার্ড কনটেন্টকে টেক্সট ফাইল হিসেবে সেভ করা

ওয়ার্ড কনটেন্টকে টেক্সট ফাইল হিসেবে সেভ করার সহজ উপায় কী, এ প্রশ্ন অনেক ওয়ার্ড ব্যবহারকারীর মনে দেখা দেয়। যদি ফরমেটেড টেক্সটের দরকার না হয়, তাহলে 'নোটপ্যাড' হচ্ছে সবচেয়ে সহজ প্লেন টেক্সট এডিটর। প্রয়োজনে কখনো কখনো আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে প্লেন টেক্সট ফাইল হিসেবে কনভার্ট করতে হয়। আবার কখনো কখনো নোটপ্যাডের পরিবর্তে ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে ব্যবহার করতে হয় প্লেন টেক্সট তৈরি করার জন্য। এমন অবস্থায় ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে প্লেন টেক্সট ফাইল হিসেবে সেভ করার জন্য File-এ ক্লিক করে Save As-এ ক্লিক করুন। Save As ডায়ালগ বক্সে 'Save As Type' অপশনকে লোকেট করার জন্য স্ক্রল ডাউন করে 'Plain text' সিলেক্ট করুন। এবার ফাইলের নাম দিয়ে 'Save' বাটনে ক্লিক করুন। পরবর্তী ডায়ালগ বক্সে 'Windows (default) as text encoding' সিলেক্ট করে Ok-তে ক্লিক করুন ওয়ার্ড কনটেন্টকে টেক্সট (.txt) ফাইল হিসেবে সেভ করার জন্য।

ফরমেট ক্লিয়ার করা

যখন ওয়েবপেজ থেকে কোন কনটেন্টকে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে কপি করা হয়, তখন ওয়েবপেজের ফরমেট ডকুমেন্টে কপি হয়। কিন্তু ফরমেট ছাড়া যদি শুধু কনটেন্টকে দরকার হয়, তখন নিশ্চয় ব্যাপারটি বিরক্তিকর মনে হবে। সুতরাং ওয়েবপেজ থেকে কনটেন্টকে কপি করতে চাইলে পরবর্তী সময়ে Ctrl+V বা Paste-এ সরাসরি প্রেস না করে Edit→Paste Special সিলেক্ট করুন এবং ডায়ালগ বক্স থেকে 'Unformated text' অপশন সিলেক্ট করে Ok ক্লিক করুন।

ওয়ার্ড ও এক্সেলে ডিফল্ট ফন্ট পরিবর্তন করা

ওয়ার্ডে ডিফল্ট ফন্ট হলো 'Times New Roman' ও সাইজ হলো ১১ প. আর এক্সেল ওয়ার্কশিটের ডিফল্ট ফন্ট 'Arial' ও সাইজ ১০ প.। ইচ্ছে করলে আমরা ডিফল্ট সেটিংসকে পরিবর্তন করে ভিন্ন কোন ফন্ট ও সাইজকে ডিফল্ট হিসেবে সেট করতে পারি নিচের বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে।

ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে: Format→Font-এ ক্লিক করুন।

Font ডায়ালগ বক্স থেকে কাঙ্ক্ষিত ফন্ট ও সাইজ সিলেক্ট করুন।

Default বাটনে ক্লিক করলে ফন্ট ও সাইজ ডিফল্ট হিসেবে আবির্ভূত হবে।

এক্সেলের ক্ষেত্রে: Tools→Options-এ ক্লিক করে General ট্যাবে ক্লিক করুন।

কাঙ্ক্ষিত 'Standard font'-এ পরিবর্তন করে Ok-তে ক্লিক করুন।

দ্রুতগতিতে স্পেল চেক করা

কার্সরকে কাঙ্ক্ষিত লোকেশনে রেখে F7 প্রেস করলে পুরো ডকুমেন্টে স্পেল চেকিং কার্যক্রম শুরু হবে। আপনি ইচ্ছে করলে সিলেক্টেড টেক্সটেও স্পেল চেক করতে পারবেন। এজন্য প্রথমে টেক্সটকে সিলেক্ট করে F7 প্রেস করুন।

তোফাজ্জল হক
ব্যাংক কলোনি, সাভার।

পাওয়ার পয়েন্টের কিছু টিপস

যদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে অডিও সিডি থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর পেতে চান, তাহলে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

- Insert→Movies and Sounds→Play CD Audio Track-এ নেভিগেট করুন।
- 'Hide Sound Icon' সিলেক্ট করে Ok-তে ক্লিক করুন।
- এরফলে পাওয়ার পয়েন্ট আপনার কাছে জানতে চাইবে মিউজিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রান করবে, নাকি মাউস ক্লিক করলে রান করবে। এক্ষেত্রে Automatically সিলেক্ট করুন।

টুলবারে সিম্বল যুক্ত করা

আমরা অনেকেই প্রেজেন্টেশনে সিম্বল ব্যবহার করি যেমন ±, ©, ®, ™, ÷ ইত্যাদি। এসব সংকেত দ্রুতগতিতে এক্সেস করার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট টুলবারে নিচে বর্ণিত ধাপ অনুযায়ী সিম্বল ফন্ট যুক্ত করা উচিত:

- Tools → Customize → Commands-এ ক্লিক করুন।
- এ অবস্থায় বাম দিকে যে লিস্ট প্রদর্শিত হবে সেখানে Insert-এ ক্লিক করুন এবং স্ক্রল ডাউন করতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না Symble অপশনটি আসে।
- এবার Symble অপশনকে সিলেক্ট করে যেকোন টুলবারে ড্রাগ করে নিয়ে আসুন।
- Close-এ ক্লিক করুন।

ফরমেট কপি করা

টেক্সট ছাড়াই টেক্সটের ফরমেটকে কপি করতে চাইলে Ctrl+Shift+[C] প্রেস করলে বর্তমান সিলেক্টেড ফরমেট টেক্সট ছাড়াই কপি হবে। এ ফরমেটকে পেস্ট করতে চাইলে Ctrl+Shift+[V] প্রেস করুন।

বাপ্পী
খাগড়হর, ময়মনসিংহ।

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে **আরিফুল হক, তোফাজ্জল হক** ও বাপ্পী।

ভয়েজ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন আপনার কমপিউটার

মো: রেদওয়ানুর রহমান

এ পর্বে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে কমপিউটার ভয়েজ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভয়েজ দিয়ে কমপিউটার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কমপিউটারে ভয়েজ ইঞ্জিন সেটআপ করা থাকতে হবে। এ ইঞ্জিন মাইক্রোসফট তৈরি করেছে, এটি SAPI নামে পরিচিত। আমরা এখানে SAPI 4 ব্যবহার করেছি। মাইক্রোসফট হতে এই SAPI 4 ডাউনলোড করে নিতে পারেন। SAPI 4 ইনস্টল করে কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে Speach এ ক্লিক করতে হবে এবং এখানে আপনার user-কে ভয়েজ ট্রেনিং করে নিতে

চিত্র-১

হবে। চিত্র-১ এ ভয়েজ ট্রেনিং এর প্রথম উইন্ডো দেখা যাচ্ছে। এখানে user Train এ ক্লিক করে কিছুক্ষণ ট্রেনিং নিতে হবে যা চিত্র-২ এ দেখা যাচ্ছে। আপনার কমপিউটারে মাইক্রোফোনটি সঠিকভাবে লাগাতে হবে, তা না হলে ইউজার

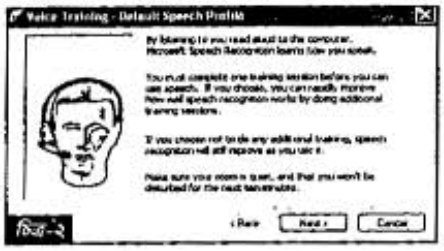

চিত্র-২

এর ট্রেনিং ঠিক মতো হবে না। এখন ইউজারকে ট্রেনিং শেষে নিচের প্রোগ্রাম কোডটি লিখতে হবে ভিজ্যুয়াল বেসিক ৬.০ এ এবং command নামে একটি টেক্সট ফাইল বানিয়ে প্রোগ্রামটির রুট ডিরেক্টরিতে রাখতে হবে। রুট ডিরেক্টরি হলো আপনার প্রোগ্রামটি কমপিউটারের যে ডিরেক্টরিতে সেভ করা আছে সেটি। command ফাইল ও প্রোগ্রাম লেখা শেষ হলে এবার প্রোগ্রামটি রান করুন চিত্র-৩-এর শেষ দিকের উইন্ডোর মতো একটি উইন্ডো পাবেন। এবার মুখ দিয়ে Start বললে Start buttonটি নিজে নিজেই ক্লিক হয়ে যাবে এবং Start মেনু খুলে যাবে। Start মেনু খুলে যাওয়ার পর Down বলে কর্সারকে নিচে বা up বলে উপরে left বলে বামে, right বলে ডানে সরাতে পারবেন। এভাবে কার্সারকে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে গিয়ে Open

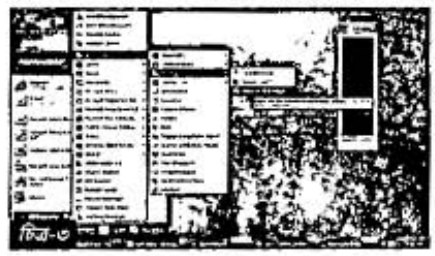
চিত্র-৩

কিংবা run বললে সেটি আপনা আপনি খুলে যাবে। চিত্র-৩ এ দেখানো হয়েছে কার্সারকে ডানে সরিয়ে Windows Media Player খোলার জন্য Command করা হচ্ছে। এভাবে কার্সারকে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। প্রোগ্রামটি আপনারা কমপিউটার জগৎ হতে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

কমান্ড

```
[Grammer]
Type=Cfg
[<Start>]
<Start>=Start
<Start>=Go
<Start>=Up
<Start>=Down
<Start>=Left
<Start>=Right
<Start>=Open
<Start>=Ok
<Start>=Close
<Start>=Exit
```

প্রোগ্রাম

```
Dim Temp As Variant
Private Const KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = &H1
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2

Private Const VK_Backspace = &H8
Private Const VK_Tab = &H9
Private Const VK_Shift = &H10
Private Const VK_Control = &H11
Private Const VK_Alter = &H12
Private Const VK_Pause = &H13
Private Const VK_CapsLock = &H14

Private Const VK_Return = &HD

Private Const VK_Lshift = &HA0
Private Const VK_Rshift = &HA1
Private Const VK_Rcontrol = &HA
Private Const VK_Escape = &H1B

Private Const VK_Space = &H20
Private Const VK_End = &H23
Private Const VK_Home = &H24
Private Const VK_Left = &H25
Private Const VK_Up = &H26
Private Const VK_Right = &H27
Private Const VK_Down = &H28

Private Const VK_Insert = &H2D
Private Const VK_Delete = &H2E

Private Const VK_F1 = &H70
Private Const VK_F2 = &H71
Private Const VK_F3 = &H72
Private Const VK_F4 = &H73
Private Const VK_F5 = &H74
Private Const VK_F6 = &H75
Private Const VK_F7 = &H76
Private Const VK_F8 = &H77
Private Const VK_F9 = &H78
Private Const VK_F10 = &H79
Private Const VK_F11 = &H7A
Private Const VK_F12 = &H7B

Private Const VK_NumLock = &H90
Private Const VK_ScrollLock = &H91

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32.dll"
(ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal
dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Private Sub Form_Load()
Dim FileN As String
FileN = App.Path & "\commands.txt"
SR.Deactivate
SR.GrammarFromFile FileN
SR.Activate
SR.AutoGain = 99
CMD_List
End Sub

Private Sub SR_PhraseFinish(ByVal flags As Long,
ByVal beginhi As Long, ByVal beginlo As Long, ByVal
endhi As Long, ByVal endlo As Long, ByVal Phrase As
String, ByVal parsed As String, ByVal results As Long)
Debug.Print Phrase
If Trim(Phrase) = "" Then
    Exit Sub
Else
    Text2.Text = Trim(Phrase)
    SelMSG (Phrase)
    Process_Message (Trim(Phrase))
End If
End Sub

Function Process_Message(Msg As String)
Select Case (UCase(Msg))
    Case ("CLOSE")
    Call Close_window
    Case ("START")
    Call Start
    Case ("GO")
    Call Start
    Case ("UP")
    keybd_event VK_Up, 0, 0, 0
    keybd_event VK_Up, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    Case ("DOWN")
    keybd_event VK_Down, 0, 0, 0
    keybd_event VK_Down, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    Case ("LEFT")
    keybd_event VK_Left, 0, 0, 0
    keybd_event VK_Left, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    Case ("RIGHT")
    keybd_event VK_Right, 0, 0, 0
    keybd_event VK_Right, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    Case ("OPEN")
    keybd_event VK_Return, 0, 0, 0
    keybd_event VK_Return, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    Case ("OK")
    keybd_event VK_Return, 0, 0, 0
    keybd_event VK_Return, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
    Case ("EXIT")
    End
End Select
End Function

Public Sub Start()
keybd_event VK_Control, 0, 0, 0
keybd_event VK_Escape, 0, 0, 0
keybd_event VK_Down, 0, 0, 0
keybd_event VK_Control, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
keybd_event VK_Escape, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
keybd_event VK_Down, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub
Public Sub Close_window()
keybd_event VK_Alter, 0, 0, 0
keybd_event VK_F4, 0, 0, 0
keybd_event VK_Alter, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
keybd_event VK_F4, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0
End Sub
Function CMD_List()
Dim TxT As String, Temp As String
Open App.Path & "\commands.txt" For Input As #1
Do Until EOF(1)
    Line Input #1, TxT
    Temp = Left(TxT, 8)
    If Temp = "<Start>=" Then
        TxT = Mid(TxT, 9, Len(TxT))
        List1.AddItem TxT
    End If
Loop
Close #1
End Function
Function SelMSG(Msg As String)
Dim Temp As String
Dim I As Integer
For i = 0 To List1.ListCount
    Temp = List1.List(I)
    If Trim(UCase(Temp)) = Trim(UCase(Msg)) Then
        List1.ListIndex = I
        Exit Function
    End If
Next
End Function
```

ফীডব্যাক: redu007@yahoo.com

মাল্টিমিডিয়া আর্ট: প্রযুক্তির ছোঁয়ায় চিত্রশিল্পে এক নতুন মাত্রা

কে. এম. শামীম হায়দার

কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের সৃজনশীলতার নিত্যনতুন পথ দেখাচ্ছে। হালে এ ছোঁয়া লেগেছে চিত্রশিল্পেও। প্রচলিত রং তুলির বদলে চিত্রশিল্পীদের হাতে উঠে এসেছে কমপিউটারের মাউস ও কীবোর্ড। জলরং বা তেল রং ব্যবহারের বদলে মাউস আর কীবোর্ডের মাধ্যমেই রং নির্বাচন করা হচ্ছে স্ক্রিনের কালার প্যানেট থেকে। আর এক্ষেত্রে সাদা কাপড়ের ক্যানভাস বা মোটা কাগজ হয়ে যাচ্ছে মনিটরের সাদা অথবা রঙিন স্ক্রিন। নিপুণ শৈল্পিকতায় কমপিউটার স্ক্রিনে ফুটে উঠছে শিল্পীর মনের ছবি। আর এভাবেই কমপিউটার প্রযুক্তিনির্ভর চিত্রশিল্প বা মাল্টিমিডিয়া আর্ট তৈরি হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। যা গোটা দুনিয়াতে আলোচনার খোরাক হয়েছে ইতোমধ্যেই।

গত ২৭ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বেঙ্গল গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী চিত্রশিল্পী ফিদা হকের একক মাল্টিমিডিয়া আর্ট প্রদর্শনী। মাল্টিমিডিয়া আর্ট বা 'নিউ মিডিয়া আর্ট'-এর অনুসঙ্গ হিসেবে রয়েছে ইনস্টলেশন, অডিও আর্ট, ভিডিও আর্ট, অ্যানিমেশন, ফটোগ্রাফিক আর্ট, টেক্সট আর্ট এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে হার্ডওয়্যার আর্টও। 'নিউ মিডিয়া আর্ট'-এর মূলভিত্তি হলো কমপিউটার প্রযুক্তি। প্রথমে কমপিউটারের সফটওয়্যার ব্যবহার করে আর্টের কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর ওই কাঠামোর উপর নানা রংয়ের শেড বা লেয়ারজুড়ে দিয়ে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের ফেলে দেয়া জিনিসপত্র জুড়ে দিয়ে তৈরি হয় চিত্রশিল্প। এ মাধ্যমে ব্যবহার করা সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অ্যানিমেশনের জন্য 'ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাশ' ও 'একশন স্ক্রিপ্টিং', নিউ মিডিয়া আর্ট বা ফটোগ্রাফির জন্য 'ফটোশপ' বা 'ইলাস্ট্রেটর', ভিডিও আর্টের জন্য 'অ্যাডোবি প্রিমিয়ার' এবং কমপিউটার জেনারেটেড আর্টের জন্য 'পার্ল' ও 'পিএইচপি'।

বর্তমানে সৃজনশীলতার সব মাধ্যমেই মাল্টিমিডিয়া আর্ট প্রয়োগ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাল্টিমিডিয়া আর্ট একেবারেই একটি নতুন বিষয়। আর এ নতুনধারার চিত্রশিল্পে ইতোমধ্যেই হাত পাকিয়েছেন ফিদা হক। অস্ট্রেলিয়াতে এককভাবে বড় বড় চারটি প্রদর্শনী এর বড় প্রমাণ। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারও পেয়েছেন মাল্টিমিডিয়া আর্টিস্ট হিসেবে। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক অনুদানও। যদিও ফিদা হক পুরোদস্তুর 'শিল্পী' হয়েছেন ২০০৩ সাল থেকে। তবে এতদিন কী ছিলেন ফিদা হক? আসুন এ প্রশ্নের উত্তর তার মুখ থেকেই জানা যাক।...."আসলে আর্টিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার একটা স্বপ্ন ছোটবেলাতেই ছিল। ক্লাস ফোরে পড়ার সময়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের কাছে বছর দুয়েক আর্টের তালিমও নিয়েছিলাম। পরে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পাওয়াটাই আমার আর্ট কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে বাদ সাধলো। ১৯৮২ সালে এইচএসসিতে যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করায় বাড়িতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হলো আর্ট কলেজে পা মাড়ানোর ব্যাপারে। সুতরাং ওখানেই ইস্তফা দিতে হলো আর্টের চিন্তাভাবনাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিয়মিত আর্ট চালিয়ে যেতাম সবার অগোচরেই। ওই বছর বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে একই সাথে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচারে পড়ার সুযোগ পাই। কিন্তু দুটো বিষয়ের প্রতি আমার সমান আগ্রহের কারণে আমি কোন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। এরপর ১৯৮৪ সালে তুরস্ক সরকারের বৃত্তি নিয়ে 'মিডিল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে' ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাই। মূলত এখানেই আমার নতুনধারার আর্টের ব্যাপারে আগ্রহ জন্মায়।

ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পাশাপাশি চলে আমার আর্ট নিয়ে ব্যক্তিগত পড়ালেখা। ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষ করার পর তুরস্কের 'বিল্কনেট' ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক্স এ মাস্টার্স শেষ করি। সেখানে বছর দুয়েক আমি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজও করি। এরই ফাঁকে নিউ মিডিয়া আর্ট নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে কাজ শুরু করি। ১৯৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে চলে যাই একজন পুরোদস্তুর 'ইন্টারনেট ওয়েব প্রোগ্রামার' হিসেবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ২০০২ সাল পর্যন্ত কখনো ওয়েব ডেভেলপার, কখনো ওয়েব মাস্টার আবার কখনো 'আর্কিটেক্ট' হিসেবে কাজ করেছি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইটি প্রতিষ্ঠানে। তারপর ২০০৩ সালে সব ছেড়েছুড়ে চলে আসি মাল্টিমিডিয়া আর্টে।"

ফিদা হকের ছবি প্রসঙ্গে সমালোচকরা বলছেন, তার ছবি দেখবার যতটা, ভাববারও ততটা। এবং ক্ষেত্রবিশেষে ছবির পেছনের চিন্তার অনুসন্ধান দর্শকের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে ইনস্টলেশন, অডিও, ভিডিও, ফটোগ্রাফিক বা টেক্সট আর্টের বেশ প্রচলন হয়েছে। এসবে নান্দনিকতার চেয়ে বুদ্ধিমত্তার দিকটাই বেশি আকর্ষণীয় হয়। ফিদা হক কাজ করেছেন আলোকচিত্র ও স্থাপনা শিল্প নিয়ে। তার ছবির নামগুলো দেখলে বোঝা যায়, তিনি বক্রসিক, যেমন 'উই আর জামদানি অ্যানিমেলস', 'অল উই নিড ইজ সাম টেনশন' ইত্যাদি। যেটি যেমন চলছে, তা উল্টো করে দেখলে কেমন দেখায় তা তার দেখতে খুব ইচ্ছে করে। বাংলা চলচিত্রের একটি স্টাইল ছবিতে প্রয়োগ করতে তার আগ্রহ খুব। তিনি অস্ট্রেলিয়ার আছেন বহু বছর ধরে। মন্ডল তৈরি বৌদ্ধ ধর্মের প্রার্থনা প্রক্রিয়া যা একটি আয়াসসাধ্য কাজ। তিনি কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস দিয়ে সাজিয়ে মন্ডল শিল্প নির্মাণে নিজস্ব একটি প্যাটার্ন তৈরি করেছেন তিনি। তার আরেকটি আগ্রহের বিষয় ইসলামিক স্থাপনার নকশাগুলো। পানীয়ের ক্যান কেটে জ্যামিতিক নকশা তৈরি করতে তিনি রীতিমতো সিদ্ধহস্ত। আর এ কারণেই তিনি মাল্টিমিডিয়া আর্টিস্ট হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ইতোমধ্যেই। বাংলাদেশে তার প্রথম প্রদর্শনীর থিম হচ্ছে 'দেবগণ ও রথের কথা'। এ প্রদর্শনীর আয়োজক বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসও তৈরি হলো বাংলাদেশে। সবার প্রত্যাশা, নতুন ধারার এ শিল্প বাংলাদেশে শিল্পানুরাগীদের নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করবে। ফিদা হক ও তার শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন- www.fidahaq.net.au এ ওয়েবসাইটে।

মাল্টিমিডিয়া আর্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফিদা হক বলেন, "আমি মূলত থিম এবং ইস্যু ভিত্তিক আর্ট নিয়ে কাজ করি। যেমন, ঢাকায় আমার প্রদর্শনীতে আমি মূলত রিকশা পেইন্টারদের রিকশার পেছনদিককার আর্ট এবং রিকশা ডেকোরেশন নিয়ে কাজ করেছি। মাল্টিমিডিয়া আর্টের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে থিম বাছাই করি, এরপর সে অনুযায়ী ফটোসেশনের কাজ শেষ করি। সবশেষে কমপিউটার এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেগুলো এডিট করে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি আমার শৈল্পিক ভাবনাকে। আবার মানুষের ফেলে দেয়া জিনিসপত্র দিয়ে জ্যামিতিক নকশা তথা মোগল আমলের ইসলামি নকশা অথবা বৌদ্ধ প্রার্থনা মন্ডল ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রথমে কমপিউটার দিয়ে লেআউট করি। তারপর সেই লেআউটের উপর নকশা করি ফেলে দেয়া ক্যান, ফুল বা ডাবের অবশিষ্টাংশ দিয়ে।"

ফিদা হক ১৯৬৪ সালে। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় ফ্রিল্যান্স মাল্টিমিডিয়া আর্টিস্ট হিসেবে বসবাস করছেন। এরই মধ্যে একক ও যৌথ মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে ১৮টিরও বেশি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। সব প্রদর্শনীতেই দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা পেয়েছেন।

ফীডব্যাক: shamim.hayder@gmail.com

ফ্রী অনলাইন ফাইল হোস্টিং সাইটের সর্বোত্তম ব্যবহার

নিগার সুলতানা

যারা নিয়মিত ই-মেইল অ্যাকাউন্ট চেক করেন না, বা যারা সবসময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন, তারা প্রায়ই অন্যদের সাথে ফাইল, ডকুমেন্ট, হোম ভিডিও, ভয়েস রেকর্ডিং, মিউজিক বা ফটোগ্রাফ ইত্যাদি শেয়ার করার ক্ষেত্রে নিশ্চয় হতশায় ভোগেন? কীভাবে শত শত লোকের কাছে বিপুলসংখ্যক ফাইল শেয়ার করবেন, তা নিয়ে আপনাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয় নিশ্চয়? কেননা, এমন অবস্থায় অপটিক্যাল মিডিয়া তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। অথচ এর সমাধান খুবই সহজ। ফাইল হোস্ট করুন এবং লিঙ্কগুলো ডিসট্রিবিউট করুন, যাতে করে ফোন কল, এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে লোকজন সেগুলো যেকোন জায়গা থেকে সুবিধাজনকভাবে ডাউনলোড করতে পারেন। এর ফলে নিশ্চিত থাকতে পারবেন, আপনার ই-মেইল বাউন্স করবে না কিংবা ই-মেইল গ্রহীতার ইনবক্স ব্লগ করবে না। তাছাড়া কাউর ই-মেইল অ্যাকাউন্ট আছে কি নেই তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না।

ফাইল শেয়ারিং ছাড়াও আপনি জটিল ধরনের ডাটার ব্যাকআপের জন্য অনলাইন ব্যাকআপও তৈরি করতে পারবেন। এ সাইটগুলোর অনলাইন হোস্টিং স্পেস এক গিগাবাইট-এর উপর। সুতরাং ডাটার সাইজ কত, তা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

ফাইল হোস্টিং কি?

ফাইল হোস্টিং বলতে বোঝায়-যেসব ফাইল অনলাইন হোস্ট বা সার্ভার আপলোড করা যায় এবং যেগুলো কমপিউটার ব্যবহার করে ইন্টারনেট এক্সেসের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে ডাউনলোড করা যায়, তাকে ফাইল হোস্টিং বলে। হোস্টিং সার্ভার হলো সুপার-ফাস্ট কমপিউটার, যাদের রয়েছে টেরাবাইট স্টোরেজ স্পেস এবং অতি উচ্চগতি কনস্ট্যান্ট ইন্টারনেট সংযোগ। সুতরাং হোস্টিং সার্ভারের জন্য অবশ্যই দরকার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর কমপিউটার। লাখ লাখ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, টেরাবাইট ফাইল ও যুগপৎভাবে হাজার হাজার আপলোড ও ডাউনলোডসহ নিয়ন্ত্রণ করা এক অতিদুষ্কর কাজ। শুধু তাই নয়, এ ধরনের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় সারা দিন, মাসব্যাপী বছরের পর বছর ধরে।

ফাইল হোস্টিং সাইটের ফিচার

ওয়ান-ক্লিক হোস্টিং: ওয়ান-ক্লিক হোস্টিং ওয়েব হোস্টিং সাইটের মতো নয় যেগুলো ওয়েবসাইট হোস্টিংয়ের জন্য নিয়োজিত থাকে এবং বেশির ভাগ ফাইল হোস্টিং সাইটের জন্য রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই। উপরন্তু এটি 'One click hosting' নামে একটি চমৎকার সুবিধা দেয়। এখানে ব্যবহারকারীকে ফাইল নির্দিষ্ট করে আপলোড বাটনে ক্লিক করতে হয় হোস্ট সার্ভারে ফাইল আপলোড করার জন্য। ফাইল আপলোড হবার পর সাইট রিটার্ন করে একটি ইউআরএল যা অন্যদের দেয়া যেতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তারা সেই ফাইলটি ডাউনলোড করতে পারবেন। কোন কোন হোস্টিং সাইটে একটি ফিল্ড থাকে, যেখানে আপনি কোন ব্যক্তির ই-মেইল এড্রেস নির্দিষ্ট করতে পারেন। বিশেষ করে যারা আপলোড করা ফাইলের ইউআরএল সেন্ড করতে চান। ওয়ান-ক্লিক হোস্টিং সাইটে ফাইল ডিলিটিং প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ। ইউআরএল সহযোগে ফাইল ডিলিট করলে আপনি ফাইল ডিলিট করার জন্য একটি ইউআরএল পাবেন। এক্ষেত্রে লিঙ্কে ক্লিক করলে ফাইল ডিলিট হবে।

ফাইলের সাইজ বড়? কোন সমস্যা নেই!

ফাইলের সাইজ বড় হয়ে গেলে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পরেন। ফাইলটি পড়ে সেভ করা যাবে কিনা, তা নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পরেন। ব্যবহারকারীদের এ সংশয় দূর করতে রয়েছে বেশ কয়েকটি ফাইল হোস্টিং সাইট। এ সাইটগুলো ২০-৪০ মে.বা.-এর কোন একক ফাইলকে হোস্টিং-এর সুবিধা দিয়ে থাকে, আবার কোন কোন সাইট রয়েছে যেগুলো সর্বোচ্চ ১.৫ গি.বা.-এর কোন একক ফাইলকে আপলোড করার সুবিধা দিয়ে থাকে। ওয়ান ক্লিক হোস্টিং সাইট কোন একক ফাইলকে আপলোড করার সুবিধা দেয়। তাই এই বিশাল স্পেসকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবহারকারীরা বড় ধরনের কোন একক মিউজিক ও ভিডিও ফাইল আপলোড করে নিতে পারেন অনায়াসে। এছাড়া কিছু কিছু সাইট রয়েছে, যেগুলো মাল্টিপল ফাইল সাপোর্টিং ফিচার সম্বলিত।

স্টোরেজের মেয়াদ: ফাইল আপলোডের পর প্রদত্ত স্টোরেজের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে হোস্টিং সাইটের দেয়া শর্তানুযায়ী কমপক্ষে একবার ডাউনলোড করতে হবে। যদি আপনি কিছু দিনের জন্য কোন ফাইলকে শেয়ার করতে চান, তবে তার কিছু সাইট রয়েছে- যেখানে এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য স্টোরেজ সুবিধা পাবেন।

অনলাইন ফটোঅ্যালবাম: যদি আপনার কোন ছবি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শেয়ার করতে চান, তার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো অনলাইন ফটোঅ্যালবাম তৈরি করা। আর এজন্য আপনাকে ইমেজ আপলোড করে লিঙ্ক শেয়ার করতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আপনাকে এজন্য কোন এপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে না।

ফাইল হোস্টিং বনাম ই-মেইল

যদিও প্রধান প্রধান ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল সার্ভিস প্রোভাইডার যেমন হটমেইল, ইয়াহু, ব্যাপক স্টোরেজ স্পেস অফার করে, তারপরও ফাইল হোস্টিং সার্ভিসের মাধ্যমে অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া যায় নিচে বর্ণিত কারণে:

- ফাইল হোস্টিং ওয়েব মেইলের মতো নয় যার ফাইল সাইজ সর্বোচ্চ কয়েক মে.বা.এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ফাইল হোস্টিং ব্যবহার করে আমরা ১ গি.বা.-এর ফাইল আপলোড করতে পারি।
- যখন কোন বড় এটাচমেন্টযুক্ত ই-মেইলকে একাধিক ই-মেইল গ্রহীতার কাছে পাঠানোর সময় একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস টাইপ করতে ভুলে যায়, তখন নিশ্চয় আপনার কলটি কোন সমস্যায় সম্মুখীন হবে। এ অবস্থায় যদি আপনার সেন্ড করা মেইলের কপি থাকে তাহলে আপনাকে পুনরায় সম্পূর্ণ ই-মেইলটি ফরওয়ার্ড করতে হবে। এক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে, যদি আপনি হোস্টেড ফাইলের লিঙ্ক উল্লেখ করেন।
- ভিডিও বা উচ্চ রেজ্যুলেশনের ইমেজগুলোর জন্য আপনার ই-মেইল অ্যাকাউন্টে জন্য প্রচুর স্পেস দরকার। এ ধরনের ফাইলগুলোর জন্য কিছু দিনের মধ্যে আপনার ইনবক্স পরিপূর্ণ হয়ে জ্যাম হয়ে যাবে। এ ধরনের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া যায় ফাইল হোস্টিংয়ের মাধ্যমে। তাই ভিডিও বা উচ্চ রেজ্যুলেশনের জন্য কতটুকু স্পেস দরকার তা জেনে নিন।
- যদি আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মীসহ অন্যদের সাথে ফাইল শেয়ার করতে চান, তাহলে আপনাকে ই-মেইল অ্যাড্রেস মনে রাখতে হবে। কিন্তু সবার মেইল অ্যাড্রেস মনে রাখা সব সময় সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল সমাধান হলো ফাইলের লিঙ্ক উল্লেখ করা।
- হোস্ট থেকে ফাইল আপলোডিং বা ডাউনলোডিংয়ের জন্য ইউজারদের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

www.gboto.com

(বাকি অংশ ৬১ পৃষ্ঠায়)

ফ্রী অনলাইন স্টোরেজ সাইট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

ওয়েবসাইট	ওয়ান-ক্লিক হোস্টিং	ক্যাপাসিটি	ফাইলটাইপ	সর্বোচ্চ সাইজ	ইমেজ গ্যালারি	মেয়াদ
www.mytempdir.com	-	৪০ মে.বা	সব ধরনের	৪০ মে.বা.	-	২১ দিন
www.rapidshare.de	-	১০০ মে.বা.	-	১০০	-	অনির্দিষ্ট
www.sendespace.com	-	১.২ গি.বা.	-	১.২ গি.বা	-	অনির্দিষ্ট
www.webfilehost.com	-	অসীম	Zip.rar. ইত্যাদি	১০ মে.বা	-	৩০ দিন
www.upload2.net	-	-	সব	২৫ মে.বা.	-	১ বৎসর
www.zshare.net	-	১০০ মে.বা.	সব	১০০ মে.বা.	-	-
www.yousendit.com	-	১ গি.বা.	সব	১ গি.বা.	-	অসীম
www.filefactory	-	১.৫ গি.বা.	সব	১.৫ গি.বা.	-	অসীম
eng.webfile.ru	-	২০ মে.বা.	সব	২০ মে.বা.	-	৭ দিন
www.uploading.com	-	৩০০ মে.বা.	সব	৩০০ মে.বা.	-	অসীম
www.gfoto.com	-	১ গি.বা.	ইমেজ	-	-	অসীম
www.putfile.com	-	অসীম	ইমেজ, অডিও, ভিডিও প্লাস কনটেন্ট	২৫ মে.বা.	-	অসীম

নিরাপদ ব্রাউজার: মজিলা ফায়ারফক্স ও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সটেনশন

অরিজিত দাস

বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার হলো মজিলা ফায়ারফক্স। এটি ফ্রী ওপেন সোর্স। যে কেউ মডিফাই করতে পারে। একাধিক অপারেটিং সিস্টেমে চলে এবং গ্রাফিক্যাল ওয়েব ব্রাউজার। হ্যাকার, স্প্যামার, স্পাইওয়্যার, ট্রোজান হর্স ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে সবচেয়ে নিরাপদ ব্রাউজারের কথা বললে সবার আগে আসে মজিলা ফায়ারফক্সের নাম। ওপেন সোর্স হবার কারণে সারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রোগ্রামার, সেচ্ছাসেবক প্রতিনিয়ত এর উন্নয়নে (বাগ ফিক্সিং, সিকিউরিটি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং ফায়ারফক্সকে সমৃদ্ধশালী করছেন।

প্রাথমিক অবস্থায় মজিলা ফায়ারফক্সের নাম ছিল মজিলা ব্রাউজার। পর্যাপ্ত উন্নয়নের পর সেপ্টেম্বর, ২০০২-এ ফনিক্স নামে একে জনসাধারণের মাঝে ব্যবহার করার জন্য ছাড়া হয়। ২০০৩ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ ছিল এ নাম। ফনিক্স টেকনলজিস্টদের আপত্তির কারণে তা পরিবর্তন করে এরপর এর নতুন নাম দেয়া হয় ফায়ারবার্ড। কিন্তু তাও ফায়ারবার্ড ডাটাবেজের সার্ভারের সাথে মিল থাকায় মজিলা কর্তৃপক্ষকে সে নামও বাতিল করতে হয়। সবশেষে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে এর নাম মজিলা ফায়ারফক্স (সংক্ষেপে ফায়ারফক্স) ঠিক করা হয়।

ফায়ারফক্সের রয়েছে সব সুবিধা, যা আপনি উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে পেয়ে থাকেন এবং এছাড়া এর রয়েছে বাড়তি অনেক বেশি সুবিধা। আপনি যদি এর টুলস মেনু থেকে অপশন মেনুতে ক্লিক করেন, তাহলে একটি বক্স আসবে। এখান থেকে আপনি পছন্দ অনুযায়ী সেটিং ঠিক করে নিতে পারবেন।

এ লেখায় ফায়ারফক্সের কিছু এক্সটেনশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আপনার পিসিকে নিরাপদ রাখবে এবং আপনার ব্রাউজিং কার্যক্রমকে করবে দ্রুত, স্বাচ্ছন্দময় ও ঝামেলামুক্ত।

ফ্ল্যাশব্লক

রিলিজ ডেট: ০৫ জানুয়ারি, ২০০৬

ওয়েবসাইট ব্রাউজ করার সময় অনেকক্ষেত্রেই ফ্ল্যাশ এনিমেটেড ক্লিপ থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো অপ্রয়োজনীয়, বিরক্তিকর এবং ওয়েবসাইটটি পুরোপরি লোড হতে অনেক সময় লাগিয়ে দেয়। ফ্ল্যাশব্লক আপনাকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে অর্থাৎ পুরো সাইটটি লোড হবে, কিন্তু ফ্ল্যাশ এনিমেটেড ক্লিপগুলো দেখাবে না। আর আপনি যদি তা দেখতে চান, তাহলে ক্লিক করলেই হবে।

সুবিধা: উন্নততর ফ্ল্যাশ ব্লকিং: ফ্ল্যাশ মেনুতে Remove this flash-এর সুবিধা; নানা ধরনের বাগ ফিক্সিং; *রিকোয়ারমেন্ট:* ফায়ারফক্স 1.5b2-1.6a1

অ্যাডব্লক

রিলিজ ডেট: ১৫ জানুয়ারি, ২০০৬

অনেক ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষই তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোম্পানির নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। এটা তাদের জন্য লাভজনক হলেও আপনার জন্য বিরক্তিকর ও অর্থহীন। এগুলো লোড হতে সময়ও নেয় বেশি। তাই আপনার সমস্যার জন্য ফায়ারফক্সের সমাধান হচ্ছে অ্যাডব্লক।

অ্যাডব্লক + নাইটি ৪২: বাগফিক্স আপডেট: এক্সট্রা ইন্টারসেপ্ট ডিজাবল করা, মেমরি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।

অ্যাডব্লক + নাইটি ৪১: স্ট্যাটাস এলিমেন্টের সাথে মেনু যুক্তকরণ, ফিল্টার এডিট বাটন "List All, Block all" যুক্ত করা, ক্লিক ইমপোর্টের প্রয়োজনীয়তা দূরী করা।

অ্যাডব্লক + নাইটি ৪০: ওয়েটলিস্টিং যুক্ত করা, যাতে পুরো সাইট অথবা আলাদা আলাদা এলিমেন্ট ফিল্টার করা যায়।

ফিল্টারের জন্য ক্লিক ইমপোর্ট যুক্ত করা। ওয়েট লিস্টেড সাইট ও পেজগুলো ছয় মাস পরপর আপনাআপনি মুছে যায়, যদি তা ব্যবহার না করা হয়। *রিকোয়ারমেন্ট:* ফায়ারফক্স 0.7-1.6a1

অ্যাডব্লক প্লাস

অ্যাডব্লক প্লাসও অ্যাডব্লকের মতো বিভিন্ন অ্যাড ও ব্যানার যা ডাউনলোড হতে অনেক সময় নেয়া এবং তা বন্ধ করার কাজে ব্যবহার হয়। অ্যাডব্লক প্লাস ইনস্টল করলে অ্যাডও ব্যানারের ঝামেলা হতে আপনি মুক্ত। ব্যানারে রাইট ক্লিক করে অ্যাডব্লক সিলেক্ট করলে ব্যানারটি আর ডাউনলোড হবে না। অন্য উপায়েও এটি করা যায়। সাইডবারে অ্যাডব্লক প্লাস সিলেক্ট করলে পেজের সমস্ত ব্যানারগুলো দেখা যাবে এবং আপনি ইচ্ছেমত সিলেক্ট করতে পারবেন। এছাড়া ফিল্টার ও রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ব্যানার ফাক্টরিও ব্লক করা যায়।

ইনস্টল-১০১ কে.বি., ফায়ারফক্স: 0.7x-1.6a1

অ্যাডব্লক ফিল্টাররিসেট জি আপডেটার

এ এক্সটেনশনটি নিজে থেকেই ৪-৭ দিন পরপর ফিল্টাররিসেট জি এর লেটেস্ট ভার্সনটি ডাউনলোড করে নেয়। অ্যাড ব্লক করার জন্য চমৎকার এক ফিল্টাররিসেট ব্যবহার করা হয় এতে। এগুলো ছাড়াও আপনি পছন্দমত নিজস্ব ফিল্টাররিসেট তৈরি করতে পারবেন, যা আপডেট করার সময় তা কার্যকর হবে। কোনো ধরনের সমস্যা বা ঝামেলা হলে ফোরামের সহায়তা নিতে পারবেন। ফোরামের ঠিকানা: http://forum.pierceive.com/.

ফিচারগুলো: কয়েকদিন পরপর নিজে থেকে আপডেট সম্পাদন করে; ফিল্টাররিসেট জি ওয়েট লিস্ট বেটা ইচ্ছেমত সিনক্রোনাইজ করা যায়; নিজস্ব ফিল্টার সেট তৈরি করা যায়; মেনু থেকে ইউজার ফিল্টার লিস্ট ম্যানেজমেন্ট করা যায়

ইনস্টল-৭৫ কে.বি., ফায়ারফক্স: 0.7-1.6a1

বু ফ্রগ এন্টি স্প্যাম

স্প্যাম মেইলের ঝামেলায় যাদের পড়তে হয়, তাদের কথা চিন্তা করেই এ এক্সটেনশনটি আবির্ভাব। বু ফ্রগ কার্যকরভাবে স্প্যামের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং মেইল অ্যাকাউন্টকে রক্ষা করে। এটি জিমেইল, ইয়াহু ও হটমেইলের অ্যাকাউন্টকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্প্যাম মুক্ত করে। আপনার স্প্যাম বু সিকিউরিটি এক্সপার্টরা আইডেন্টিফাই করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। যারা স্প্যাম ছড়ায় তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয় এবং আপনার আইডেন্টিটি গোপন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ পাঠায়।

ইনস্টল-১১ কে.বি., ফায়ার ফক্স: 0.7–1.6a1

(শুধু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য)

ক্লাম ইউন এন্টিভাইরাস গ্লু ফর ফায়ারফক্স

প্রত্যেক ডাউনলোড করা ফাইল এই এক্সটেনশন নিজে থেকে স্ক্যান করে এবং সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করে। এটি একটি কার্যকর এন্টিভাইরাস।

ক্লিয়ার প্রাইভেট ডাটা... (অ্যাডঅন)

কনটেক্সট মেনু থেকে প্রাইভেট ডাটা মুছে ফেলা যায় এ এক্সটেনশনের সাহায্যে। এটি অপশোনাল টুলবার হিসেবে ফায়ারফক্সে ব্যবহার করা যায়। এর জন্য দরকার ন্যূনতম ফায়ারফক্সের ভার্সন ১.৫।

ডাচব্লক

ডাচব্লক ০.৩০ একটি নতুন এক্সটেনশন এবং অ্যাডব্লক বা অ্যাডব্লক এক্সটেনশনের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। এটি প্রতি সপ্তাহে সর্বশেষ ব্লকলিস্ট উদ্ধার করে যার সাহায্যে সমস্ত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বন্ধ করা যায় সমস্ত ব্লকলিস্টের একটা রেকর্ড থাকে, যা পরবর্তী সময়ে অ্যাডব্লকের কাজকে আরো দ্রুততর করে।

ইনস্টল-১৫ কে.বি., ফায়ারফক্স: ১.৫-১.৬a১

নো স্ক্রিপ্ট

রিলিজ ডেট: ২৬ জানুয়ারি, ২০০৬

এটি আপনার ব্রাউজার ও সিস্টেমকে নানা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এর সাহায্যে আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট, জাভা ও অন্যান্য প্লাগইন শুধু নির্ভরযোগ্য ডোমেইন থেকে আপনার পছন্দমতো চালাতে পারবেন।

ফিচার: জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজারের ইচ্ছেমতো চলবে; নতুন Ping লিঙ্ক অকার্যকর করে দেয়া হয়েছে; *রিকোয়ারমেন্ট:* ফায়ারফক্স: 1.0-1.6a1

কুকি বাটন

রিলিজ ডেট: ০৩ মার্চ, ২০০৬

এই এক্সটেনশন কুকির অনুমতির জন্য সহজ এক্সেস সৃষ্টি করে। একটি বাটন ফায়ারফক্স টুলবারে স্থাপন করা হয়, যার সাহায্যে বর্তমান পেজের জন্য কুকি বা অনুমতি সহজে পরিবর্তন করা যায়।

ইনস্টল-৫৩ কে.বি., ফায়ারফক্স: ১০-১.৬a১

ক্র্যাশ রিকোভারি

কোনো কারণে আপনার সিস্টেম ক্র্যাশ করলে এর সাহায্যে আপনার সিস্টেমের ভিজিটেড পেজগুলো আবার দেখতে পাবেন। এটি শুধু সিস্টেম ক্র্যাশ করলে আপনার কাজে আসবে, যার কারণে একে বলা হচ্ছে Install and forget এক্সটেনশন।

ইনস্টল-২১ কে.বি., ফায়ারফক্স: ১.৫–১.৫.০

ডিসট্রাস্ট

আপনার সার্ফিং ট্রেইলগুলো এই এক্সটেনশন হাইড বা লুকিয়ে রাখবে। এটি অন করা অবস্থায় থাকলে ফায়ারফক্সের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। আর অফ করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিস্ট্রি, ক্যাশ ও কুকি মুছে ফেলবে যার ফলে কোন রেকর্ড থাকবে না। ব্রাউজ করা পেজগুলোর আরো জানার জন্য যেতে পারেন:

http://www.ghess.com/distrust/

ইনস্টল-১৫ কে.বি., ফায়ারফক্স: ১.০-১.৬a1

ইমেল নটিফায়ার টুলবার

শক্তিশালী এই ফায়ারফক্স টুলবারের সাহায্যে আপনি যেকোন ওয়েব ডাইরেক্টরি থেকে আপনার প্রিয় ই-মেইল একাউন্ট (জিমেইল, ইয়াহু, হটমেইল, পপ থ্রি একাউন্ট) এক্সেস করতে পারবেন। এতে আপনি ইচ্ছেমতো ই-মেল একাউন্ট যোগ করতে পারবেন এবং সহজেই তা ম্যানেজ করতে পারবেন। এছাড়া রয়েছে প্রাইভেসি বাটন, যার সাহায্যে সহজে ক্যাশ, কুকি ও হিস্ট্রি মুছে ফেলতে পারবেন।

ইনস্টল-৭৮ কে.বি., ফায়ারফক্স: ১.০-১.৫.০*

*(বাকি অংশ ৮৮ পৃষ্ঠায়)

উইন্ডোজ ট্রাবলশুটিং

মোঃ লাকিতুল্লাহ প্রিন্স

আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি কমপিউটার ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে উইন্ডোজ ব্যবহার করেন। এখন পর্যন্ত উইন্ডোজের সর্বশেষ ভার্সনটি হলো উইন্ডোজ এক্সপি। আগামী বছরের মধ্যে আসছে উইন্ডোজ ভিসতা। এক্সপিতে কাজ করতে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ছোটখাটো অনেক সমস্যাই সামান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে সারিয়ে তোলা যায়। এ লেখায় উইন্ডোজ এক্সপি সংশ্লিষ্ট কিছু সমস্যা এবং এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'উইন্ডোজ হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট' এরর: উইন্ডোজে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট সম্পর্কিত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। রেজিস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এধরনের সমস্যা হতে পারে। এর ফলে একটি এরর মেসেজ: Windows cannot find HELPCTR.EXE দেখা যাবে। এ ত্রুটি সমাধানের জন্য প্রথমে Start → Run এ যান। এখানে Regedit লিখে এন্টার চাপলে রেজিস্ট্রি এডিটর উইন্ডো খুলবে। এবার এখান থেকে HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\HELPCTR.EXE যান। এখানে HELPCTR.EXE কী (Key) না থাকলে, রাইট ক্লিক করে HELPCTR.EXE লিখে নতুন কী তৈরি করুন। এখানে ভ্যালু হিসেবে C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.exe লিখুন। সবশেষে ওকে করে বের হয়ে আসুন এবং পিসি রিস্টার্ট করুন।

'ত্রুটিপূর্ণ ডিভাইস ড্রাইভার' শনাক্ত করা: কোনো ডিভাইস ড্রাইভারে সমস্যা দেখা দিলে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা জরুরি। এক্সপিতে ডিভাইস ড্রাইভারগুলো (যেমন: অডিও, ভিডিও বা প্রিন্টার) সম্পর্কে জানা, আবার বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ ড্রাইভারগুলো শনাক্ত করা সহজ। এজন্য Start → Run-এ গিয়ে verifier লিখে এন্টার দিন। Driver Verifier Manager উইন্ডো খুলবে। এখানে Select a task থেকে একটি অপশন সিলেক্ট করে Next-এ ক্লিক করুন। এরপর Select what drivers to verify থেকে একটি অপশন সিলেক্ট করে Next-এ ক্লিক করলে চেকিং শুরু হবে। এখানে বিভিন্ন অপশন থেকে যা প্রয়োজন অর্থাৎ যেভাবে কাজটি করতে চাইছেন সেটা সিলেক্ট করে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ডিভাইস ড্রাইভারের ত্রুটি শনাক্ত করা যায়।

কার্নেল NTOSKRNL ক্ষতিগ্রস্ত হলে: যদি এধরনের এরর মেসেজ দেখায় যে, NTOSKRNL মিসিং বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাহলে উইন্ডোজ এক্সপি নতুন করে ইনস্টল না করেও ত্রুটি সারানো যায়। এজন্য প্রথমে সিডিরম'কে ফাস্ট বুট ড্রাইভ হিসেবে নির্ধারণ করুন। এরপর এক্সপির বুটেবল সিডি থেকে পিসি বুট/চালু করুন। প্রথমে রিপেয়ার অপশনে Repair-এর জন্য R চাপুন। আপনার পিসিতে যদি একাধিক উইন্ডোজ ইনস্টল করা থাকে, তাহলে সেটির লোকেশনের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর (১, ২ ইত্যাদি) চাপতে হবে। পিসি'র যে উইন্ডোজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটির জন্য সংশ্লিষ্ট নম্বর চাপুন, তবে সাধারণভাবে নম্বরটি ১ হয়। এ পর্যায়ে কমান্ড প্রম্পটের স্ক্রিন আসবে। পিসি'র সিডিরম ড্রাইভের জন্য I-I: লিখে এন্টার দিন। এখানে ধরে নেয়া হয়েছে H সিডিরম ড্রাইভ। ডিরেক্টরি পরিবর্তনের জন্য CD i386 লিখে এন্টার দিন। এরপর কমান্ড প্রম্পটে লিখুন, expand ntkrnlmp.ex_ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe তারপর এন্টার চাপুন। এখানে ধরা হয়েছে উইন্ডোজ C ড্রাইভে ইনস্টল করা রয়েছে। অন্যকোন ড্রাইভ যেমন, D-তে উইন্ডোজ ইনস্টল করা থাকলে C:\Windows-এর জায়গায় D:\Windows হবে। সিডিরম হতে সিডি বের করুন। এরপর কমান্ড প্রম্পটে exit টাইপ করে এন্টার দিয়ে বের হয়ে আসুন।

পাসওয়ার্ডের মেয়াদোত্তীর্ণতা রোধ করা: এক্সপিতে কোন কোন ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডের

চিত্র-১

মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। পিসি'র সব ইউজারের জন্য এ সমস্যা সমাধানের জন্য Start » Run-এ net accounts /maxpwage:unlimited লিখে এন্টার দিন।

আবার যদি your password is about to expire জাতীয় এরর মেসেজ দেখতে পান, তবে একটি সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। My Computer আইকনে রাইট ক্লিক করে মেনু থেকে Manage সিলেক্ট করুন। 'কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট' নামে একটি উইন্ডো খুলবে। উইন্ডোর বাম অংশে Local Users and Groups / Users-এ যান। যে ইউজারের জন্য পরিবর্তন করতে চান, তার নামের ওপর রাইট ক্লিক করুন। মেনু থেকে Properties সিলেক্ট করুন। General ট্যাবের অধীনে Password never expires অপশনটি চেক করে ওকে করুন।

NTLDR বা NTDETECT.COM ফাইলগুলো হারিয়ে গেলে: উইন্ডোজ এক্সপিতে NTLDR বা NTDETECT.COM ফাইলগুলো হারিয়ে গেলে পিসি বুট হতে পারে না। স্ক্রিনে ফাইল মিসিং বা করাপ্ট সম্পর্কিত মেসেজ প্রদর্শিত হয়। এধরনের সমস্যা হলে সাধারণত নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু অপরেটিং সিস্টেম ইনস্টল না করেও সমস্যাটির সমাধান করা যায়। পিসিতে উল্লিখিত ফাইলগুলোর মিসিং বা করাপ্ট মেসেজ দেখালে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করুন:

সিডিরমে এক্সপির বুটঅ্যাবল সিডি প্রবেশ করান। তারপর সেটিকে বায়োস থেকে ফাস্ট বুট ডিভাইস নির্বাচনের মাধ্যমে সিডি থেকে পিসি বুট করুন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি স্ক্রিন আসবে, যেখানে পরবর্তী কাজের নির্দেশনা থাকবে। রিপেয়ার অপশনের জন্য R চাপুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আপনার পিসিতে যদি একাধিক অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে তাহলে ক্রমিক নম্বর দিয়ে সেগুলো দেখাবে।

এখানে যে উইন্ডোজে সমস্যা রয়েছে তার ক্রমিক নম্বর দিয়ে এন্টার দিন। সাধারণভাবে এই নম্বরটি ১ হয়।

এ পর্যায়ে এসে আপনার করাপ্টেড এক্সপির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডটি দিয়ে এন্টার চাপুন।

কমান্ড প্রম্পটের মতো স্ক্রিন আসবে সেখানে COPY X:\i386\NTLDR Y:\ লিখে এন্টার দিন, যদি NTLDR ফাইলটি মিসিং হয়। আর NTDETECT ফাইলটি মিসিং হলে, COPY X:\i386\NTDETECT Y:\ লিখে এন্টার দিন। এখানে X দিয়ে পিসির সিডিরম ড্রাইভ আর Y দিয়ে যে ড্রাইভে করাপ্টেড উইন্ডোজ রয়েছে তা বোঝানো হয়েছে।

কাজ শেষ হলে EXIT লিখে এন্টার দিন, এরপর সিডি বের করে পিসি রিস্টার্ট করুন।

'সার্চ কম্প্যানিয়ন' এরর: পিসিতে অনেক ফাইলের মধ্য থেকে কোন নির্দিষ্ট ফাইল খুঁজে পেতে সার্চ অপশন ব্যবহার করা হয়। সার্চ করার সময় যদি A File That Is Required to Run Search Companion Cannot Be Found-এরর মেসেজ দেখায় তবে একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখতে পারেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে এক্সপিতে লগইন করুন। এবার Start » Run-এ যান। খালি ঘরে %systemroot%\inf লিখে এন্টার দিন। inf ফোল্ডারের Srchasst.inf ফাইলের ওপর রাইট বাটন ক্লিক করুন। মেনু থেকে Install অপশন সিলেক্ট করুন।

প্রয়োজনীয় ফাইল অপরিবর্তিত রেখে এক্সপি পুনরায় ইনস্টল করা: বিভিন্ন সমস্যার কারণে উইন্ডোজ এক্সপি রিইনস্টল করার প্রয়োজন পরে। নতুন করে এক্সপি ইনস্টল করা হলে আগে ইনস্টল করা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা উইন্ডোজ সেটিংস নষ্ট হয়ে যায়। তবে এগুলো অপরিবর্তিত রেখে এক্সপি ইনস্টল করা যায়। এজন্য এক্সপি'র সোর্স ফাইলগুলোর লোকেশনে যান। এখানে অবস্থিত i386 ফোল্ডার খুলুন। এ ফোল্ডার থেকে winnt32.exe সিলেক্ট করে এন্টার দিন। এরপর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।

HAL.DLL ফাইল ক্ষতিগ্রস্ত হলে: পিসি চালাতে গিয়ে যদি 'HAL DLL ফাইল ইজ মিসিং অর করাপ্ট' ধরনের কোন এরর মেসেজ প্রদর্শিত হয়, তবে নিম্নরূপে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

১) সিডিরমে এক্সপির বুটঅ্যাবল সিডি প্রবেশ করান। তারপর সেটিকে বায়োস হতে ফাস্ট বুট ▶

ডিভাইস নির্বাচনের মাধ্যমে সিডি থেকে পিসি বুট করুন।

২) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি স্ক্রিন আসবে, যেখানে পরবর্তী কাজের নির্দেশনা চাইবে। রিপেয়ার অপশনের জন্য R চাপুন। এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

৩) পিসিতে যদি একাধিক অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে, তাহলে ক্রমিক নম্বর দিয়ে সেগুলো দেখাবে। এখানে যে উইন্ডোজে সমস্যা রয়েছে তার ক্রমিক নম্বর দিয়ে এন্টার দিন। সাধারণভাবে এই নম্বরটি ১ হয়।

৪) এ পর্যায়ে এসে আপনার করাপ্টেড এক্সপি'র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড চাইতে পারে। এক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডটি দিয়ে এন্টার চাপুন।

৫) কমান্ড প্রম্পটের মতো স্ক্রিন আসবে। BOOT.INI ফাইলের বর্তমান এন্ট্রি দেখার জন্য স্ক্রিনে, bootcfg /list লিখে এন্টার দিন।

৬) রিপেয়ার করার জন্য লিখুন bootcfg /rebuild এরপর এন্টার চাপুন।

৭) সবশেষে exit লিখে এন্টার দিন এবং সিডিরম থেকে সিডি বের করে নিন।

শাটডাউন করার পরও পাওয়ার অফ না হলে: মাঝেমধ্যে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে, পিসি শাটডাউন করেছেন অথচ পাওয়ার অফ হচ্ছে না। এধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় রেজিস্ট্রি এডিট করার প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য প্রথমে Start → Run-এ যান। Run-এ Regedit লিখে এন্টার দিন। রেজিস্ট্রি এডিটর উইন্ডো খুলবে। এবার HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop-এ ক্লিক করুন। ডান পাশ থেকে কী (Key) এডিট করে PowerOffActive দিন এবং এর ভ্যালু নির্ধারণ করুন ১। সবশেষে ওকে করে বের হয়ে আসুন এবং পিসি রিস্টার্ট দিন।

Autoexec.nt বা Config.nt এরর: যদি এধরনের একটি এরর, The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application, পিসির স্ক্রিনে দেখা যায়, তাহলে Autoexec.nt বা Config.nt ফাইলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে।

যদি C ড্রাইভে উইন্ডোজ ইনস্টল করা থাকে, তবে C:\windows\repair ফোল্ডার থেকে এই ফাইলগুলো কপি করে C:\windows\system32 ফোল্ডারে পেস্ট করুন। সবশেষে পিসি রিস্টার্ট করুন।

পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া সমস্যা রোধে রিকভারি ডিস্ক তৈরি: এক্সপিতে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একাউন্টের পাসওয়ার্ড জানা না থাকলে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এক্সপি'র ইউজার একাউন্টে দেয়া পাসওয়ার্ড ভুলে গেলেও কোন সমস্যা নেই, যদি একটি পাসওয়ার্ড রিকভারি ডিস্ক তৈরি করা থাকে। বারবার একাউন্ট পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করলেও কোন সমস্যা হবে না। নিরাপত্তার জন্য কিছুদিন পরপর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা উচিত। আর এভাবে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করলে ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এই পাসওয়ার্ড রিকভারি ডিস্ক। এজন্য ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভে ভালো একটি ফ্লপি ডিস্ক প্রবেশ করান। এরপর Start → Control Panel → User Accounts এ যান। আপনার ইউজার নেম এ ক্লিক করুন। বাম পাশে Related Tasks-এর Prevent a forgotten password-এ ক্লিক করুন। Forgotten Password Wizard নামে একটি উইন্ডো খুলবে। এরপর Next → Next ক্লিক করলে খালি একটি জায়গা আসবে। সেখানে বর্তমান পাসওয়ার্ডটি দিয়ে ওকে করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে ডিস্ক তৈরির কাজ শেষ হবে। ডিস্কটি ভালো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে ডিস্কটি ড্রাইভে প্রবেশ করান। ভুল পাসওয়ার্ড এন্টার দিলে একটি সাজেশন বক্স আসবে। সেখানে আন্ডারলাইন করা use your password reset disk-এ মাউস ক্লিক করুন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী বাকি কাজ করুন।

সিডি বা ডিভিডি'র অটোরান প্রতিরোধ করা: সিডিরমে কোন সিডি প্রবেশ করালে অনেক সময় তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। এটি কোন কোন সময় বেশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অটোরান/অটোপ্লে প্রতিরোধ করতে চাইলে, সিডিরমে সিডি প্রবেশ করার সাথে সাথে কীবোর্ডের শিফট (Shift) বাটন কিছুক্ষণ চেপে রাখুন। সিডি অটোপ্লে হবে না। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ম্যানুয়েলি সিডিরমে প্রবেশ করুন।

অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম লোড হওয়া বন্ধ করা: অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম রয়েছে যা অপারেটিং সিস্টেম লোড হওয়ার সাথে সাথে লোড হয়। এই অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলোর রিসোর্স ব্যবহার করে সিস্টেমকে ধীরগতির করে ফেলে। এ সমস্যা সমাধানে, Start » Run-এ msconfig লিখে এন্টার দিন। 'সিস্টেম কনফিগারেশন ইউটিলিটি' উইন্ডো খুলবে। এবার Startup ট্যাবে ক্লিক করুন। এখানে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলোর সামনে চেকবক্সে মাউস ক্লিক করে টিক উঠিয়ে দিন। এরপর ওকে করে বের হয়ে আসুন। সবশেষে পিসি রিস্টার্ট দিন।

উপরের সমস্যাগুলো ছাড়াও আরো অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সীমিত পরিসরে সবগুলো আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সাবধানতার সাথে পিসি ব্যবহার করে অনেক সমস্যাই সহজে এড়ানো যায়।

ফীডব্যাক: prince.buet@yahoo.com

আইসিটি শব্দফাঁদ

(৫৩ পৃষ্ঠার পর)

সমাধান:

ব্ল		ডা		ড	স		
বু	লি	য়া	ন্স			জি	বি
ক		ল		এ			ট
	সি	আ	র	টি			ম্যা
এ		প		এ		চি	প
এ	পি		ডে	ল্প	ট	প	
ম			ল			সে	ল
ডি	র‍্যা	ম		বা	ই	ট	

মজার গণিত এপ্রিল মাসের সমাধান

এক. প্রমাণের সুবিধার্থে ধরি, $a + b = c$

তাহলে,

$(4a - 3a) + (4b - 3b) = (4c - 3c)$

বা, $(4a + 4b - 4c) = (3a + 3b - 3c)$

বা, $4(a + b - c) = 3(a + b - c)$

বা, $4 = 3$ [উভয় পক্ষকে $(a + b - c)$ দিয়ে ভাগ করে]

অতএব, $4 = 3$

উপরে প্রমাণ করা হয়েছে তিন এবং চার পরস্পর সমান। একইভাবে প্রমাণ করা যায়, যেকোন ক্রমিক সংখ্যা পরস্পর সমান।

দুই. সংখ্যাগুলোর বর্গফলের ক্ষেত্রেও এ ধরনের আবর্তনশীল ধারা পাওয়া যায়। ধারাটি হলো: ০-১-৪-৯-৬-৫-৬-৯-৪-১। এভাবে প্রতিটি সংখ্যার ওপর যেকোন সংখ্যক পাওয়ার/ঘাতে-এর জন্যও আবর্তনশীল ধারা পাওয়া যায়। ব্যাপারটি খাতা-কলম নিয়ে বসে পরীক্ষা করতে পারেন।

তিন. যদি কোনো ম্যাজিক স্কয়ারের মাত্রা n হয়, তাহলে তার ম্যাজিক সাম = $\frac{n^3+n}{2}$, এই নিয়মে n-এর মান যথাক্রমে ৩ এবং ৪ বসিয়ে ম্যাজিক সাম ১৫ এবং ৩৪ পাওয়া যায়।

ফ্রী অনলাইন ফাইল হোস্টিং

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

অনলাইন ফটোঅ্যালবাম তৈরি করা মোটেও সহজ কাজ নয়, তবে www.gfoto.com সাইট ব্যবহার করে সহজে ফটোঅ্যালবাম তৈরি করা যায়। এ সাইটে রেজিস্ট্রেশনের পর ব্যবহারকারী পাবেন একটি পার্সনালাইজ ইউআরএল, যা ব্যবহার করে এটি শেয়ার করা যাবে। এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে এ ফটোঅ্যালবাম এ ভিউ করা যায়। ইমেজগুলো ফটোঅ্যালবামে আপলোড করে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে ডিসপ্লে করা যাবে। ইমেজ আপলোড করার পর তা রোটেড করার অপশন ও মন্তব্যযুক্ত করার অপশন পাবেন। মাল্টিপল ইমেজের শতশত ইমেজের ফটোঅ্যালবাম তৈরি করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই হয় না এতে। এ সাইটটি কেবল কয়েক মে.বা. স্পেসেই অফার করে না বরং কয়েক গি.বা. স্পেস অফার করে। আপনি যদি এ অ্যালবাম সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে না চান, তাহলে পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড প্রাইভেট অ্যালবাম হিসেবে তা উপস্থাপন করতে পারবেন। আপনি ইচ্ছে করলে ফটোগ্রাফকে বিভিন্ন স্থানের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে পারবেন।

আপনার নেটওয়ার্ক কি ঠিকমতো কাজ করছে?

নূর আফরোজা খুরশীদ

অনেক সময় দেখা যায়, নেটওয়ার্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। তখন প্রয়োজনীয় কাজে বিঘ্ন ঘটে। এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে নিজেই চেষ্টা করে দেখুন, নেটওয়ার্ক ঠিকমতো কাজ করছে কি না। প্রথমেই নেটওয়ার্ক এডাপ্টারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে নেটওয়ার্ক কার্ডের ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলছে কি না বা এটি কাজ করছে কি না। এর পর নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন বা সেটআপ-এর পরীক্ষা করতে হবে। একটি বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে, উইন্ডোজ এক্সপি প্রফেশনাল এবং হোম এডিশনে নেটওয়ার্ক সেটআপ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ নিবন্ধে উইন্ডোজ এক্সপি প্রফেশনাল অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথমে কন্ট্রোল প্যানেলে সিস্টেম আইকন সিলেক্ট করতে হবে। অথবা ডেস্কটপে অবস্থিত "My Computer" আইকনে ডান ক্লিক করে পপআপ মেনু থেকে Properties সিলেক্ট করতে হবে। এবার উইন্ডো থেকে Computer Name ট্যাব সিলেক্ট করুন।

নেটওয়ার্কে অবশ্যই "Full Computer Name" সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে। অর্থাৎ এ নামে অন্য কোন কমপিউটার থাকতে পারবে না। আপনি যদি নেটওয়ার্কে এনটি, উইন্ডোজ ২০০০ বা অন্য কোন সার্ভার সফটওয়্যার ব্যবহার না করে থাকেন, তাহলে নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য ওয়ার্কগ্রুপ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং নেটওয়ার্কভুক্ত সব কমপিউটারকে একই ওয়ার্কগ্রুপের নাম ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজন হলে "Change..." বাটনে ক্লিক করে মান এডজাস্ট বা পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে। "cumputer name"-এর জায়গায় নতুন কমপিউটার, নতুন নাম এবং "workgroup"-এর জায়গায় যথাযথ ওয়ার্কগ্রুপের নাম টাইপ করতে হবে।

এবার কন্ট্রোল প্যানেলে নেটওয়ার্ক কানেকশন আইকন সিলেক্ট করুন।

অথবা ডেস্কটপে অবস্থিত "My Network Places" এ ডান ক্লিক করে পপআপ মেনু থেকে Properties সিলেক্ট করুন। এবার Local Area Connection সিলেক্ট করে ডান ক্লিক করুন এবং পপআপ মেনু থেকে "Properties" সিলেক্ট করুন। অথবা উইন্ডোর বাম দিকে অবস্থিত "Network Tasks" থেকে "Change settings of this connection" সিলেক্ট করুন।

বাই ডিফল্ট ল্যানের উপাদান হিসেবে নিচের আইটেমগুলো সিস্টেমে ইনস্টল হয়:

ক) নেটওয়ার্ক ক্লায়েন্ট; খ) ফাইল এবং প্রিন্টার শেয়ারিং এবং গ) টিসিপি/আইপি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল

নেটওয়ার্কে যদি ভিন্ন কোন প্রোটোকল যেমন "http://www.windowsnetworking.com/j_helmig/ipxspx.htm" IPX/SPX-এর প্রয়োজন হয়, তাহলে তা ইনস্টল করে নিতে হবে। তবে উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেম এখন আর নেটবুই প্রোটোকল সাপোর্ট করে না। যেকোন ধরনের নেটওয়ার্কের জন্য 'টিসিপি/আইপি' প্রোটোকল এখন সার্বিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

টিসিপি/আইপি প্রোটোকলের মাধ্যমে কাজ করতে হলে প্রতিটি সিস্টেমের একটি ইউনিক আইপি এড্রেস থাকতে হয়। বাই ডিফল্ট টিসিপি/আইপি সিস্টেমে "Obtain an IP address automatically" অপশনটি কনফিগার করা থাকে। উইন্ডোজ এক্সপি প্রথমে নেটওয়ার্কে ডিএইচসিপি "http://www.windowsnetworking.com/j_helmig/tcpip.htm" \l "dhcp" DHCP) সার্ভার চিহ্নিত করার চেষ্টা করে

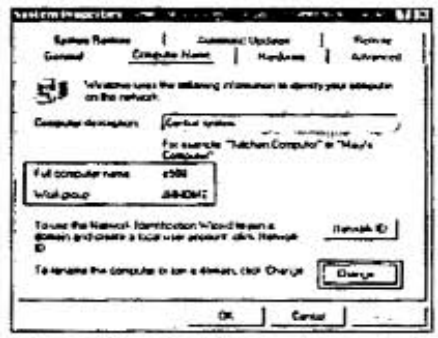

চিত্র-১: উইন্ডোজ এক্সপি প্রফেশনাল অপারেটিং সিস্টেমে 'সিস্টেম প্রপার্টিজ উইন্ডো'

চিত্র-২: Computer Name Changes উইন্ডো

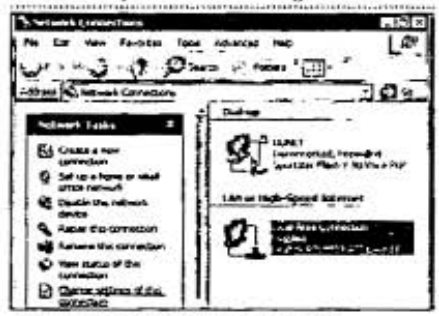

চিত্র-৩: Network Connection উইন্ডো

চিত্র-৪: Local Area Connection উইন্ডো

থাকে। সার্ভার না পাওয়া গেলে এটি Auto-IP-Generation-এর সাহায্যে আইপি এড্রেস তৈরির চেষ্টা করবে। আইপি এড্রেস তৈরির এ প্রক্রিয়া উইন্ডোজ ৯৮/মিলেনিয়াম/২০০০ এ চালু রয়েছে।

আপনি যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমে তৈরি আইপি এড্রেস ব্যবহার করতে চান, তাহলে কমান্ড প্রম্পট উইন্ডো ওপেন করে "http://www.windowsnetworking.com/pages/" IPCONFIG কমান্ড টাইপ করুন এবং আপনার সিস্টেমে কোন্ আইপি এসাইন করা আছে তা দেখে নিন।

উদাহরণস্বরূপ চিত্র এ দেখা যাচ্ছে পরীক্ষাধীন সিস্টেমে অটো-আইপি হিসেবে ১৬৯.২৫৪.১২১.১৬০ তৈরি হয়েছে এবং এ জন্য উপযোগী সাবনেট মাস্ক ২৫৫.২৫৫.০.০ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সিস্টেমে এসাইন আইপি এড্রেস দেখার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে নেটওয়ার্ক সংযোগ আইকনের ওপর ডান ক্লিক করে "Status" কমান্ড সিলেক্ট করুন।

এবার প্রাপ্ত উইন্ডোতে "Support" ট্যাব ক্লিক করুন। এখন General ট্যাবে ক্লিক করে IP এড্রেস ঠিক আছে কিনা দেখে নিন।

যেহেতু অটোমেটিক আইপি এড্রেস তৈরির প্রক্রিয়া ডিএইচসিপি সার্ভার খুঁজে বের করতে সময় নেয় এবং এর ফলে নেটওয়ার্কে কোন কমপিউটারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে দেরি হয়। এ কারণে নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটরের উচিত হবে নিজ থেকে নেটওয়ার্কভুক্ত প্রতিটি কমপিউটারের আইপি এড্রেস এসাইন করে দেয়া। একটি বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে, উইন্ডোজ ৯৫ এবং এনটি৪ সিস্টেমে নিজ থেকে আইপি এড্রেস তৈরি করতে পারে না। এগুলোতে অবশ্যই নিজ থেকে আইপি এড্রেস এসাইন করতে হবে।

এখন অনেকেই এডিএসএল বা ক্যাবল মডেমের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নিচ্ছে, এ কারণে ল্যান নিজের মতো করে কনফিগার করা প্রয়োজন যাতে করে নেটওয়ার্ক সেটিং-এ কোন আইপি কনফ্লিক্ট না করে। ল্যানের জন্য আইপি এড্রেস হিসেবে "http://www.windowsnetworking.com/j_helmig/tcpip.htm" \l "ip-address" 192.168.1.x সিরিজ এবং সাবনেট মাস্ক হিসেবে ২৫৫.২৫৫.২৫৫.০ ব্যবহার করাটাই ভালো।

আমরা যদি উইন্ডোজ ২০০০ সার্ভারের কথা বিবেচনা করি তাহলে, দেখা যাবে এতে "http://www.windowsnetworking.com/j_helmig/win2ksvr.htm" \l "intro" Active Directory" সার্ভিস যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে নেটওয়ার্ক বিশেষ করে ওয়ান (ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক) কার্যক্ষম করতে নেটবায়োস-এর প্রয়োজন হয় না। নেটবায়োস পরিহারের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ওভারহেড কমে আসে। যদি আপনি উইন্ডোজ ২০০০ বা এর পরের ভার্সনের সার্ভার নেটওয়ার্কে ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু অন্যান্য উইন্ডোজ সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নেটবায়োস অপশন এনাবল করতে হবে।

সেটিং উইন্ডো

উপরে যে বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো তা যদি ঠিকমতো পরীক্ষা করা হয়, তাহলে আপনি My Network Place আইকনের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক এক্সেস করতে পারবেন এবং নেটওয়ার্কভুক্ত অন্যান্য কমপিউটারগুলোও আপনার সিস্টেম এক্সেস করতে পারবে।

ফীডব্যাক: afroza_12@yahoo.com

ডুয়াল গ্রাফিক্স কার্ড: কেনো ব্যবহার করবো

লুৎফুন্নেসা রহমান

এক সময় গ্রাফিক্স ছিল একটা সাদামাটা কার্ড, যা ফ্রি পিসিআই (Peripheral Component Interconnect) স্লটে ঢুকিয়ে দেয়া হতো এবং সাবলীলভাবে গেম ইনস্টল করা যেত। যেমন হাফ-লাইফ। পরবর্তী সময়ে গ্রাফিক্সে যুক্ত হয় আরো উন্নততর ও জটিল বিষয়, যা মাদারবোর্ডে এজিপি স্লট (এক্সেলারেটেড গ্রাফিক্স পোর্ট) হিসেবে বিবেচিত। ক্রমবিবর্তনের ধারায় এর পরে আসে 1X, 2X, 4X এবং 8X এজিপি মাদারবোর্ড। 1X, 2X, 4X এবং 8X এজিপি মাদারবোর্ডের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। নবতর 4X এবং 8X এজিপি কার্ড পুরোনো 1X এবং 2X এজিপি কার্ডের সাথে ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল নয়, সুতরাং ক্রেতাসাধারণকে বারবার এজিপি কার্ড আপগ্রেড করতে হয়।

ক্রেতাসাধারণকে পুরোনো পিসিআই স্লটকে উচ্চতর ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি দিয়ে আপগ্রেড করতে হয়। এ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আবির্ভাব ঘটে নতুন পিসিআই এক্সপ্রেস (PCIe) পোর্ট। ফলে আবার আপগ্রেডের প্রয়োজন হয়। তৈরি হয় এনভিডিয়ার নতুন ক্ষমতার SLI টেকনোলজি।

বর্তমান সর্বাধুনিক গ্রাফিক্স কার্ডের সারিতে রয়েছে মাল্টি-জিপিইউ কার্ড। এ কার্ডে রয়েছে একটি একক বা সিঙ্গেল কার্ডে দু'টি জিপিইউ (Graphical Processing Units) আনুভূমিকভাবে এটি একটি একক জিপিইউ কার্ডে বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে দ্বিগুণ স্পিড অফার করে। বর্তমানে যেসব মাদারবোর্ড মডেলের বয়স ৬ মাসের কম এবং যেখানে একটি মাত্র পিসিআই স্লট রয়েছে, সেক্ষেত্রে এ গ্রাফিক্স কার্ডগুলো এক আশীর্বাদস্বরূপ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে কেন? কারণ হিসেবে বলা যায়, এ মুহূর্তে সেরা যেসব গ্রাফিক্স কার্ড পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এনভিডিয়া ভিত্তিক এসএলআই কার্ড, এটিআই-এর ক্রশফায়ার কার্ড এবং মাল্টি-জিপিইউ কার্ড। এগুলোর মধ্য থেকে আপনি যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন। অবশ্য এসএলআই অথবা ক্রশফায়ার মোডে দু'টি মাল্টি-জিপিইউ কার্ডও বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে সিস্টেমকে জটিল করা হবে না।

এসএলআই

এনভিডিয়ার "এসএলআই" (Scalable Link Interface) টেকনোলজির জন্য দরকার দু'টি পিসিআই এক্সপ্রেস স্লটযুক্ত মাদারবোর্ড। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, এ টেকনোলজি তুলনামূলকভাবে সহজ প্রকৃতির এবং মাদারবোর্ডে দু'টি এনভিডিয়ার এসএলআই কার্ড ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, কার্ড দু'টি যেনো আইডেন্টিক্যাল হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হয় দু'টি 7800 GTs অথবা দু'টিই 6800 GTXs কার্ড হতে

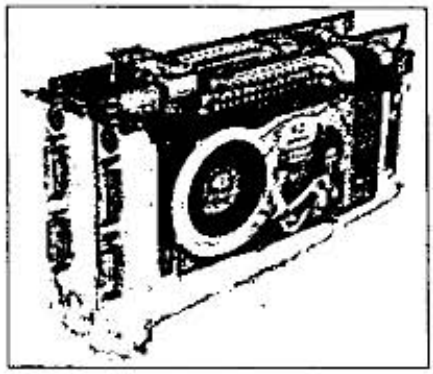

চিত্র-১: এনভিডিয়ার এসএলআই টেকনোলজি'র ডুয়াল কার্ড

হবে। একটি ছোট ডটার কার্ডের মাধ্যমে মাস্টার এবং স্লেভ কার্ডের মতো করে এ কার্ড দু'টো এমনভাবে যুক্ত করা হয়, যাতে কার্ডের উপর এগুলো যথাযথভাবে ফিট হয়।

দুর্ভাগ্য, এ কাজটি মোটেও সহজ নয়। কেননা, এনভিডিয়া এসএলআই সলিউশন ব্যবহার করে এমন টেকনোলজি, যা মূলত তৈরি করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি থ্রিডিএফএক্স। আগে এসএলআই বলতে বুঝাতো স্কেলেবেল লিঙ্ক ইন্টারফেস। এ পুরোনো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল দু'টি গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে যেগুলো এক সাথে কাজ করতো ডিসপ্লের পর্যায়ক্রমিক লাইন রেন্ডার করা জন্য। যা দু'জন একসাথে চড়তে পারে এমন বাইসাইকেলের মতো। এক্ষেত্রে রেন্ডারের কাজটি হতো ডিসপ্লে এর পর্যায়ক্রমিক লাইন অনুযায়ী। এখানে একটা কার্ডের রেন্ডারড লাইন হলো ১, ৩, ৫ ইত্যাদি পক্ষান্তরে অন্যান্য রেন্ডার করা লাইনগুলো হলো- ২, ৪, ৬ ইত্যাদি।

২০০০ সালে এনভিডিয়া থ্রিডিএফএক্সকে আত্তিকরণের ফলে বর্তমানে গ্রাফিক্স কার্ডের বাজারে আধিপত্য বিস্তারে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে শুধু এনভিডিয়া ও এটিআই। থ্রিডিএফএক্স-এর এসএলআই টেকনোলজিকে এনভিডিয়ার স্কেলেবেল লিঙ্ক ইন্টারফেস-এ পুর্নগঠন করা হয়। এক্ষেত্রে মূল পার্থক্য ছিল রেন্ডারিং লাইন এর পরিবর্তে নতুন এসএলআই ইন্টারফেস, যা কাজকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে। এর ফলে উভয় কার্ড তাদের বরাদ্দ করা কাজ রেন্ডার করতে একই সময়ে নেয়। এতে পারফরমেন্স বেড়ে যায় যথেষ্ট মাত্রায়। যদিও এনভিডিয়া তাদের টেকনোলজিকে আরো উন্নত করেছে তথাপি তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে পিসিআই এক্সপ্রেসকে এন্ড ইউজার সেগমেন্টে পৌছাতে। আধুনিক জিপিইউ-এর জন্য গতানুগতিক পিসিআই কার্ড খুবই ধীর গতিসম্পন্ন এবং এজিপি কার্ড ডুয়াল গ্রাফিক্স কার্ড সাপোর্ট করে না।

এসএলআই যেভাবে কাজ করে

এসএলআই দু'টি প্রধান পথে কাজ করে। প্রথম পথ হচ্ছে অল্টারনেটিং ফ্রেম রেন্ডারিং। এখানে প্রতিটি কার্ডকে গ্রাফিক্স ড্রাইভারের মাধ্যমে রেন্ডার করার জন্য দেয়া হয় পর্যায়ক্রমিক ফ্রেম। স্লেভ কার্ড তার ফ্রেমকে রেন্ডার করার পর মাস্টার কার্ডের কাছে পাস করে, যা পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে তার নিজস্ব আউটপুটে যুক্ত করে। এ ধরনের গঠনের ফলে প্রতিটি গেম উপকৃত হয়। ড্রাইভারের জন্য বিভিন্ন কার্ডে পর্যায়ক্রমিক ফ্রেম পাঠানো সহজ। কেননা, প্রতিটি ফ্রেম বিভিন্ন কার্ডে রেন্ডার হয়। এক্ষেত্রে ড্রাইভারের মাধ্যমে প্রতিটি কার্ডে অল্প জিওমেট্রি ডাটা পাস করাতে হয়। এর ফলে জিওমেট্রি আউটপুট দ্বিগুণ হয় এবং বেশির ভাগ বেঞ্চমার্কিং সফটওয়্যারে উচ্চতর জিওমেট্রি স্কোর পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পথে এসএলআই কাজ করে স্প্লিট ফ্রেম রেন্ডারিং হয়ে। এ ধরনের রেন্ডারিং প্রতিটি ফ্রেমকে কার্যকর (work) ডাটাতে ভাগ করে এবং এ ওয়ার্ককে যথাযথভাবে দুই গ্রাফিক্স কার্ডের মাঝে ভাগ করে। এ প্রক্রিয়া গেমকে রেন্ডার করার কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন এসএলআই মোডে FarCry গেম।

প্রতিটি দৃশ্য রেন্ডার করতে কতটুকু সময় লাগবে, ড্রাইভার তা হিসেব করে বের করে এবং ডাটা ওয়ার্কলোডকে সমান দু'টি ভাগে ভাগ করে গ্রাফিক্স কার্ডে ডিস্ট্রিবিউট করে। এটি একটি আনুমানিক হিসেব কেননা ড্রাইভার কেমন কাজ করে তার ওপর রেন্ডারিং অনেকাংশে নির্ভর করে। এখানে মূল লক্ষ হলো, উভয় কার্ড যাতে নিজের অংশের কাজ যথাসময়ে রেন্ডার করতে পারে, সে দিকে লক্ষ রাখা। স্লেভ কার্ডের রেন্ডার করা ডাটা পাঠানো হয় মাস্টার কার্ডের কাছে, যা নিজের ডাটাকে যুক্ত করে এবং পরিপূর্ণ ফ্রেমের জন্য আউটপুট দেয়।

এনভিডিয়ার এসএলআই টেকনোলজির একমাত্র সীমাবদ্ধতা হলো উভয় কার্ডকে আইডেন্টিক্যাল হতে হয় যথাযথভাবে কাজ করানোর জন্য।

ক্রশফায়ার

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এটিআই এনভিডিয়ার এসএলআই টেকনোলজির প্রতিউত্তর হিসেবে উন্মোচন করে ক্রশফায়ার টেকনোলজি। ইতোমধ্যে এটিআই'র মাল্টিজিপিইউ সলিউশন এন্ড ইউজারদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কেননা, নতুন প্রজন্মের এটিআই

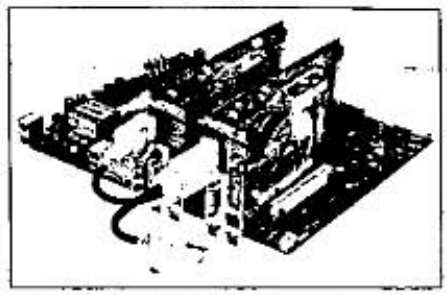

চিত্র-২: এটিআই-এর ক্রশফায়ার সিস্টেম

ক্রশফায়ার কার্ড পুরোনো পিসিআই এক্সপ্রেস কার্ড সাপোর্ট করে বিধায় এ দু'টি কার্ড এক সাথে সিস্টেমে কাজ করতে পারে, যেমনটি দু'জন চড়তে পারে এক বাইসাইকেলের মতো।

গ্রাফিক্স কার্ডের বাজারের সাম্প্রতিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, প্রতি ছয় মাস পরপর নতুন প্রযুক্তির গ্রাফিক্স কার্ডে আগমন ঘটে। এবং এ নতুন গ্রাফিক্স কার্ডের দামও প্রচুর। ফলে প্রতিবার আপগ্রেডেশনের জন্য ক্রেতা সাধারণকে বাড়তি অর্থ গুণতে হয় না। এসএলআই টেকনোলজির মতো ক্রশফায়ার টেকনোলজির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যেখানে দু'টি কার্ড একসাথে কাজ করতে পারে।

সুপারটাইলিং: এসএলআই ও ক্রসফায়ার এই দুই টেকনোলজির মূল পার্থক্য মূলত এখানেই পরিলক্ষিত হয়। সুপারটাইলিং রেন্ডারিং পদ্ধতি শুধু ডাইরেক্ট থ্রিডি রেন্ডারিং সাপোর্ট করে। ডাইরেক্ট থ্রিডি মাইক্রোসফটের প্রোপাইটরি এপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই), যা বর্তমান প্রজন্মের অনেক গেমের প্রোগ্রাম ডেভেলপ করতে ব্যবহার করা হয়।

সুপারটাইলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি পিক্সেলকে ৩২x৩২ বর্গ পিক্সেলে ভাগ করা হয়। মূলত প্রতিটি গ্রাফিক্স কার্ড প্রত্যেকটি পর্যায়ক্রমিক বর্গকে একের পর এক রেন্ডার করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্রেম পরিপূর্ণভাবে রেন্ডার হয়। টাইলস-এর মতো বর্গাকারে রেন্ডার শেয়ার করে দৃশ্য তৈরি করা হয় বলে এ টেকনিককে tiles বলে। এ প্রক্রিয়াটি দ্রুতগতির গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য চমৎকার তবে পুরোনো জেনারেশনের গ্রাফিক্স কার্ড যেমন x800, নতুন ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ক্রশফায়ারের গতিকে শ্লথ করে দিতে পারে।

সিজারিং (Scissoring): এখানে ফ্রেমকে ঠিক অর্ধেক করা হয়। এক্ষেত্রে একটি কার্ড উপরের অর্ধেক রেন্ডার করে এবং বাকি অর্ধেক অংশ কার্ডটি রেন্ডার করে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তত্ত্বীয়ভাবে এটি এসএলআই-এর 'স্প্লিট ফ্রেমরেন্ডারিং'-এর মতো তত দক্ষ নয়। কেননা, সাধারণত একটি ফ্রেম ধারণ করে অধিকতর জিওমেট্রি ও শ্যাডিং পক্ষান্তরে অন্য অংশ অনেক কম কাজ করে।

সিঙ্গেল কার্ড মাল্টি-জিপিইউ

এনভিডিয়া এবং এটিআই উভয়ই সিঙ্গেল কার্ডে ডুয়াল জিপিইউ অফার করে। এ মাল্টিজিপিইউ কার্ডে পাওয়া যায় চমৎকার পারফরমেন্স। বিভিন্ন গ্রাফিক্স কার্ডের টেস্টে দেখা গেছে, ডুয়াল পিসিআইই কার্ড, সিঙ্গেল ডুয়াল জিপিইউ কার্ডের চেয়ে অনেক ভাল পারফরমেন্স পাওয়া যায়।

পিসিআইই চিপসেট আর্কিটেকচার ভিত্তিক মাদারবোর্ডে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা দু'টি পিসিআইই X16 স্লট রীড করে দু'টি পিসিআই x8 স্লট হিসেবে। যদি দু'টি গ্রাফিক্স কার্ড দুটি পিসিআইই x16 স্লটে ইনস্টল করে ক্রশফায়ার বা এসএলআই মোডে রান করানো হয়, তাহলে

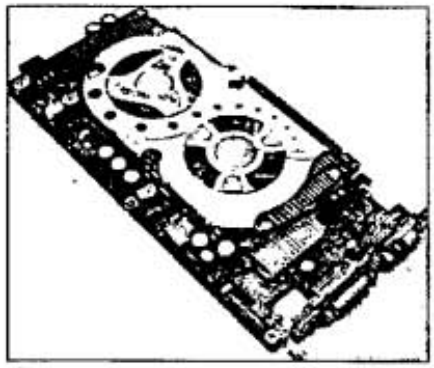

চিত্র-৩: এসএলআই বা ক্রশফায়ার মোডে ডুয়াল জিপিইউ কার্ড

দেখা যাবে, প্রতিটি কার্ড X8 পিসিআই স্পিড ব্যবহার করে।

সিঙ্গেল ডুয়াল জিপিইউ কার্ডকে যদি পরিপূর্ণ কার্ড X16 পিসিআইই কার্ডের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে স্পষ্টত দেখা যায়, সিঙ্গেল ডুয়াল জিপিইউ কার্ড ছাড়িয়ে যাবে ডুয়াল কার্ড সেটআপকে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, ডুয়াল কার্ড সেটআপ যথেষ্ট দ্রুতগতিসম্পন্ন। মাদারবোর্ড প্রস্তুতকারকরা চেষ্টা করছে গ্রাফিক্স কার্ডের স্পীড ও টেকনোলজির সাথে সমান তালে এগিয়ে যেতে।

বর্তমানে এনভিডিয়ার ফ্লাগশিপের জিপিইউ হচ্ছে 7800 জিটিএক্স পক্ষান্তরে এটিআইএর সাম্প্রতিকতম জিপিইউ হচ্ছে X1800। এ চিপগুলো ব্যবহার করা যাবে মাল্টিজিপিইউ কার্ড তৈরি করার জন্য যেগুলো দিবে চূড়ান্ত গ্রাফিক্স টেকনোলজি।

মূলত ডুয়াল জিপিইউ কার্ড হুবহু একইভাবে কাজ করে যেমনটি এসএলআই বা ক্রশফায়ার মোডে দুটি কার্ড কাজ করে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কার্ড মেমরি যা শেয়ার্ড সিস্টেম এবং যা চিপের মধ্যে ট্রান্সফার হয়।

ডুয়াল-কোর জিপিইউ?

যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনেকেই ভাবতে পারেন ডুয়াল-কোর সিপিইউ'র অগ্রগতিতে গ্রাফিক্স কার্ড প্রস্তুতকারকরা ডুয়াল-কোর জিপিইউ তৈরিতে আরো তৎপর হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এটা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে, এনভিডিয়া এ মুহূর্তে ডুয়াল-কোর জিপিইউ তৈরি করতে তেমন আগ্রহী নয়। কেননা তারা মনে করছেন, এই মুহূর্তে ডুয়াল-কোর জিপিইউ'র কোন দরকার নেই। বিভিন্ন টেস্ট ও বেঞ্চমার্কে দেখা গেছে এসএলআই মোডে দু'টি এনভিডিয়া কার্ড পারফর্ম করতে পারে অধিকতর ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন। এই পারফরমেন্স ইন্টেল ও এএমডি'র সেরা ডুয়াল কোর সিপিইউ'র চেয়ে ভাল। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, জিপিইউ টেকনোলজি সিপিইউ মার্কেটের চেয়ে এগিয়ে আছে।

শেষ কথা

এ কথা সত্য, ইন্টেল বা এএমডি কেউই ডুয়াল-জিপিইউ স্পিডের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে না। মূলত গ্রাফিক্স সাব-সিস্টেম সিস্টেম আর্কিটেকচারের জন্য বাধা। এর কারণ, সিস্টেম সিপিইউ গ্রাফিক্স প্রসেসিংয়ের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠায় জিপিইউ এর কাছে তবে সেরা সেরা সিপিইউ সে অনুযায়ী তত দ্রুত কাজ করতে পারে না। সম্ভবত ডুয়াল কোর সিপিইউ আমাদের প্রত্যাশিত স্পীডকে কিছুটা সমন্বয় করতে চেষ্টা করবে।

ইতোমধ্যে ডুয়াল কোর সিপিইউ'র আদর্শর মান স্বীকৃত হয়েছে এবং এনভিডিয়া ও এটিআই গ্রাফিক্স কার্ডের নতুন যুগে বাজারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা লিপ্ত হয়েছে। অবশ্য এতে এন্ড ইউজার ব্যবহারকারীরা যথেষ্ট মাত্রায় উপকৃত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফীডব্যাক: swapan52002@yahoo.com

Now we provide total hardware solution for

❑ Printer (EPSON, HP, Canon) ❑ Computer
❑ Ploter ❑ UPS ❑ Scanner ❑ Monitor
❑ Multimedia Projector

Md. Ashraful Islam
Former- Asst. Manager
Technical Support Dept. Flora Ltd.
Mobile: 0175-056500

- ▶10 Years experienced from Flora Limited
- ▶3 Years experienced from JAN Associates
- ▶Epson certified from Epson Singapore
- ▶Best engineer award achieved from Flora Limited

Specialised on:
Epson DFX and Dotmatrix printer, Canon, NEC & Reworking on main board of any printer.

Any Query Please Contact:

PC DOT TECH
IBRAHIM CHAMBER (1st floor)
95, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Phone # 7171938, 9567539, Fax # 9567539
Email : pcdottech@gmail.com

Md. Shahidul Islam
Former- Asst. Manager
Technical Support Dept. Flora Ltd.
Mobile: 0175-107146

- ▶14 years experienced from Flora Limited
- ▶On job Training on hp Laserjet & Deskjet Printer from hp Singapore
- ▶Compaq certified from Compaq Singapore
- ▶Epson certified from Epson Singapore
- ▶IBM certified from IBM (BD)

Specialised on:
Laptop, hp Laserjet printers, Multimedia projector, Epson & hp Scanner.

ই-মেইল ব্যবহারে কীভাবে স্মার্ট হবেন

ইস্তেখার আহমেদ

চলতি সময়ে নগরের মানুষকে সিটিজেন না বলে নেটিজেন বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যোগাযোগের চরম উৎকর্ষের এই যুগে দ্রুত এবং সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম ই-মেইল খুবই জনপ্রিয়। উন্নতর জীবন ব্যবস্থায় ল্যান্ডফোন বা সেলফোনের পরই ই-মেইল যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। এত জনপ্রিয় ও সুবিধাজনক যোগাযোগের মাধ্যমটিকে সুষ্ঠু ব্যবহারের দক্ষতা আমাদের অনেকেরই নেই, দেশের বেশিরভাগ মানুষেই ই-মেইল ব্যবহারে উদাসীন। কিন্তু এই ই-মেইল প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের কমিউনিকেশন বাজেটটি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা যায়। বেশি খরচ সত্ত্বেও মোবাইল প্রযুক্তি যতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, ই-মেইল প্রযুক্তি ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে আমরা আমাদের দেশের মানুষের প্রযুক্তি-ভীতিকে বহুলাংশে দায়ী করতে পারি। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে অনেক বেশি দক্ষতার প্রয়োজন। আমরা যদি একটু সচেতন ও আগ্রহী হই তবেই এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এ উদ্দেশ্যেই ইন্টারনেট প্রযুক্তির অনন্য অবদান ই-মেইল ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহারের কিছু সহজ টিপস নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথমে আপনার একটি সুন্দর ই-মেইল অ্যাড্রেস থাকতে হবে। অ্যাড্রেস নির্বাচনে কোন ধরনের কৌতুক করা ঠিক নয়। একটি সুন্দর অ্যাড্রেস আপনার একটি সুন্দর ইমেজ তৈরি করতে পারে। আপনার রুচিবোধ সম্পর্কে অন্যের ধারণা অনেক উপরে তুলে দিতে পারে। এমন কোন অ্যাড্রেস ব্যবহার করা ঠিক নয়, যা আপনার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা একেবারে নেতিবাচক করে দেয়। সুন্দর ই-মেইল আইডি সুন্দর মানসিকতার পরিচায়ক, এই কথাটি সব সময় মনে রাখা দরকার। ঠাট্টা তামাশা করে অনেকেই Loverboy@yahoo.com ধরনের আইডি ব্যবহার করে থাকেন, এতে করে তাদের হালকা মানসিকতার লোক ভাবতে কারও সন্দেহ থাকে না। অনেকক্ষেত্রেই নিজের ইচ্ছেমতো আইডি পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে পছন্দের আইডির কাছাকাছি একটি আইডি পাওয়া যেতে পারে। ধরুন, আপনার নাম Hamidur, এই নামে আপনি আইডি পেলেন না, মন খারাপ করার কোন কারণ নেই, আপনার নামের আগে ও পরে অতিরিক্ত কোন সংখ্যা বা বর্ণ ব্যবহার করলে সহজেই আপনি একটি সুন্দর আইডি পেতে পারেন। আইডি কখনই খুব বেশি বড় হওয়া উচিত নয়। এতে করে অন্যকে আপনার আইডি জানাতে গিয়ে আপনি সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আইডি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজের নাম বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত, তাহলে অন্য কেউ সহজেই আপনার আইডি মনে রাখতে পারবে।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে আমাদের অনেক সময় একাধিক আইডি ব্যবহার করতে হয়। প্রত্যেকটি অ্যাড্রেস নিয়মিত চেক করাটা বেশ কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, যারা একাধিক আইডি ব্যবহার করেন তাদের Becky, thurderbird কিংবা এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহারের পরামর্শ দেব। প্রয়োজনীয়তার ক্রম অনুসারে অবশ্যই আইডিগুলোকে সাজিয়ে নিবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে আইডি ব্যবহার করবেন সেটি নিয়মিত চেক করতে কখনো ভুলবেন না। অপ্রয়োজনীয় কারণে একাধিক আইডি খোলাটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তবে পেশাজীবীদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত আইডি আলাদা হওয়া প্রয়োজন।

ই-মেইলগুলো প্রথমে আপনার ইনবক্সে এসে জমা হয়, আপনি আপনার সুবিধামতো মেইল বিভিন্ন নামের ফোল্ডারে সাজিয়ে নিতে পারেন। পরবর্তি সময়ে পুরাতন মেইল খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হবে। আপনি যদি yahoo-এর মেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন, তাহলে প্রথমে ইনবক্সে ঢুকে বাম দিকে মেনুগুলোর ওপর চোখ রাখলে দেখতে পাবেন [Add] লিঙ্কটি। এখানে ক্লিক করলেই একটি উইন্ডো খুলবে, সেখানে আপনি ফোল্ডারের কাঙ্ক্ষিত নামটি লিখে দিন, দেখবেন বাম দিকে ওই নামে নতুন ফোল্ডার ওপেন হয়েছে, আপনার নির্দিষ্ট মেইলগুলো সিলেক্ট করার পর [MOVE] বাটনে ক্লিক করে ওই ফোল্ডারটিকে চিনিয়ে দিন, দেখবেন আকাঙ্ক্ষিত মেইলগুলো নতুন ফোল্ডারে চলে গেছে।

মেইল বক্স খোলার পর একবার চোখ বুলিয়ে নিন। যে মেইলগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেগুলো delete করুন। ডিলিট করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করবেন না। নয়তো এক সময় অতিরিক্ত মেইলে আপার মেইল বক্স ভরে যাবে। উৎস দরকারি মেইলগুলো খুঁজে পাওয়াই হয়ে পড়বে দুঃসাধ্য। অপরিচিত অ্যাড্রেস থেকে পাঠানো মেইলগুলো না খোলাই ভালো। অনেক ভাইরাস নির্মাতা তাদের ভাইরাসগুলো মেইল করে পাঠিয়ে দেয়। যদি একান্তই অপরিচিত কোন অ্যাড্রেসের মেইল পড়তে হয় তবে প্রেরকের আইডিটি দেখে ওই আইডির প্রফাইলটি চেক করতে পারেন। অপরিচিত অ্যাড্রেস থেকে আসা মেইলের অ্যাটাচমেন্ট ফাইল খোলা কখনই ঠিক হবে না।

এবার আসা যাক ই-মেইলের পাসওয়ার্ডের বিষয়ে। সহজে মনে রাখা যায় এমন একটি পাসওয়ার্ড নির্বাচন করুন। অ্যাকাউন্ট খোলার সময় সাইট থেকে যেসব ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাওয়া হয়, সেগুলো অবহেলা করে পূরণ করবেন না। যেসব তথ্য আপনি পূরণ করবেন সেগুলো কোথাও লিখে রাখুন। কখনও যদি আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটি ভুলে যান তবে ওই তথ্যগুলো আপনাকে নতুন পাসওয়ার্ড পেতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে ভুল করা বা মিথ্যা তথ্য দেয়া কখনই ঠিক নয়। কিছু দিন অন্তর অন্তর নিজের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নিতে পারেন, এতে করে পাসওয়ার্ড সুরক্ষার ব্যাপারটি আরো নিশ্চিত হয়। মনে রাখবেন ডিজিটাল দুনিয়ার চাবি হলো পাসওয়ার্ড, আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড অন্যকে জানতে দেয়া মানেই আপনার অ্যাকাউন্টটি তার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া।

বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশনের দরকার পড়ে। সেখানে আপনার মেইল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ডটি দিতে হয়। অনেকেই সেখানে ই-মেইলের পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দেন। এ কাজটি কখনোই করবেন না। কারণ ওয়েবসাইটের অথরিটি ইচ্ছে করলেই আপনার ই-মেইল অ্যাকাউন্টের লগইন করে সর্বনাশ করতে পারে। আবার অনেক সময় ওয়েবপেজের এক কোণায় লেখা থাকে ই-মেইল অ্যাড্রেসটি পাবলিক ডিরেক্টরিতে প্রকাশ করা হোক, যা রেজিস্ট্রেশনের সময় অনেকেরই চোখে পড়ে না। ভুলে যখন আপনি সম্মতি দেবেন দেখবেন, বিজ্ঞাপন দাতাদের মেইলে ভরে গেছে আপনার মেইলবক্সটি। তাই এসব ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করার সময় অপশনটি আনচেক করে নেবেন। যদি কোন দরকারি ওয়েবসাইট বা নিউজলেটারের জন্য ই-মেইল অ্যাড্রেস প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আলাদা ই-মেইল অ্যাড্রেস ব্যবহার করুন।

সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় অন্যকে ই-মেইল করুন। অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্য না ব্যবহার করাই ভালো। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শব্দের ব্যাকরণ বহির্ভূত শর্টকার্ট না ব্যবহার করাই উচিত। মেইলের বাইরে অন্যকোন ফাইল পাঠাতে চাইলে তাকে আপনি অ্যাটাচমেন্ট ফাইল আকারে পাঠাতে পারেন। তবে অ্যাটাচমেন্ট ফাইলের বিষয়বস্তু অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বড় অ্যাটাচমেন্ট পাঠাতে গেলে তাকে জিপ করে পাঠান, এতে করে অ্যাটাচমেন্টটি যোগ হবে এবং প্রাপকের কমপিউটারে ওপেন হতে কম সময় নেবে। মেইলের শেষে নিজের পরিচয় দেয়া ভালো, এতে করে অপরিচিত কাউকে মেইল করলে তার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে।

ই-মেইলের উত্তর দিতে আলসেমি করা মোটেও উচিত নয়। ছোট করে হলেও সময় মতো মেইলের উত্তর দিন। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রের কোন ই-মেইলে উত্তর দিতে দেরি করাটা ঠিক নয়। এতে করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আপনার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে। যেটি আপনার চাকরির ক্যারিয়ারের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মনে রাখবেন, যিনি আপনাকে মেইল করেছেন তিনি আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আছেন। আর উত্তর দেয়াটা আপনার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ফীডব্যাক: intakhar@yahoo.com

পিসি ডায়াগনাইসিস ইউটিলিটি এভারেস্ট ২০০৬

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

পিসি আবিষ্কারের পর থেকে পিসি'র বিভিন্ন সমস্যা নিরূপন ও তার সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত ডেভেলপ হচ্ছে নিত্যনতুন ফিচার ও সুবিধা সম্বলিত ডায়াগনস্টিক ইউটিলিটি। বস্তুত অপারেটিং সিস্টেম ও এপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাথে সাথে ইউটিলিটি প্রোগ্রামের চাহিদা ও গুরুত্ব শুধু বাড়ছে তাই নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ইউটিলিটি প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। একটি বিষয় লক্ষণীয়, সব ইউটিলিটি প্রোগ্রাম যেসব ধরনের সমস্যার সমাধান দিতে পারে তা নয়। অর্থাৎ কোন একক ইউটিলিটি প্রোগ্রাম দিয়ে সব ধরনের সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু ইউটিলিটি প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলো দিয়ে পিসি'র গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টের জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। এ ধরনের ইউটিলিটির মধ্যে অন্যতম একটি হলো এভারেস্ট 'আল্টিমেট এডিসন ২০০৬'।

পিসি'র সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে এন্ড ইউজার পর্যন্ত সবশ্রেণীর ব্যবহারকারীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ ইউটিলিটি হলো 'এভারেস্ট আল্টিমেট এডিসন ২০০৬'। এ ইউটিলিটি দিয়ে পিসি'র প্রতিটি কম্পোনেন্টের ব্যাপক বিস্তৃত ইনফরমেশন পাওয়া যায়। তাই এই ইউটিলিটিকে বলা হয় 'মাদার অব অল ডায়াগনস্টিক টুলস'। 'এভারেস্ট আল্টিমেট এডিসন ২০০৬'-এর সমন্বিত ডায়াগনস্টিক মডিউলের মাধ্যমে পিসির যেকোন কম্পোনেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। যেসব ব্যবহারকারী রেজিস্ট্রির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় নিয়ে ঘাটা-ঘাটি করতে চান না, বা সাহস পান না কিংবা ডিভাইস ম্যানেজার-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চান না তারা এই অত্যন্ত ইউজার ফ্রেন্ডলি ইউটিলিটির সহায়তা নিয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত কাজটি সেরে নিতে পারেন। পিসি'র বিস্তৃত তথ্য ছাড়াও এই ইউটিলিটির রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বেঞ্চমার্কিং মডিউল যার মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন কোর কম্পোনেন্টের বেসিক বেঞ্চমার্কিং। এছাড়া এভারেস্ট প্রদান করে কিছু শক্তিশালী ফিচার যেমন, তাপমাত্রা, ভোল্টেজ এবং ফ্যান রোটেশন পার মিনিট (rpm), সেন্সর রিডিং, যা কমপিউটারের জটিল কম্পোনেন্টগুলো মনিটর করতে সাহায্য করে। এভারেস্ট আল্টিমেট এডিসনটির কার্যকর ক্ষমতা ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব মডিউল কাভার করা প্রায় অসম্ভব। তাই আল্টিমেট এডিসন ২০০৬ এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মডিউলের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলো সচরাচর অন্যান্য ইউটিলিটিতে দেখা যায় না।

সেন্সর ইনফরমেশন

ডায়াগনাস্টিক ইউটিলিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো সেন্সর। সেন্সর রিডিং নেয়া হয় মাদারবোর্ড, মাদারবোর্ড মডেল ও মাদারবোর্ড সেন্সিং সক্ষমতার থেকে। কেননা এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইদানীং সর্বাধুনিক মাদারবোর্ডগুলো আগের চেয়ে অনেক ভাল সেন্সর টেকনোলোজি দিয়ে সুসজ্জিত থাকে। পক্ষান্তরে পূর্বের মাদারবোর্ডগুলো তেমন ব্যাপক বিস্তৃত সেন্সর সমর্থনপুষ্ট ছিল না। এভারেস্ট ২০০৬ ইউটিলিটি সেন্সর প্রসেসর, জিপিইউ অথবা গ্রাফিক্স চিপসেট, হার্ড ড্রাইভ এবং সার্বিকভাবে মাদারবোর্ডের চতুর্দিকে বিদ্যমান তাপমাত্রার রিডিং দিতে পারে। ব্যবহারকারীদের কাছে সিপিইউ ও জিপিইউ'র তাপমাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা সিস্টেম ওভারক্লক করতে চান। অনুরূপভাবে ট্রাবলস্যুটারদের কাছেও সিস্টেমের তাপমাত্রার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রবলস্যুটিংয়ের ক্ষেত্রে এভারেস্ট ২০০৬ কমপিউটারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কম্পোনেন্টের তাপমাত্রা ডিসপ্লে করে। এর ফলে বিশেষ কোনো কম্পোনেন্ট যদি খুব বেশি উত্তপ্ত হয়ে সিস্টেম ফেল বা রিবুট-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই জানতে বা বুঝতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী সেই বিশেষ কম্পোনেন্টকে খুব সহজেই আলাদা করতে পারবেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুলিং ফ্যানের আরপিএম। কমপিউটারে কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয় মূলত সিপিইউ, জিপিইউ, মাদারবোর্ড, চিপসেটসহ কেসিংকে ঠান্ডা রাখার জন্য। এ ইউটিলিটি কুলিং ফ্যানের আরপিএম অর্থাৎ ঘূর্ণন গতি পরিমাপ করতে পারায় খুব সহজেই কুলিং ফ্যানকে মনিটর করা যায়। এবং নির্দিষ্ট করা যায় যদি আরপিএম কম হয়।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভোল্টেজ ভ্যালু, যা পিসি'র পারফরমেন্সের ভাল নির্দেশক। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের (PSU) স্ট্যাবিলিটির মাধ্যমে ভোল্টেজ ভ্যালু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ব্যবহারকারী ত্রুটিপূর্ণ পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট শনাক্ত করতে পারেন যখন সেন্সর প্রদর্শন করে আকস্মিক অস্বাভাবিক ভোল্টেজ।

সিপিইউ ইনফরমেশন

'এভারেস্ট আল্টিমেট ২০০৬' পিসি'র সিপিইউ সংক্রান্ত ব্যাপক বিস্তৃত তথ্য দেয়। সিপিইউ আইডি (CPUID), সিপিইউ এবং ওভারক্লক এ তিনটি কম্পোনেন্ট এক সাথে সিপিইউ সংক্রান্ত তথ্য দেয়। 'Computer'-এর অন্তর্গত 'Overclock' অপশন বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে দেয় সিপিইউ'র ধরন, প্রকৃতি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, কোর টাইপ, স্টেপিং এবং নাম। সিপিইউ তথ্য দেয় মেগাহার্টজে রিয়েল টাইম সিপিইউ স্পিড। এর সাথে থাকছে মাল্টিপ্লায়ার ও ফ্রন্ট সাইড বাস সেটিং। L1 এবং L2 ফর্মে মোট সিপিইউ ক্যাশ সাইজ দেয় সিপিইউআইডি অপশনে। মাদারবোর্ডের অন্তর্গত সিপিইউ অপশন মডিউল দেয় সিপিইউ সংক্রান্ত বাড়তি তথ্য। এর সাথে সমর্থিত ইনস্ট্রাকশন সেট (যেমন, MMX, 3D NoWisse2) সহ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, ডাই সাইজ এবং ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্যও দেয়। এ ধরনের দুর্বোধ্য তথ্য অত্যুৎসাহী ব্যবহারকারী সিপিইউ'র সবকিছুই বিস্তারিত জানতে চান, তাদের কাছে বাড়তি বোনাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সিপিইউ আইডি সিপিইউ'র সব তথ্য এক জায়গায় একীভূত করে এবং দেয় সিপিইউ'র বাড়তি বিস্তারিত তথ্য, যা সচরাচর ব্যবহার হতে দেখা যায় না। অর্থাৎ খুব দুর্লোভ কাজে ব্যবহার হয়।

মাদারবোর্ড ইনফরমেশন

সিস্টেমের সার্বিক পারফরমেশন এবং কম্প্যাটিবিলিটি প্রচন্ডভাবে মাদারবোর্ড ও মাদারবোর্ডে ব্যবহার হওয়া চিপসেটের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মাদারবোর্ডের ধরণ, পোর্ট, এক্সপানশন স্লট ও সার্পোট ইত্যাদি তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদারবোর্ড মডিউল-এর অন্তর্গত Motherboard অপশন মূলত মেইনবোর্ড ও তার বিভিন্ন ফিচার বিষয়ক তথ্য দেয়। ফ্রন্টসাইড বাস উইডথ, রিয়েল টাইম ক্লক স্পিড ও ব্যাডউইডথ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য দেয়া হয় মেমরি বাস এবং চিপসেট বাস প্রোপার্টিজের সাথে। ভৌত তথ্যের বিবেচনায় এক্সপানশন স্লটের সংখ্যা, র‍্যাম স্লট এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইসগুলোর তালিকা তৈরি করা হয়। কোন্ স্লট এজিপি গ্রাফিক্স আপগ্রেড করার জন্য আর কোন্ স্লট আরো বেশি মেমরি যুক্ত করার সুযোগ সুবিধা দেয় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এ ধরনের তথ্য আমাদের ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন হয়। মাদারবোর্ড চিপসেট-এর জন্য নির্দিষ্ট তথ্য দেয়া আছে মাদারবোর্ড মডিউলের অন্তর্গত Chipset অপশনে। এ অপশন মাদারবোর্ডে ব্যবহার হওয়া নর্থ ব্রিজ ও সাউথ ব্রিজের হুবহু তথ্য দেয়। AGP/PCIE কন্ট্রোলার, ইন্টিগ্রেটেড সাউন্ড চিপসেট এরর চেকিং কোড (ECC) সাপোর্ট এবং ফ্রন্ট সাইট বাস স্পিড ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই জরুরী। এ ধরনের প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধারণ করে মাদারবোর্ডের চিপসেট অপশন।

মেমরি ইনফরমেশন

আপনার সিস্টেমে কোন ধরনের র‍্যাম ব্যবহার হচ্ছে, মেগাহার্টজে এর স্পীড কত, কত ল্যাটেন্সিতে তা রান করছে, এ ধরনের বিষয় আমাদেরকে অনেক সময় শঙ্কিত করে তোলে। কেননা উচ্চতর পারফরমেন্সের প্রসেসর বাজারজাত করার সময় থেকে র‍্যামের পারফরমেন্সের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমরি সিস্টেম এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা উচিত প্রত্যেক ব্যবহারকারীর। মাদারবোর্ড মডিউলের অন্তর্গত Memory অপশন দেয় ব্যবহৃত ফিজিক্যাল মেমরির সাইজ ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এটি ভার্চুয়াল মেমরি বা সোয়াপ ফাইল সম্পর্কিত তথ্যও দেয়, যা অপারেটিং সিস্টেমে অবস্থান করে। মাদারবোর্ড মডিউলের অন্তর্গত SPD অপশন প্রতিটি DIMM স্লটের বিস্তারিত তথ্য দেয়; যা র‍্যাম স্টিক ধারণ করে। এখানে আপনি পাবেন সঠিক রেটের মেমরি স্পিড, ল্যাটেনসি, মেমরির ধরন এবং র‍্যাম স্টিকের স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য। মেমরি টাইমিং

(বাকি অংশ ৮৮ পৃষ্ঠায়)

ক্যান্সার শনাক্ত করতে আসছে, গোল্ড ন্যানোরড

সুমন ইসলাম

তথ্য প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্যকে সাথে নিয়ে তুমুল বেগে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসছে দ্রুত সাফল্য, যার গতি এক দশক আগেও ছিল ধীর বা মন্থর। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাফল্য এসেছে যুগান্তকারী। এর সুফল ভোগ করছে আজকের মানুষ। সারা বিশ্বেই মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গেছে। মামুলি অসুখ বিসুখে এখন আর মৃত্যুর কথা চিন্তাই করা যায়না। বড় বড় রোগেরও করা হচ্ছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা। এযেনো মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দেয়ার প্রয়াশ।

তথ্য প্রযুক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের গবেষণা, মানুষকে প্রায় অমরত্বের দিকে পৌঁছেদিতে। ঘাতক ব্যাধী ক্যান্সার এখন আর অপ্রতিরোধ্য নয়। সম্পূর্ণ নির্মূলের চিকিৎসা এখনো উদ্ভাবন হয়নি সত্য, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে রেখে দীর্ঘদিন রোগীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, কোষ বিভাজন প্রাণীদেহের একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষের দেহে যতো কোষ আছে তা প্রতিদিন লাখ লাখ বার বিভাজন হয়। বিভাজনে নতুন কোষ সৃষ্টির পাশাপাশি পুরনো কোষ আপনা আপনি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সব সময় এ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন হয়না। কখনো কখনো পুরনো কিছু কোষ ধ্বংস হয়না। এই যে ধ্বংস না হওয়া এটাই ক্যান্সারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। কোষ বিভাজনের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষ এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্যণীয়। ধ্বংস না হওয়া কোষগুলো দেহের কোন না কোন অংশে অলসভাবে পড়ে থাকে। এক পর্যায়ে এরা ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই বলেন, অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনই ক্যান্সার সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, তারা কোষ বিভাজনের জন্য দায়ী প্রোটিন শনাক্ত এবং তা নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তারা মূল কোষের কেন্দ্রভাগে বিকল্প ক্রোমোজম ফেরত পাঠিয়ে গবেষণাকে বিপরীত দিকে পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিছুদিন আগেও এ চিন্তা ছিলো অসম্ভব। তারা মনে করছেন, কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া যদি সব সময় নির্বিঘ্ন রাখা যায়, কিংবা অযাচিত বা অযথাযথ কোষ বিভাজন যদি বন্ধ করা যায় তাহলে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। আর এভাবেই গবেষণার মাধ্যমে ক্যান্সার নিরাময়ের বিষয়টিও তাদের কব্জায় আসবে বলে তাদের বিশ্বাস।

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা মেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষক গ্যারি গোরবস্কি বলেছেন, গবেষণার মাধ্যমে একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে, কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটিতে বেশ কিছু সম্মিলিত চালিকা শক্তি কাজ করে। এখন তাদের কাজ হবে সেই চালিকা শক্তির গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করা, যাতে করে এটা বোঝা সম্ভব হয় যে ঠিক কোথায় বিভাজন ব্যাহত হচ্ছে এবং কেনো? এটা সম্ভব হলে কেবল ক্যান্সার নয়, বরং বহু রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা ও নিরাময় করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সেই লক্ষ্যেই গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন এবং শিগগিরই বড় ধরনের সাফল্য আসবে বলে আশা করছেন। পুরো গবেষণায় ব্যবহার করা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক পণ্য সামগ্রী।

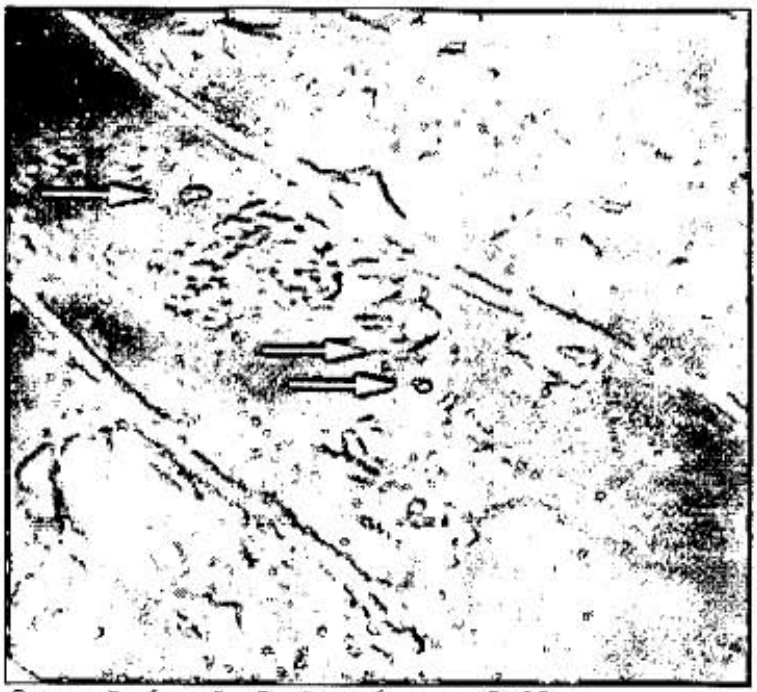

চিত্র: এভাবেই স্বর্ণকণা আটকে গিয়ে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে (তীর চিহ্নিত)

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক ঘোষণা দিয়েছেন, দেহে প্রবাহিত রক্তে অণুবীক্ষণিক স্বর্ণকণা প্রবাহিত করণের মাধ্যমে ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব। পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক আলেকজান্ডার ওয়েই বলেছেন, বিজ্ঞানীরা 'গোল্ড ন্যানোরড' নামে এক ধরনের কেমিকেল তৈরি করেছেন, যার প্রস্থ ২০ এবং দৈর্ঘ্য ৬০ ন্যানোমিটার। রক্তের লোহিত কণিকার চেয়েও এর আকার ২০০-ভাগ ছোট। এই কেমিকেল ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

গোল্ড ন্যানোরড ইনজেকশনের মাধ্যমে ইঁদুরের দেহে প্রবাহিত করার পর লক্ষ্য করা যায়, কেমিকেলে মিশ্রিত স্বর্ণকণাগুলো রক্তে ভাসমান অবস্থায় পুরো দেহে ঘুরে বেড়ায়। একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে লেজার রশ্মির ফোকাসের মাধ্যমে স্বর্ণকণার গতিবিধি মনিটর করা হয়। রক্তবাহিনাণী দিয়ে যখন ওই গোল্ড ন্যানোরড ভেসে বেড়ায় তখন এটি চকচক করতে থকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে রক্ত সঞ্চালনের যে চিত্র পাওয়া যায়, গোল্ড ন্যানোরড প্রযুক্তি ব্যবহার করলে তার চেয়ে অন্তত ৬০ গুণ বেশি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ন্যানোরড মানব দেহে প্রবাহিতকরণের মধ্যেমে এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় যা থেকে ক্যান্সার বা টিউমার তৈরি হতে পারে। কারণ, রক্তের সাথে প্রবাহিত হওয়ার পথে কোন কোষ বা অন্য কিছু যদি তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে স্বর্ণকণা সেখানে আটকে যাবে এবং অধিকতর উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠবে। বর্তমানে ক্যান্সার বা টিউমার শনাক্তের জন্য যে প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে তা গোল্ড ন্যানোরড প্রযুক্তির মতো অত্যাধুনিক নয়।

অধ্যাপক আলেকজান্ডার ওয়েই বলেন, অন্যান্য যেকোন বিকল্প ধাতুর চেয়ে একাজে স্বর্ণকে উত্তম বিবেচনায় বেছে নেয়া হয়েছে। কেননা স্বর্ণের রয়েছে অধিক প্রতিপ্রভা (বিকিরণ গ্রহণ করে তা আলোকরূপে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা)। তাছাড়া স্বর্ণ বায়োকেমিকেলি নিষ্ক্রিয় এবং অন্য কোন ধাতুর তুলনায় দেহের জন্য খুবই নিরাপদ। পুরো বিষয়টি এখনো গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। তবে শুধু গোল্ড ন্যানোরড দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন তার গতিবিধি যথাযথভাবে মনিটর করা। এটি করতে হলে উন্নয়ন ঘটাতে হবে অলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের। এটা মনে রাখা দরকার, আলোক তরঙ্গ দেহের পাতলা আবরণের পর খুব গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই ন্যানোরড যখন দেহের গভীর এলাকা দিয়ে বিচরণ করবে তখন তা চিহ্নিত করা যাবে না। ফলে গবেষণা করতে হবে একই সাথে গোল্ড ন্যানোরডের উন্নয়ন সাধনে এবং আলোকরশ্মি নিক্ষেপণ ও মনিটর যন্ত্রের উদ্ভাবন নিয়ে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রণোর সমারোহ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সেই কাজ অনেক সহজ করে দেবে সে প্রত্যাশাই সবার।

ফীডব্যাক: sumonislam7@gmail.com

কমপিউটার জগতের খবর

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি হচ্ছে কমপিউটার পণ্য

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ❑ কমপিউটার পণ্য আমদানিতে চলছে চরম অনিয়ম। এইচএস কোড পাল্টিয়ে এবং পণ্যের দাম কম দেখিয়ে সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশের গ্রে-মার্কেট থেকে আমদানি করা হচ্ছে মানহীন নকল পণ্য। ফলে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে, আর ক্রেতা কিনছে বেশি দামে নকল পণ্য। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ কাস্টমস কর্মকর্তা এবং পিএসআই কোম্পানি সরাসরি এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের এই অপতৎপরতার ফলে বৈধ পথে যথাযথ শুল্ক দিয়ে যারা পণ্য আনেন, তাদের বাজারে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। লেজার কার্ট্রিজের ক্ষেত্রে ঘটছে সবচেয়ে বড় দুর্নীতির ঘটনা। এই পণ্য আমদানির এইচএস কোড ৩৭০৭.৯০.০০। এক্ষেত্রে সব মিলিয়ে শুল্ক দিতে হয় ৩১.৪%। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা এই পণ্যটির মডেল নামের সঙ্গে 'উইথ হেড' কথাটি যোগ করে ৮৪৭৩.৩০.০০ এইচ এস কোডের আওতায় পণ্যটি আনছে, যার শুল্ক সব মিলিয়ে ৬.৫%। প্রযুক্তিগতভাবেই লেজার কার্ট্রিজে হেড হয় না। অসাধুরা 'হেড' শব্দটি ব্যবহার করে মূলত শুল্ক ফাঁকি দেয়ার জন্য। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর এ সুযোগ নেই, কেননা তারা গ্রে-মার্কেটে নয়, বরং পণ্য আনে ব্র্যান্ড কোম্পানি থেকে। তাই তাদের আনা লেজার কার্ট্রিজে 'উইথ হেড' কথাটি থাকে না। ফলে অসাধুদের সঙ্গে তাদের শুল্ক পার্থক্য দাঁড়ায় প্রায় ২৫%।

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) সাবেক সভাপতি এবং জেএএন অ্যাসোসিয়েটস'র এমডি আবদুল্লাহ এইচ কাফি এ ব্যাপারে একটি জাতীয় দৈনিককে বলেছেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের এ তৎপরতা দুঃখজনক। এতে বাজারে 'ফেয়ার প্লে' হচ্ছে না। বৈধ আমদানি কারবার উৎসহ হারাচ্ছে। সরকার বঞ্চিত হচ্ছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে। কাস্টমস এবং পিএসআইও এই অপরাধে যুক্ত।

বিসিএসের বর্তমান সভাপতি ও বিজনেস ল্যান্ডের এমডি মো. ফয়েজউল্লাহ খান বলেছেন, লেজার কার্ট্রিজে 'হেড' নেই কথাটি ঠিক নয়। সব পণ্যেই 'হেড ডিভাইস' থাকে। এইচ এস কোডে 'হেড'-এর সজ্ঞা নির্দিষ্ট করা নেই। তাই ব্যবসায়ীরা কি নামে পণ্য আনছে সেটাই প্রধান ব্যাপার। তিনি বলেন, এইচ এস কোডে বৈষম্য রয়েছে। এগুলো দূর করার চেষ্টা চলছে।

এ ব্যাপারে কাস্টমস বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে যদি এইচ এস কোড ম্যানিপুলেশনের অভিযোগ আসে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ■

বেসিস-এর নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

বাংলাদেশে সফটওয়্যার শিল্পের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) ২০০৬-০৭ সালের কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন কমিটি

সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। এ কমিটিতে বর্তমান সভাপতি সারওয়ার আলম পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত অন্যরা হলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম রাউলি, সহ-সভাপতি আহমেদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক শোয়েব আহমেদ মাসুদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক শামীম আহসান, কোষাধ্যক্ষ এ.কে.এম. ফাহিম মাশরুর এবং পরিচালক পদে রয়েছেন এম শোয়েব চৌধুরী, শাফকাত হায়দার ও টিআইএম নুরুল কবির। কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন কমিটির ঘোষণা দেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান এস.এম. কামাল। ১৫ এপ্রিল সরাসরি নির্বাচনে ৯ জন কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়। ২৩ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় ■

শিগগিরই উন্মুক্ত হচ্ছে ভিওআইপি

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ❑ সরকার অবশেষে শিগগিরই ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি) লাইসেন্স উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। গত বছরের শেষ দিকে এ ধরনের সরকারি সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেছিল টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন। তবে বেসরকারি পর্যায়ে লাইসেন্স দিতে কিছু শর্ত আরোপ করেছে সরকার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ বছরের জন্য লাইসেন্স দেয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে অপারেটরদের কার্যক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনার করা হবে। এছাড়া লাইসেন্স ফী দিতে হবে ৬৪ কেবিপিএস ব্যান্ডউইডথের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং এসটিএস ৪ সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইডথের জন্য ৫০ লাখ টাকা। উল্লেখ্য, দেশে অবৈধভাবে ভিওআইপি ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সরকার বছরে ১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারায় ■

যুক্তরাষ্ট্রে স্যামস্যাং এবং মাইক্রোসফট-এর হোপ ফর এডুকেশন কর্মসূচির মুখপাত্র হয়েছেন টনি ড্যানজা

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ স্যামস্যাং-এর হোপ ফর এডুকেশন-এর নতুন মুখপাত্র হয়েছেন জনপ্রিয় মার্কিন টেলিভিশন টক শো তারকা টনি ড্যানজা। মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের সঙ্গে যৌথভাবে স্যামস্যাং-এর হোপ ফর এডুকেশন কর্মসূচিতে ২০ লাখ ডলারেরও বেশি অর্থের প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যার যুক্তরাষ্ট্রের K-12 স্কুলগুলোতে ব্যয় হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যার মাধ্যমে সুশিক্ষা নিশ্চিত করতেই এই হোপ ফর এডুকেশন কর্মসূচি ■

আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে: পরামর্শ সভায় অভিমত

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ❑ দক্ষিণ এশিয়ার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নীতিমালা শীর্ষক এক পরামর্শ সভায় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা শুধু প্রণয়ন করে রাখলেই চলবে না, এর বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইনে অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোগ্রেসিভ কমিউনিকেশন্স (এপিসি) ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস) সম্প্রতি যৌথভাবে এ পরামর্শ সভার আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন দেশের আইসিটি নীতিমালা বিশেষজ্ঞরা মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। তারা তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এর সমাধান নিয়েও আলোচনা করেন। বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে তো বটেই, ভবিষ্যতেও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ■

বাংলাদেশে কমপিউটার বিক্রি আরো বাড়বে

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ❑ ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশন (আইডিসি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় কমপিউটার বিক্রি ব্যাপকহারে বেড়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় কমপিউটার বিক্রির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই তিন দেশে গত বছর কমপিউটার বিক্রি বেড়েছে ১৬ শতাংশ। বিক্রি হয় মোট ৮ লাখ ৫১ হাজার ৭৩৫টি কমপিউটার। সরকারি, টেলিযোগাযোগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কমপিউটার ব্যবহার বাড়ায় ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এই তিন দেশের কমপিউটার বিক্রি উল্লেখযোগ্যহারে বাড়বে। আইসিডি জানায়, এ সময়ের মধ্যে কমপিউটার বিক্রির বার্ষিক হার বাড়বে বাংলাদেশে ২২ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৯ শতাংশ ও শ্রীলঙ্কায় ১১ শতাংশ ■

চট্টগ্রামে আইটি মেলা ১১-১৩ মে

চট্টগ্রামের বন্দরনগরী কমপ্লেক্সে ১১-১৩ মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সমৃদ্ধজীবনের জন্য তথ্য প্রযুক্তি' শীর্ষক আইটি মেলা। সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট সেবাদানকারী, আইটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, হার্ডওয়্যার, মাল্টিমিডিয়া প্রতিষ্ঠান, টেলিকম সেবাদানকারী ও মোবাইল সেট বিক্রেতাসহ ৪০টি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিচ্ছে। মেলার আয়োজক বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)। সহায়তা করছে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ক্যাটালিস্ট। ইভেন্ট ম্যানেজার উইন্ডমিল লিমিটেড। মেলায় কোন প্রবেশ মূল্য থাকবে না। ইন্টারনেটও ব্যবহার করা যাবে বিনামূল্যে। পরবর্তী সময়ে বগুড়া, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনাতেও মেলা অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ: ৯৮৯৩৭৭৩, ০১৯২০০১৫০০ ■

এপসনের ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

এপসনের ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইএমপি-৭৬৫ এখন বাজারের সবচেয়ে কম ওজনসম্পন্ন (১.৮ কেজি) প্রজেক্টর অরিজিনাল ৩ এলসিডি প্রিজম প্রযুক্তিতে তৈরি এই প্রজেক্টরটির উজ্জ্বলতা ২৫০০ লুমেন্স। অত্যন্ত হালকা বলে এর স্থানান্তর অত্যন্ত সহজ। সর্বোচ্চ ৩০০" পর্দার সাইজসমৃদ্ধ এই প্রজেক্টরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ইনস্ট্যান্ড অফ অটো কিস্টোন কারেকশন। ক্লোরা লি. প্রতিটি প্রজেক্টরের ক্রেতাকে বিক্রয়োত্তর ইনস্টলেশন ও স্মুথ অপারেশন-এর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়। যোগাযোগ: ৭১৬২৭৪২-৪৬ ■

হজ ব্যবস্থাপকদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ চলছে

হজ ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। হাতিল আইটি লি.-এর সহযোগিতায় এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ঢাকার আশকোনায় সম্প্রতি হজ ক্যাম্পের এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ধর্মসচিব মুহম্মদ আতাউর রহমান। তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার হজ ব্যবস্থাপনাকে আরো নিখুঁত করেছে। যুগ্ম সচিব চৌধুরী মো. জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন হাতিল আইটির এমডি মিজানুর রহমান। দু'মাস ধরে এ প্রশিক্ষণ চলবে। ■

এইচপি'র ডেস্কটপ পিসি বাজারে

হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি) ডেস্কটপ পিসি ডিএক্স ৫১৫০ বাজারে ছেড়েছে। এটি ব্যয় সাশ্রয়ী। এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে, সর্বাধুনিক এএমডি অ্যাথলন ৬৪ প্রসেসর, অন বোর্ড এটিআই রেডিয়ন গ্রাফিক্স কোর, ২৫৬ মে.বা. র‍্যাম, ৪০ গি.বা এসএটিএ এইচডিডি, ৫২ এক্স সিডি রম ড্রাইভ ও ৩ বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি। দাম ৩১ হাজার ৯৯০ টাকা। বসুন্ধরা সিটির নীচতলায় এইচপি পার্সোনাল সিস্টেম গ্রুপ এই পিসি প্রদর্শন করছে ■

গিগাবাইটের নতুন মাদারবোর্ড বাজারে

গিগাবাইটের একমাত্র পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি. জিএ-৮আই৯১৫ এমডি-জিভি মডেলের নতুন গিগাবাইট মাদারবোর্ড বাজারে এনেছে। এটি অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী। এই মাদারবোর্ড ডিডিআর ২ সাপোর্ট করে। ইন্টেল জিএমএ ৯০০ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই মাদারবোর্ডে পাওয়া যাবে অসাধারণ গ্রাফিক্স আউটপুট। এতে রয়েছে হাইপার থ্রেডিং প্রযুক্তির সম্বলিত নতুন ইন্টেল ৯১৫ জিভি এক্সপ্রেস চিপসেট, ডুয়াল কোর ডিডিআর মেইন মেমরি, পিসিআই-এক্সপ্রেস ইন্টারফেস, মিডিয়া একসিলারেটর ৯০০ প্রযুক্তি এবং সিরিয়াল-এটিএ ইন্টারফেস। এছাড়া বহু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাবলীসমৃদ্ধ এই মাদারবোর্ডটির দাম ৬ হাজার টাকা। যোগাযোগ: ৯৬৭৪০০০, ৮৬২২৭৩৩-৫ ■

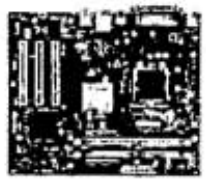

নিকাশের নতুন সংস্করণ অবমুক্ত

নিকাশ ৩.০ অ্যাকাউন্টস ম্যানেজমেন্ট এবং স্টক কন্ট্রোল ইনটিগ্রেটেড সম্প্রতি রিলিজ করেছে যৌথভাবে দ্য কমপিউটারস লি. এবং কে এ রব্বানী অ্যান্ড কো: চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্স। দাম ৬০০০ টাকা। বহুল প্রচলিত নিকাশ ২.৫ অ্যাকাউন্টস ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যারও ৩০০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ: ৮৩১৯০৯১ ■

অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়: ৩ জন গ্রেফতার

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবৈধ আন্তর্জাতিক ভিওআইপি সরবরাহকারী চক্র শনাক্ত করেছে র‍্যাব এবং এতে জড়িত থাকার দায়ে টিএন্ডটির একজন লাইনম্যানসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা হলো: চট্টগ্রামের টেলিকম এবং ইন্টারনেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ মহসীন এবং লাইনম্যান আলী ওহাব। গ্রেফতারকৃতরা তাদের অপরাধ স্বীকার করে বলেছে, তারা সানমার প্রপার্টি এবং লাইনম্যানের যোগসাজশে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার ৮টি ফোন বুথ বসিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আর্ন্তজাতিক টিএন্ডটি কল ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ আয় করেছে। র‍্যাব কর্মকর্তারা বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই চক্রটি বিদেশী ফোন কলকে লোকাল ফোনে পরিণত করে টিএন্ডটির আয় কমিয়ে দিয়ে আসছিলেন ■

এসএস কমপিউটার ক্লিনিক চালু

অচল কমপিউটার সচল করার জন্য ঢাকার মিরপুরের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এসএস গ্রুপ অফ টেকনোলজি চালু করেছে এসএস কমপিউটার ক্লিনিক। এই ক্লিনিক দিচ্ছে স্বল্প খরচে কমপিউটার মেরামতের সুবিধা। এখানে কমপিউটারের যেকোনো ধরনের সমস্যার সমাধান করা হয়। ক্লিনিকে কমপিউটার মেরামতের সার্ভিস চার্জ ২০০ টাকা। বাড়িতে গিয়ে মেরামতের সার্ভিস চার্জ ৩০০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৫২-৪০০৭৮৫ ■

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিডি প্রকাশ

বিসিএসসহ যেকোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সহায়ক একটি মাল্টিমিডিয়া সিডি তৈরি করেছেন ফাতিমা নাইয়ার ফেরদৌসী ইভা। এতে রয়েছে ৫ হাজার প্রশ্নোত্তর। বিষয় রয়েছে ২০টি 'জবফেস' নামের এ সিডিটি বাজারজাত করছে ঢাকার আইটি সফট। যোগাযোগ: ০১৭১১৯৬৪১০৬

বাংলাদেশী সফটওয়্যার সিজিএপি স্বীকৃতি পেল

সাউথটেক লি.-এর তৈরি ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার সফটওয়্যার অ্যাসেন্ড নেট সিজিএপির স্বীকৃতি পেয়েছে। সিজিএপি বিশ্বব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্বের ক্ষুদ্রঋণ ইনস্টিটিউশনগুলোর নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। সম্প্রতি সংস্থাটি বিশ্বের সব ক্ষুদ্রঋণ সফটওয়্যারের উপযোগিতা যাচাই শেষে একটি প্রতিবেদন দেয়। এতে বলা হয়, অ্যাসেন্ড ডট নেট সফটওয়্যার যেকোনো মাপের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর। দেশ-বিদেশে অন্তত ১ হাজার ৪'শ প্রতিষ্ঠানে এই সফটওয়্যার ব্যবহার হচ্ছে। ওয়েবসাইট: www.microfinancegateway.org ■

বেইজ লি. এ শুক্রবারে ওরাকল ডিবিএ ট্রেনিং

বাংলাদেশে ওরাকলের প্রথম এডুকেশন পার্টনার বেইজ লি. প্রতি শুক্রবার লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেমে ওরাকল ৯i ডিবি এ ট্রেনিং শুরু করতে যাচ্ছে। শুধু শুক্রবার দিনব্যাপী এই কোর্সে ওরাকল ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম অনুযায়ী অভিজ্ঞ ও সার্টিফাইড প্রফেশনাল দিয়ে ক্লাস পরিচালিত হবে। যোগাযোগ: ৮৬২২০৭৫ ■

রিশিত ও একসিস এখন আইওএমের বিক্রয় প্রতিনিধি

তোশিবা নোটবুক কমপিউটারের একমাত্র পরিবেশক ইন্টারন্যাশনাল অফিস মেশিনস লি. (আইওএম) সম্প্রতি রিশিত কমপিউটার্স লি. এবং

দ্য একসিস প্রাইভেট লি. কে অনুমোদিত বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে। ঢাকায় আইওএমের প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় রিশিত ও একসিস তোশিবা নোটবুক কমপিউটার বাজারজাত করবে। চুক্তিপত্রে আইওএমের এমডি এম আজহার আলী, রিশিত কমপিউটার্স-এর এমডি আজিম উদ্দিন আহমেদ এবং একসিসের এমডি মো. রফিকুল আলম নিজ নিজ পক্ষে স্বাক্ষর করেন ■

ভূয়া ভোটার রুখতে পশ্চিমবঙ্গে বুথে ডিজিটাল ক্যামেরা

ভূয়া ভোটার রুখতে এবার বিধানসভা নির্বাচনে ৩ হাজার ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করছে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দেবাশিষ সেন জানিয়েছেন, বুথের নির্ধারিত স্থানে লাগানো থাকবে ক্যামেরা। ভোট দিতে গেলেই উঠে যাবে ছবি। ফলে একই ব্যক্তি যদি একাধিক ভোট দিতে যান তাহলে তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। একইভাবে কোন ব্যক্তির ভোট যদি জাল হয়, তাহলে ক্যামেরার ছবি দেখে শনাক্ত করা যাবে জাল ভোটারকে। পরবর্তী সময়ে ছবি দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে জাল ভোটারের বিরুদ্ধে ■

ফ্রি হোস্টিং ও ফ্রি আনলিমিটেড ব্যান্ডউইডথ

ফরনিক্স সফট্ লি. যেকোন জনপ্রিয় ওয়েব পোর্টাল বা ওয়েবসাইট এবং পত্রিকার জন্য ফ্রি হোস্টিং ও ফ্রি ব্যান্ডউইডথ দিচ্ছে। যোগাযোগ: ৯১২২৩৫১ ■

সাইনেট এখন নতুন ক্যাম্পাসে

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত সাইনেট ইনস্টিটিউট অব আইটি ১ এপ্রিল টঙ্গী পাইলট স্কুল মার্কেট (২য় তলা) থেকে স্থান পরিবর্তন করে ১৮ হাজ্বি ইদ্রিস আলী রোড, টঙ্গী কলেজ গেট রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে এবং কিশোর সংশোধনীর উত্তর পার্শ্বে ইদ্রিস টাওয়ারের নিচতলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পাসে অফিস কোর্স ৩ মাস, প্রোগ্রামিং কোর্স ৬ মাস, গ্রাফিক্স কোর্স ৩ মাস, মাল্টিমিডিয়া ডিপ্লোমা ৬ মাস ছাড়াও হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, অ্যানিমেশন, ভিডিও এডিটিংসহ অন্যান্য কোর্স চালু করা হয়েছে। যোগাযোগ: ০১৭১৫২২৪১২৩ ■

বাংলা নববর্ষে এইচপি'র মিষ্টি উৎসব

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিশ্বখ্যাত হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি) মিষ্টি উৎসব পালন করেছে। 'এইচপিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বছর রঙ্গিন করুন' শিরোনামে এইচপি'র ক্রেতা ও রিসেলারদের জন্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে মিষ্টি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'রস' নির্ধারিত মডেলের এইচপি প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অল ইন ওয়ান ক্রেতাদের ১৫০ টাকা ও ৩০০ টাকার গিফট ভাউচার দেয়। ১৪ মে পর্যন্ত রসে'র যেকোন দোকান থেকে এই ভাউচার

দেখিয়ে মিষ্টি নেয়া যাবে। উৎসবের অংশ হিসেবে কমপিউটার সিটিতে এইচপি'র রিসেলারদের কাছে সুদৃশ্য প্যাকেটে মিষ্টি বিতরণ করেছেন এইচপি আইপিজি কান্ট্রি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সাব্বির শফিউল্যা এবং কর্পোরেট সেলস ম্যানেজার সাইদ আহমেদ। সঙ্গে ছিলেন এইচপি প্রিমিয়াম বিজনেস পার্টনার ফ্লোরা ও মাল্টিলিংক কর্তৃপক্ষ। এ উপলক্ষে বিসিএস কমপিউটার সিটিকে রং বেরংয়ের পতাকা সজ্জিত করা হয়। এইচপি ২ সপ্তাহব্যাপী রোড শোয়েরও আয়োজন করে ■

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী ডিলারদের পুরস্কৃত করেছে কমভ্যালী

দেশের কমপিউটার হার্ডওয়্যার পণ্যের অন্যতম ডিস্ট্রিবিউটর কমভ্যালী লি. সম্প্রতি তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তাকারী এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী-দের পুরস্কার দিয়েছে। কমভ্যালী লি. ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে ইন্টেল ছাড়াও রয়েছে মেট্রিক্স মনিটর, এমএসআই, কালারফুল, সিগেট, হিটাচি, হেডে, মিতসুমি, মিডিয়া ও ইউম্যাক্স। পুরস্কারপ্রাপ্ত ডিলাররা ভবিষ্যতে আরো বেশি কমভ্যালীর ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে কাজ করার

আশা ব্যক্ত করেন। পুরস্কার তুলে দেন কমভ্যালী লি.-এর এমডি মো. তাফাজ্জল হোসেন সেলিম এবং ডিরেক্টর মো. মনির হোসেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলো– কমপিউটার ভিলেজ, ক্রিসেন্ট কমপিউটার, সেফ আইটি, কমপিউটার ইনফো আইটি, সরণী লি. টেক হিল, টেকনো কেয়ার, টেকনো প্লানেট সিস্টেম, সিসি এন, এক্সেস প্রা: লি., ভলফিন কমপিউটার, ওনিক্স কমপিউটার, রিশিত কমপিউটার, রাইয়েন্স কমপিউটার ■

এপসনের ডিলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ফ্লোরা লি. দেশের সর্ববৃহৎ কমপিউটার মার্কেট বিসিএস কমপিউটার সিটি এবং ঢাকার এলিফেন্ট রোডের ডিলারদের একত্রিত করে পৃথক দুটি সম্মেলনের আয়োজন করে। ২৯ মার্চ ফ্লোরা লি. ধানমন্ডি শাখায় এলিফ্যান্ট রোড, ধানমন্ডি ও পান্থপথ এলাকার ডিলারদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এপসনের নতুন বছরে ব্যবসায় বিভিন্ন কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে এপসনের প্রোডাক্ট ম্যানেজারত্রয় এপসন ব্র্যান্ডের জন্য বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর সেবার প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

বাঁ দিক থেকে এপসন-এর প্রোডাক্ট ম্যানেজার গোলাম সরোয়ার, এ এইচ এম মহসিন, ধানমন্ডি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জামশেদ ও এপসন-এর টি, প্রোডাক্ট ম্যানেজার এ আলীম তুহীন; সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা

অনুষ্ঠানে এপসনের বেশ কিছু নতুন প্রিন্টার/স্ক্যানার বাজারজাত করার জন্য ডিলারদের সামনে উন্মোচন করা হয় ■

আসুসের ম্যাজিক মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড ফের বাজারে

ভোক্তাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা: লি. ফের বাজারে এনেছে আসুসের ভি৯৫২০ ম্যাজিক মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড। ৬৪ মেগাবাইট ডিডিআর ভিডিও মেমরির

এ গ্রাফিক্স কার্ডে রয়েছে এনভিডিয়া জিফোর্স এফএক্স৫২০০ চিপসেটের ভিভ্যুয়াল প্রসেসিং ইউনিট (ভিপিইউ)। দাম ৪,৫০০ টাকা। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৩-৫ ■

এইচপি'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে সম্প্রতি এইচপি আয়োজন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির। এর শিরোনাম ছিল, 'ই-সার্ভিসিং এইচপি ডেস্কটপস, নোট বুক অ্যান্ড ওয়ার্ক স্টেশনস'। এইচপি'র ক্রেতাদের সুসেবা নিশ্চিত করার জন্যই এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৪ দিনের এই

প্রশিক্ষণে অংশ নেন ফ্লোরা টেলিকমের ৫ জন, ফ্লোরা লি.-এর ২জন, মাল্টিলিংক ইন্টারন্যাশনাল কো. লি.-এর ৫ জন, ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশনস লি. এর ২ জন এবং টেকভ্যালী কমপিউটার্স লি.-এর ২ জন। সিঙ্গাপুর থেকে আসা সিটোহ চুং ইউ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ■

সিটিআইটি'০৫ মেলার এন্ট্রি টিকেটের র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ

সিটিআইটি ২০০৫ মেলার এন্ট্রি টিকেটের র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিএস কমপিউটার সিটি কমিটির সভাপতি আজিম উদ্দিন আহমেদ, সিটিআইটি ২০০৫ মেলার আহ্বায়ক ও কমিটির সহসভাপতি সাইফুল ইসলামসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। মোট ৮ জন বিজয়ীর মধ্যে নির্দিষ্ট সময় পাঁচ জন বিজয়ী তাদের পুরস্কারের জন্য সিটি কমিটিতে আবেদন করেন। এরা হলেন: সাহিদুল শেখ, মো. নূরে আলম সিদ্দিকী, আহসান হাবীব, আকলিমা মজিদ ও সৈয়দ ওয়াসিকুল হক। বিজয়ী প্রত্যেকে একটি করে মাল্টিমিডিয়া কমপিউটার পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয় ■

থ্রী-ডি এনিমেশনের কাজ করছে 'জাগো'

থ্রী-ডি এনিমেশনে আন্তর্জাতিক মানের কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে জাগো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু এনিমেশননির্ভর মাল্টিমিডিয়া সিডি, বিজ্ঞাপন চিত্র ও কার্টুন এনিমেশন নির্মাণ করেছে জাগো। সম্প্রতি থ্রী-ডি এনিমেশনের একটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে নতুন ধরনের থ্রী-ডি এনিমেটেড প্রোডাক্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ২৯ এপ্রিল জাগোর কার্যালয়ে প্রোডাক্টগুলোর একটি প্রদর্শনী ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যোগাযোগ: ০১৯১-০৯৮০৪৪, ০১৮৭৫০০০৩১ ■

এনএসইউতে নেটওয়ার্কিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেটওয়ার্কিং-এর ওপর এক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার ক্লাব এই নেটওয়ার্কিং কোর্সের আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন পর্যায়ে ৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী সংক্ষিপ্ত কোর্সের প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আজিম উল হক। ক্লাবের কর্মকর্তারা জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে মাঝে মাঝে এ ধরনের কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে ■

ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতা

ইবাইস ইউনিভার্সিটির কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্প্রতি আয়োজন করে ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতার। এটি উদ্বোধন করেন কমপিউটার সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন ড: মোহাম্মদ মতিউর রহমান মিঞা। দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার ইভেন্টগুলো ছিল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট, গেমিং কনটেস্ট এবং আইটি ক্যুইজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মূলত কমপিউটার প্রোগ্রামিং ও আইটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জাকারিয়া লিংকন। বিশেষ অতিথি উপাচার্য হরিপদ ভট্টাচার্য প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড: এম লুৎফর রহমান এবং অতিথি হিসেবে বেসিসের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইম্পিনোভিশন লি.-এর এমডি টিআইএম নুরুল কবীর উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় আহবায়ক ছিলেন সিএসই বিভাগের প্রভাষক মো. রুহুল আমিন খন্দকার। প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ থেকে মোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে সিএসই বিভাগের ইউনুস আলী, মো. আবদুস সোবহান ও মো. ওমর ফারুকের দল প্রথম, মো. আব্দুস সামাদ ও মো. জসিম উদ্দীন চৌধুরীর দল ২য় এবং মো. মনজুর রহমান, মো. আজিজুর রহমান ও মো. আসিফ মাহবুব এর দল তৃতীয় স্থান দখল করে ■

আল-হেলাল আইটিতে স্বল্প খরচে আইটি শিক্ষা

আল-হেলাল আইটি চালু করেছে স্বল্প খরচে আইটি শিক্ষা। এখানে অটোক্যাড, থ্রী-ডিএস ম্যাক্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন-এর মতো বিদ্যমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সুপরিসর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ল্যাব। এছাড়া, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক কোর্সের জন্য রয়েছে আলাদা-আলাদা ক্লাস রুম। ডিপ্লোমা ইন আর্কিটেকচার সিএডিডি উইথ অটো সিএডি, থ্রী-ডিএস ম্যাক্স, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর অ্যান্ড পাওয়ার পয়েন্ট, ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক্স ডিজাইন উইথ ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, কোরেলড্র ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে ■

কমপিউটারের বাংলাবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সবার জন্য একটি বাংলা কমপিউটার অপারেটিং সিস্টেম ও সহায়ক প্রোগ্রাম তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের উপযোগী উন্মুক্ত সফটওয়্যার তৈরির এক কর্মশালায় বক্তারা এ অভিমত দিয়েছেন। বুয়েট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে (আইআইসিটি) এ কর্মশালার আয়োজন করে অংকুর ও বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক। এতে বুয়েট, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় উন্মুক্ত সোর্সকোড ভিত্তিক সফটওয়্যারের বাংলা রূপান্তরের নানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ■

নতুন সাজে এসএস সাইবার ক্যাফে

নেটিজেনদের আরো বেশি এবং উন্নত নেট সেবা দিতে ঢাকার মিরপুরের এসএস সাইবার ক্যাফে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এখন থেকে যে কেউ এই সাইবার ক্যাফেতে ১২ টাকায় ১ ঘন্টা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে পারবেন। সদস্য হলে ঘন্টা প্রতি খরচ পড়বে ১০ টাকা। সদস্য ফি ৩০০ টাকা (৬ মাস) এবং ৫০০ টাকা (এক বছর)। এখানে ভয়েস চ্যাট করা যাবে। ব্যবহার করা যাবে ওয়েব ক্যামেরা। মহিলাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করার আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রিন্ট নেয়া এবং সিডি রাইট ও স্ক্যান করা যাবে। যোগাযোগ: ৯০১২৬৭৭

এইচপি'র পণ্য কিনলে বার্গার ফ্রি

এইচপি'র আসল প্রিন্ট কার্ট্রিজ-এর নির্দিষ্ট কিছু মডেলের ক্রেতাদের এইচপি দিচ্ছে হেলভেসিয়ায় ফ্রি খাবার সুযোগ। এই অফার ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত। নববর্ষ উপলক্ষে এ আয়োজন। এইচপি ইঙ্কজেট প্রিন্ট কার্ট্রিজ ক্রেতারা পাচ্ছেন হেলভেসিয়ার বার্গার এবং লেজার জেট প্রিন্টার ক্রেতারা পাচ্ছেন চিকেন ব্রোস্ট ফ্রি। আসল প্রিন্ট কার্ট্রিজ বিশেষ প্রমোশন স্টিকার লাগানো আছে। এটি দেখিয়েই খাবার সংগ্রহ করতে হয়। এ উপলক্ষে হেলভেসিয়ার সবগুলো আউটলেট এইচপি'র ব্যানারে সজ্জিত করা হয় ■

তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ আশাব্যঞ্জক নয় আইটি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিমত

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ।। তথ্য প্রযুক্তি কোন একক খাত নয়, বরং এখন এটা সম্মিলিত প্লাটফর্ম। বিশ্বের প্রায় সব দেশে এ খাতে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। সে তুলনায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এ খাতে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাচ্ছে না। সম্প্রতি ব্র্যাক ব্যাংক আইটি মেলা ২০০৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান। বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ, বেসিসের প্রেসিডেন্ট সরওয়ার-ই-আলম, বেসিসের সাবেক প্রেসিডেন্ট হাবিবুল্লাহ এন করিম, ব্র্যাক ব্যাংকের রিটেইল শাখার প্রধান সাইফুদ্দিন এম নাসের, পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান মুন্সী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন ইউআইটিএস-এর উপাচার্য ড. এ মজিদ খান। মেলার মূল স্পন্সর ব্র্যাক ব্যাংক এবং কো-স্পন্সর যৌথভাবে পিএইচপি গ্রুপ এবং র‍্যাংগস মোটর্স লি:। দৈনিক যুগান্তর, চ্যানেল আই এবং দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট মেলার মিডিয়া পার্টনার।

ড. মঈন খান বলেন, দেশে প্রচুর মেধাবী রয়েছে। এদের সুযোগ দরকার। তথ্য প্রযুক্তিতে তারা খুবই ভালো করছে। গত কয়েক বছরে দেশে তৈরি সফটওয়্যার রফতানির হারও বাড়ছে আশাব্যঞ্জক হারে।

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ বলেন, সব বাধা দূর হলে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি খাতে একটি দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছবে। সরওয়ার-ই-আলম বলেন, তথ্য প্রযুক্তি খাতে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট বিনিয়োগ না হওয়ায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। ইউআইটিএসের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ক্লাব এবং ডিজিটাল ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে ৩ দিনের এ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল ■

এসেছে জি১ টার্বো সিরিজ মাদারবোর্ড

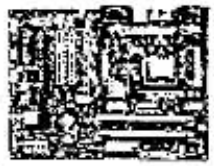

সম্প্রতি স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি. বাজারে ছেড়েছে জিএ-জি ১৯৭৫ এক্স মডেলের গিগাবাইট মাদারবোর্ড। জি১-টার্বো সিরিজের এই মাদারবোর্ড হার্ডকোর গেমারদের জন্যই তৈরি। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক ইন্টেল ৯৭৫ এক্স এক্সপ্রেস চিপসেট এবং গিগাবাইট টার্বো প্রযুক্তি। ব্যবহার হয়েছে ক্রিয়েটিভ সাউন্ড ব্লাস্টার লাইভ ২৪ বিট এর হার্ডওয়্যার অডিও কন্ট্রোলার। ফলে গেম, ডিভিডি, মুভি, মিউজিক এবং টেলিভিশনের শ্রুতিমধুর শব্দ পাওয়া যাবে। পিসি গেমারদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই মাদারবোর্ডটির মূল্য-৯৯,৫০০/ টাকা মাত্র। যোগাযোগ: ৮৬২২৭৩৩-৫ ■

বাংলা নববর্ষে এইচপি'র রোড শো

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আইডিবি ভবনে এইচপি'র রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। এইচপি পণ্য ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্যই এই আয়োজন। এ উপলক্ষে আইডিবি'র কমপিউটার মার্কেটকে সাজানো হয় নতুনভাবে। এছাড়া কিছু পণ্যের ওপর গিফট ভাউচার দেয় পরিবেশকরা ■

ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ডুয়ালকোর টেকনোলজি

ডুয়ালকোর টেকনোলজি ইন্টেল পেন্টিয়াম ডি ৮০৫, ২.৬৬ গিগাহার্টজের প্রসেসর বাজারে ছেড়েছে কমজ্যালী এবং এ প্রসেসর সাপোর্টেড ইন্টেলের এন্ট্রি পর্যায়ের মাদারবোর্ড ডি ১০১ জিজিসিএল ডেস্কটপ, যা সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। এছাড়া এক্সক্লুসিভ ক্রেতাদের জন্য রয়েছে ডুয়াল কোর টেকনোলজির ইন্টেল পেন্টিয়াম ডি ৮২০, ২.৮ গিগাহার্টজের প্রসেসর এবং সাপোর্টেড মাদারবোর্ড ডি ৯৪৫ জিএনটি। যোগাযোগ: ৮৬১৫১০০ ■

রাষ্ট্রপতি সকাশে বিসিএস নেতৃবৃন্দ

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে সম্প্রতি বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তারা। এ সময় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভাপতি মো. ফয়েজ উল্যাহ খান, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী শামীমসহ নির্বাহী পরিষদের ৬ সদস্য এ সাক্ষাতে অংশ নেন। রাষ্ট্রপতিকে দেশের তথ্য প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় বিসিএসের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন নেতৃবৃন্দ। তারা এ খাতের উন্নয়নে রাষ্ট্রপতির উপদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতা আশা করেন ■

ব্র্যাকনেটের যাত্রা শুরু

ব্র্যাকের ইন্টারনেট সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকনেটের যাত্রা শুরু হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক এবং ব্র্যাকনেটের চেয়ারম্যান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে ব্র্যাকনেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ব্র্যাকনেট তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক মাইলফলক হিসেবে বাংলাদেশে প্রথম নিয়ে এসেছে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে নন-লাইন অব সাইটে ৭০ মেগাবাইট স্পিডে ডাটা আদান-প্রদান করা যায়। এটা বর্তমান প্রযুক্তি ওয়াইফাই-এর সর্বাধুনিক সংযোজন যা অধিক ব্যান্ডউইডথ ও ইন্টারনেট সিকিউরিটি দিতে সক্ষম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের মধ্যে ডেলটা পার্টনারসের এমডি টেনলি পি সাকাই, মারুবিনি কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ইভিজি হিনাকা, অ্যালাইন্স ফোরামের টাকু ফুরু কাওয়া, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাইফ আফজালসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ■

এফোরটেকের নতুন পিসি ক্যামেরা বাজারে

এফোরটেক কোম্পানির পিকে-৫ মডেলের পিসি ক্যামেরা বাজারে এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা: লি.। এ পিসি ক্যামেরাটিতে রয়েছে ০.২৫ ইঞ্চির ১.৩ মেগাপিক্সেলের ইমেজ সেন্সর ও বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন। এ পিসি ক্যামেরাটির বডি টিউব ফ্রেমটি খুবই নমনীয়, ফলে ফ্রেমটিকে সুবিধাজনকভাবে বাঁকিয়ে, বিস্তৃত বা বর্ধিত করে এবং ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে ব্যবহার করা যায়। ইউএসবি ইন্টারফেসের এ পিসি ক্যামেরাটি প্লাগ-অ্যান্ড প্লে সাপোর্ট করে। দাম ১,৭০০ টাকা। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৩

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে ডেফোডিলে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ডেফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাবে, সমাজ ও দেশের ততই উন্নতি হবে। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ১৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এতে সাবমেরিন ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান। এ সময় তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করতে এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা খুবই জরুরি। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন অধ্যাপক সুব্রত কুমার আদিত্য ■

ইনফিনিটিতে লিনাক্স কোর্স

ইনফিনিটিতে শুরু হচ্ছে লিনআক্স নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কোর্স। বেসিক কমান্ডগুলো ছাড়াও টেল নেট, এফটিপি, এনএফএস, প্রাইমারি ডিএনএস, মেইল, ওয়েব, টার্মিনাল, ডায়াল ইন-আউটসহ বিভিন্ন সার্ভার কনফিগারেশন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১২২১৬৬ ■

ওয়ারিদ টেলিকমের রেডিও নেটওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট পেয়েছে নকিয়া বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ওয়ারিদ টেলিকমের গ্রিনফিল্ড নামক একটি রেডিও নেটওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট পেয়েছে নকিয়া। এই কন্ট্রাক্টের আওতায় নকিয়া সুলভমূল্যে ওয়ারিদ টেলিকমকে হায়ার ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিকের চাহিদা পূরণে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসাইট বেজস্টেশন সলিউশন দেবে, যা গড়ে উঠবে ঢাকা জেলাকে কেন্দ্র করে। সেই সঙ্গে আরো থাকবে নকিয়ার নেট অ্যাক্ট নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সলিউশন এবং ইনস্টলেশন, প্ল্যানিং ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস।

ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বশির এ তাহির বলেন, নকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ওয়ারিদ টেলিকম আনন্দিত। নকিয়াকে আমরা বেছে নিয়েছি তাদের স্টেট অব দ্য আর্ট রেডিও নেটওয়ার্কের জন্য, যা বাংলাদেশ গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। নকিয়া নেটওয়ার্কের এশিয়া প্যাসিফিক ভাইস প্রেসিডেন্ট রিকি করকার বলেন, এ চুক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, নকিয়া টেলিকমিউনিকেশন ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যার লক্ষ্য কম খরচে টেলিযোগাযোগ সুবিধা ও গ্রাহক সেবা সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। ওয়ারিদ টেলিকম শেখ নাহায়ান মোবারেক আল-নাহোয়ানের নেতৃত্বাধীন আবুধাবি গ্রুপের একটি অংশ ■

বাংলালিংকে ৭৯ পয়সায় কথা বলার সুযোগ

মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এখন দিচ্ছে ৭৯ পয়সা মিনিটে এফএনএফ নম্বরে কথা বলার সুযোগ। যাদের এফএনএফ নম্বর অ্যাকটিভেটেড আছে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সুবিধা পাবেন। রিলিংকড এবং লেডিস ফার্স্ট উভয় সংযোগের জন্য এই অফার প্রযোজ্য। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত এই সুবিধা বলবৎ থাকবে। ভ্যাট ও শর্ত প্রযোজ্য। এসএমএস-এর মাধ্যমে এফএনএফ সুবিধা পেতে হবে। এজন্য রাইট মেসেজ অপশনে যান, কাঙ্ক্ষিত বাংলালিংক নম্বরটি টাইপ করুন এবং পাঠিয়ে দিন ৩৩০০ নম্বরে। এজন্য চার্জ লাগবে না। ১২৩ নম্বরে ডায়াল করে নির্দেশনা জেনেনিতে হবে ■

ডিজুসের বর্ষপূর্তিতে আনন্দ উৎসব

তারুণ্যের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে গ্রামীণফোনের তরুণ লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড 'ডিজুস'-এর এক বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হলো। ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দীর্ঘ একটি কেক কেটে ও ১০ রকস্টারের মন মাতানো গানের সঙ্গে নেচে গেয়ে এই বর্ষপূর্তি পালন করল কয়েকশ' তরুণ। গত বছর পহেলা বৈশাখে ডিজুসের যাত্রা শুরু হয়। গ্রামীণফোনের হেড অব মার্কেটিং রুবাবা দৌলা মতিন কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিজুসের ব্র্যান্ড ম্যানেজার দেবাশীষ রায়।

রুবাবা দৌলা মতিন বলেন, ডিজুস একটা প্রজন্ম সৃষ্টি করেছে, যার নাম ডিজুস জেনারেশন। ডিজুস শিক্ষা ও সঙ্গীত কার্যক্রম এক সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ডিজুস ব্যবহার করছে ১২ লাখ গ্রাহক। পরে রকস্টাররা একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষের পরিবেশনা ছিল ব্যান্ডদল এল আর বি এবং ওয়ারফেজ ■

টেলিটক পোস্ট-পেইডে নতুন কল রেট

সরকারি মোবাইল অপারেটর টেলিটক তার পোস্ট-পেইড সার্ভিসের জন্য নতুন কলরেট নির্ধারণ করেছে। এখন থেকে পোস্ট-পেইড গ্রাহকরা টেলিটক থেকে টেলিটকে পিক আওয়ারে মিনিটে ২ টাকা ৪০ পয়সা, অফপিকে ১ টাকা ৮০ পয়সা এবং সুপার অফপিকে ৬০ পয়সায় কথা বলতে পারবেন। টেলিটক থেকে বিটিটিবি ও অন্যান্য মোবাইলে কলের ক্ষেত্রে মিনিট প্রতি চার্জ হবে ৩ টাকা, ২ টাকা এবং ১ টাকা। সব ইনকামিং কল ফ্রি। যেকোন মোবাইলে এসএমএস ১ টাকা। সারা দেশই এক জোন। রয়েছে আইএসডি কল সুবিধা। প্রথম মিনিটে পালস ৩০ সেকেন্ড ও পরবর্তী পালস ১৫ সেকেন্ড। যোগাযোগ: ৯৮৮২৫৮৬ এক্স-৩৩৩ (প্রি-পেইড) ও ৪৪৪ (পোস্ট-পেইড) ■

একটেল ও ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং চালু হচ্ছে

ব্র্যাক ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করছে মোবাইল অপারেটর একটেল। সম্প্রতি এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়েছে। চুক্তির ফলে একটেল ও ব্র্যাক ব্যাংকের গ্রাহকরা এসএমএসের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা পাবেন।

এছাড়া একটেল গ্রাহকরা এসএমএসের মাধ্যমে পোস্ট-পেইড ফোনের বিল পরিশোধ ও প্রি-পেইড ফোনের অ্যাকাউন্ট রিচার্জ এবং এটিএম মেশিনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা বিল পরিশোধ করতে পারবেন। পোস্ট-পেইড গ্রাহকদের দেয়া হবে ব্র্যাক ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একটেলের এমডি ও সিইও আহমেদ বিন ইসমাইল, বিপণন বিভাগের প্রধান আসিফ ইকবাল, করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান জাভেদ তারেক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি ও সিইও এহসানুল হক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমরান রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ■

কুমিল্লায় মোবাইল পণ্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

অনিক টেলিকমের বিভিন্ন মোবাইল পণ্যের এক প্রদর্শনী সম্প্রতি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোবাইল ফোনের ব্যাটারি, চার্জার ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। হালিমা টেলিকম এর আয়োজন করে। কুমিল্লা জেলা মোবাইল দোকান-মালিক সমিতির সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম রতনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনিক টেলিকমের মহাপরিচালক মশিউর আজম, হালিমা টেলিকমের মহাপরিচালক ও পরিবেশক একে হাসান টগর প্রমুখ ■

সিটিসেলের ১০০ টাকার কার্ড এসেছে

সিটিসেল এবার নিয়ে এসেছে ১০০ টাকার আলাপ এক্সপ্রেস প্রি-পেইড কার্ড। কার্ডের মেয়াদ দু'সপ্তাহ অর্থাৎ ১৪দিন। ৫০ টাকার সিটিসেল আলাপ এক্সপ্রেস (মেয়াদ ৭ দিন) এবং ৩০০ টাকার সিটিসেল আলাপ প্রি-পেইড কার্ডও (মেয়াদ ৬ মাস) বাজারে রয়েছে। যোগাযোগ: ০১১-৯৯১২১১২১ ■

সাজেম সেটের দাম কমেছে

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ফ্রান্সের তৈরি সাজেম মোবাইল সেটের দাম কমেছে। এখন সাজেম এমওয়াইএক্স-১ সেট পাওয়া যাচ্ছে ২৯৭৫ টাকায়। এতে রয়েছে স্পিকার ফোন, ভাইব্রেটিং অ্যালার্ট, পলিফোনিক রিংটোন, ৯৬x৬৪ পিক্সেল, এসএমএস ৭ লাইন ডিসপ্লে এবং ২.৫ ঘণ্টা টক টাইম। যোগাযোগ: ০১৯১৪২৫০০৬ ■

ফিলিপস সেটের সঙ্গে মেমরি কার্ড ফ্রি

ফিলিপস ৭৬৮ এবং ফিলিপস ৯৬০ মোবাইল ফোনের সঙ্গে ১২৮ মেগাবাইটের মেমরি কার্ড ফ্রি দিচ্ছে ফিলিপস মোবাইল ফোনের পরিবেশক কমপিউটার সোর্স। সেটগুলোতে ১ বছরের ওয়ারেন্টি, ইন্ফ্রারেড, ব্লুটুথসহ আধুনিক সব সুবিধা রয়েছে। দাম ৭৬৮ মডেল ১৬ হাজার ৭৫০ টাকা, ৯৬০ মডেল ১৯ হাজার ৮৬০ টাকা, এস ৮০০ মডেল ৯ হাজার ৮৫০ টাকা। যোগাযোগ: ৯১২৭৫৯২ ■

গ্রামীণের মেসেজ সেন্টারের নম্বর পরিবর্তন

গ্রামীণফোনের মেসেজ সেন্টারের নম্বর পরিবর্তন করা হয়েছে। আগের নম্বরের সঙ্গে এখন একটি শূন্য যোগ করতে হবে। নতুন নম্বরটি হলো ০১৭০০০০০৬০০। প্রথমে হ্যান্ডসেটের মেসেজ অপশনে যান। এরপর মেসেজ সেটিং অপশন ও পরে মেসেজ সেন্টার নম্বর অপশন খুলুন। শেষে নতুন নম্বরটি সেট করতে ০১৭-এর পর অতিরিক্ত একটি ০ যোগ করুন। আরো জানতে ১২১-এ কল করুন ■

সিঙ্গাপুরের লোটাস মোবাইল ফোন এখন বাজারে

আধুনিক প্রযুক্তি, আকর্ষণীয় ডিজাইন ও সাশ্রয়ী মূল্যে এই প্রথম দেশে এসেছে সিঙ্গাপুরের লোটাস মোবাইল ফোন। এতে রয়েছে ২০টি পলিফোনিক রিংটোন, রেইনবো ইনকামিং অ্যালার্ট, ইলেক্ট্রো ব্লু স্ক্রীন, ডাবল ডিসপ্লে, ভয়েস মেমো, ভাইব্রেশন এবং ১ বছরের ওয়ারেন্টি। সেটের একমাত্র পরিবেশক ট্রেড মিশন লি.। যোগাযোগ: ৮৮২২৯০৩ ■

প্রোগ্রামিং কনটেস্ট: বাংলাদেশী প্রোগ্রামাররা হয়েছেন ৩৯ তম

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে 'এসিএম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ২০০৬'। এতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে অংশগ্রহণকারী প্রোগ্রামাররা ২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করে ৩৯তম স্থান পেয়েছে। সমানসংখ্যক সমস্যার সমাধান করে একই অবস্থানে রয়েছে. ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ডিপল, ফুদান, ফুর্জ, প্রিন্সটন, রেনমিন, চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অব হংকং, ইউনিভার্সিডাড নাকিওনাল ডি কলম্বিয়া, ইউনিভার্সিটাট পলিটেকনিকা, ইউনিভার্সিটি অব এডিলেড, কেপটাউন, মেবিল্যান্ড কলেজ পার্ক, ভিনিসতিয়া ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, ইয়ারোস্লাভ ডেমিডভ স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইকোল ন্যাশনাল সুপিরিয়ার ডিস টেলিকম প্যারিস। ফাইনালে ছয়টি সমস্যার সমাধান করে সেরা হয় সারটোড স্টেট ইউনিভার্সিটি ■

গিগাবাইটের নতুন গ্রাফিক্সকার্ড অবমুক্ত

গিগা-বাইট টেকনোলজি সম্প্রতি জিভি-এনএক্স৭৬টি ২৫৬ডি-আর-এইচ গ্রাফিক্সকার্ড অবমুক্ত করেছে। এটি ৯০ এনএম এনভিআই-ডিআইএ জিফোর্স ৭৬০০ জিটি জিসিইউ-এর ভিত্তিতে তৈরি। এতে ব্যবহার হয়েছে গিগাবাইট সাইলেন্ট পাইপ ২ প্রযুক্তি। গ্রাফিক্সকার্ডটি এসএলআই প্রযুক্তি সাপোর্ট করে। এতে রয়েছে, ১২৮ বিট মেমরি বাস এবং ২৫৬ মে.বা ডিডিআর ৩ মেমরি। এছাড়া অসাধারণ পারফরমেন্স নিশ্চিত করার জন্য এতে ব্যবহার হয়েছে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ও একসেসরিস। যোগাযোগ: ৮৬২২৭৩৩-৫ ■

আলোহা পণ্য কিনলেই পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা

বাংলাদেশে এপল কমপিউটারের অথোরাইজড রিসেলার আলোহা আইশপ বৈশাখের আনন্দকে উপভোগ্য করে তুলতে যেকোন ধরনের পণ্যের জন্য র‍্যাফেল কুপনের ড্র-এর ভিত্তিতে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে আইপড, এইচপি ডেস্কজেট প্রিন্টার এবং ফ্লাশ ড্রাইভ। আর প্রতিটি পণ্যের সাথে রয়েছে ফ্রি টি-শার্ট। এছাড়া শুধু স্টুডেন্ট ও শিক্ষকরা বিশেষ ছাড়ে জনপ্রিয় আইপড পণ্যটি কিনতে পারবেন। আলোহা আইশপ-এর মতিঝিল অথবা গুলশান, যেকোন শাখা থেকে পণ্য কিনলেই ১৩ মে পর্যন্ত এ সুবিধা পাওয়া যাবে। যোগাযোগ: ৭১৬২৯২৭, ৮৮৩৪৫৩৫ ■

মেট্রিক্স মনিটর এনেছে কমভ্যালী

কমভ্যালী লি. উন্নতমানের মেট্রিক্স এলসিডি/সিআরটি মনিটর বাজারজাত করছে। ১৭০১এ এবং ১৭০৩এ দুটি ভিন্ন মডেলে রয়েছে ১৭" এলসিডি মনিটর, যার একটিভ এরিয়া ১৭.০" ডায়োগোনাল রেজ্যুলেশন ১২৮০x১০২৪ অ্যান্ড ৬০-৭৫ হার্টজ রেসপনস্ টাইম ২৫ মি:সে: কনট্রাস্ট রেশিও ৫০০:১, ব্রাইট ৩০০, ইউজার কন্ট্রোল ওএসডি, সার্টিফিকেট সিসিসি, সিই, এফসিসি। এছাড়া রয়েছে সিআরটি ১৭" মনিটর। যোগাযোগ: ৮৬১৫১০০ ■

টেলিযোগাযোগের খাতে জালিয়াতিতে শীর্ষ পাঁচে বাংলাদেশ

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক □ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা কমিউনিকেশন ফ্রড কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনের (সিএফসিএ) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ খাতে জালিয়াতির দিক থেকে শীর্ষ ৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তালিকায় পাকিস্তান, ফিলিপাইন, কিউবা ও ভারতের পর রয়েছে বাংলাদেশ।

সমীক্ষায় বলা হয়, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের উত্থানের কারণে টেলিযোগাযোগ খাতে জালিয়াতির ঘটনা বাড়ছে। সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো এ জালিয়াতিকেই নিজেদের তহবিল গঠনে ব্যবহার করছে। তারা অবৈধভাবে টেলিনেটওয়ার্কে ঢুকে সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে ২০০৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত জালিয়াতি বেড়েছে ৫২ শতাংশ।

টেলিকম বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে জালিয়াতির পরিমাণ বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। মূলত ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (ভিওআইপি) বা ইন্টারনেট টেলিফোনির মাধ্যমেই এ দেশে টেলিকম জালিয়াতি হচ্ছে। সিএফসির সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সারা বিশ্বের ৮৫ শতাংশ টেলিকম অপারেটর বলেছে, গত ৩ বছরে টেলিযোগাযোগ খাতে জালিয়াতির পরিমাণ বেড়েছে অথবা একই রকম আছে। ৬৫ শতাংশ বলেছে, জালিয়াতি বাড়ছে বা একই অবস্থায় আছে। এই জালিয়াতির কারণে প্রতি বছর ৫ হাজার ৪৪০ কোটি থেকে ৬ হাজার কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে। এটি টেলিযোগাযোগ খাতের মোট রাজস্বের ৫ শতাংশ ■

অপটিক্যাল ফাইবার ও মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ অ্যাডভান্স ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল যোগাযোগ এবং মাইক্রোকন্ট্রোলার ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়া রয়েছে টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল, পিসিবি ডিজাইন, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, তড়িৎ কৌশলসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। যোগাযোগ: ০১৫২৪৭৫১৯৯ ■

ডেফোডিল-গ্রামীণ আইটি এডুকেশন লি.-এর উদ্বোধন

ডেফোডিল কমপিউটার্স লি. ও গ্রামীণ স্টার এডুকেশন লি.-এর যৌথ প্রতিষ্ঠান ডেফোডিল গ্রামীণ আইটি এডুকেশন লি. ৪ এপ্রিল আগারগাঁওয়ের এলজিইডি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সবুর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সে সময়ের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রধান অতিথিও গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটি আইটি কোয়ালিফিকেশন এওয়ার্ডিং বডি হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন ও পরিচালনা, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সনদ প্রদান করবে ■

আসুসের এএমডি এথলন ৬৪ বিট প্রসেসর সমৃদ্ধ নোটবুক বাজারে

আসুসের এ৪৫০০ডি মডেলের নোটবুকে রয়েছে এএমডি-মোবাইল এথলন ৬৪ বিট ৩০০০+প্রসেসর, যার এল-২ ক্যাশ ৫১২ কিলোবাইট। গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা: লি.-এর আনা এ নোটবুকের মাদারবোর্ডটিতে রয়েছে এনভিডিয়া চিপসেট এবং ১৬০০ মেগাহার্টজ ফ্রন্ট সাইড বাস। বিল্ট ইন রয়েছে এটিআই রেডিয়ন ৯২০০ চিপসেটের ৩২ মেগাবাইট ভিডিও মেমরির গ্রাফিক্স কন্ট্রোলার, অডিও কন্ট্রোলার, ১০/১০০এম ল্যান কন্ট্রোলার। ৩.৫ কেজি ওজনের নোটবুকটির এলসিডি ডিসপ্লে ১৫.১ ইঞ্চির এবং নোটবুকটির পূর্ণ চার্জের লিথিয়াম ব্যাটারির মাধ্যমে একনাগাড়ে ৩.৬ থেকে ৪.৫ ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যায়। দাম ৮১,০০০ টাকা। গ্রাহকদের সুবিধার্থে কিস্তিতে নোটবুক কেনার জন্য রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের সহায়তায় লোন স্কিম। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৪ ■

মাদারীপুরে কমপিউটার মেলা অনুষ্ঠিত

মাদারীপুরে প্রথমবারের মতো তিন দিনের কমপিউটার ও ইন্টারনেট মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদারীপুর সুধীমহল আয়োজিত এ মেলায় সহযোগিতা করেছে মাদারীপুর কমপিউটার সোসাইটি। স্থানীয় মেলবোর্ন প্লাজায় মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (রাজস্ব) মো. ইউসুফ আলী। মেলা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা. গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আনন্দ কমপিউটার্স-এর প্রধান নির্বাহী মোস্তাফা জব্বার, ঢাকায় মাদারীপুর উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি আব্বাস উদ্দিন আফসারী ও রাজন মাহমুদ। মেলায় কমপিউটার সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট ও প্রশিক্ষণের মোট ৩৮টি স্টল ছিল ■

নতুন আঙ্গিকে রিয়েলভিউ টিভি কার্ড এখন বাজারে

গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা: লি. সম্প্রতি রিয়েলভিউ কোম্পানির টিভি ১৩৮৮ই এবং আরভি ২১৮৮ মডেলের এক্সটার্নাল টিভি কার্ড দু'টি ফের বাজারে এনেছে। সম্পূর্ণ ইউজার ফ্রেন্ডলি এ টিভি কার্ডগুলো মনিটরে টেলিভিশনের চেয়েও ভালো মানের ছবি উপহার দিতে পারে। এতে আরো রয়েছে বিল্ট-ইন স্পিকার, যা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সর্বোচ্চ ১০০০ চ্যানেল সংরক্ষণযোগ্য এবং ৫০ হার্টজ পিএএল/৬০ হার্টজ এনটিএসসি রিফ্রেশ রেটের এ টিভি কার্ডগুলোর দাম ১,৯০০ টাকা। যোগাযোগ: ৮১২৩২৭৩-৫ ■

ওয়েবসাইট মডেলস বিডি.কম

তিনটি প্রফেশনাল কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়াম তৈরি করেছে দেশের প্রথম মডেলদের নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়েবসাইট www.modelsbd.com। আলোকচিত্রী তানভীরের স্টুডিও 'জোন-এইট' মূলত এসব মডেলদের ছবি তোলা ও পাবলিকেশনসের দায়িত্ব পালন করছে। আর মিডিয়া কমিউনিকেশন হাউস 'কুল এক্সপোজার' আছে সার্বিক প্রচারণা, সংবাদ পরিবেশনা ও মার্কেটিং-এর দায়িত্বে। এছাড়া বিউটিশিয়ান ও ফ্যাশন ডিজাইনার তানজীদা নবী অন্তরা'র 'স্টাইল চ্যালেঞ্জ' এসব মডেলদের মেকআপ, হেয়ার স্টাইল থেকে শুরু করে, কোন ড্রেসটি পরবেন, কীভাবে 'র‍্যাম্পে' ক্যাটওয়াক করবেন, তার যাবতীয় ট্রেনিং ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যোগাযোগ: ৮৩৬০০৮৬ ■

মডেলস্ বিডি ডট কম'র জন্য স্টাইল চ্যালেঞ্জের দুই মডেল নওশী ও লিজা

কমপিউটার শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে ডি.নেট-ব্যাংক এশিয়া চুক্তি

ব্যাংক এশিয়ার অর্থায়নে ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডি.নেট) আরো ৩টি কমপিউটার শিক্ষা কেন্দ্র চালু করবে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে দুই প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয়েছে। এতে নিজ নিজ পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যাংক এশিয়ার এমডি সৈয়দ আনিসুল হক ও ডি.নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হান। এ সময় ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ইরফানউদ্দিন আহমেদ ও ডি.নেটের পরিচালক অজয় কুমার বসু উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জের মালখানগর, কিশোরগঞ্জের তাড়াইল ও চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় এই তিনটি কমপিউটার শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হবে। সামাজিক কর্মসূচির আওতায় ব্যাংক এশিয়া এ অর্থায়ন করছে। ৩টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে ৪টি করে কমপিউটার থাকবে। গত বছর মার্চে ডি.নেট এই কার্যক্রম শুরু করে এ পর্যন্ত ৩৬টি কমপিউটার কেন্দ্র চালু করেছে ■

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে ব্রিটিশ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলছে

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে এক বছর মেয়াদি ব্রিটিশ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলছে। কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র সরাসরি ব্রিটেন থেকে আসে। আগ্রহীদের শিগগিরই যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। যোগাযোগ: ৮১২৬৯৩১ ■

বেইজে ডিবিএ কোর্সে ১০% ছাড়

বেইজ লিমিটেড ৯i ডিবিএ ও ডেভেলপার কোর্সে ১০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে। যারা ওরাকল সার্টিফাইড প্রফেশনাল হতে আগ্রহী তাদের জন্য ওরাকল-এর ডিজাইন করা এ কোর্সটি অত্যন্ত উপযোগী। অভিজ্ঞ ও সার্টিফাইড প্রফেশনাল দিয়ে পরিচালিত কোর্সে বই ও সনদ দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৮৬২২০৭৬ ■

প্রোলিঙ্কের কয়েকটি পণ্য বাজারে ছেড়েছে কমপিউটার সোর্স

প্রোলিঙ্ক পিসি ইউপিএস-৬০০০ভিএ

প্রোলিঙ্কের পিসি ইউপিএস ৬০০০ভিএ বাজারে ছেড়েছে কমপিউটার সোর্স লি.। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: অটোমেটিক সেলফ ডিটেকশন, অটোমেটিক চার্জিং, ক্যাপাসিটি: ৫০০ভিএ, ট্রান্সফার টাইম: ২ মিনিট (সর্বোচ্চ), ওজন ৫.৬/৬ কেজি এবং জেনারেটরের সাথে কমপেটিবল। দাম ২,৫০০ টাকা। ওয়ারেন্টি ২ বছরের।

প্রোলিঙ্ক ইউএসবি এডপ্টার ড্রিউজি ২০০০

প্রোলিঙ্কের ইউএসবি এডপ্টার ড্রিউজি ২০০০ ও বাজারে এসেছে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: আইত্রিপলই: ৮০২.১১জি, হুস্ট ইন্টারফেস: ইউএসবি ১.১, অ্যান্টেনা টাইপ: পিসিবি প্রিন্টেড, আউটপুট পাওয়ার: ১৫ ডিবিএম। দাম ৩০০০ টাকা। ওয়ারেন্টি এক বছরের।

প্রোলিঙ্ক থ্রিইন ওয়ান ব্রডব্যান্ড রাউটার

কমপিউটার সোর্স বাজারে এনেছে প্রোলিঙ্কের ৩ ইন ১ ব্রডব্যান্ড রাউটার ড্রিউজিআর ১০০৪। এতে আছে তার ছাড়া অথবা তারসহ হাইস্পীড ডিএসএল/ক্যাবল ইন্টারনেট কানেকশন এর শেয়ার এবং শেয়ার বাড়ানোর সুযোগ। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো: ডাটা রেট ৫৪ এমবিপিএস পর্যন্ত, ব্যাকওয়ার্ড কমপেটিবল, ওয়েব বেইজড ম্যানেজমেন্ট, রিমোট ম্যানেজমেন্ট, ন্যাচারাল ফায়ারওয়াল, ইউআরএল কনটেন্ট ফিল্টারিং। দাম ৩৬০০ টাকা। ওয়ারেন্টি ১ বছরের। যোগাযোগ: ৯১২৭৫৯২, ০১৭১১১৯৭০৩৪ ■

কমপিউটার জগৎ আপনার হাতের মুঠোয় থাকলে কমপিউটারের সমগ্র জগতটাকে আপনি জানতে পারবেন।

আনন্দ আইআইটিতে বিশেষ ছাড়

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আনন্দ আইআইটি তাদের ১ বছর মেয়াদি গ্রাফিক্স ও মাল্টিমিডিয়া ডিপ্লোমাসহ সব কোর্সে ২০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে। এ ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করতে হলে ৩১ বৈশাখের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। যোগাযোগ: ৯৫৫৪৭৩১ ■

ওয়েব পোর্টাল মাই-বাংলাদেশ ডট কম চালু

সম্প্রতি চালু হয়েছে বাংলাদেশী ওয়েব পোর্টাল My-Bangladesh.com। এই পোর্টালে পাওয়া যাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাজা খবর যা সরাসরি বিশ্বের অন্যান্য সংবাদ পরিবেশনকারী চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত। বাংলা সংবাদের অংশে একটি পাতার ভেতরেই বাংলাদেশের সব (অনলাইন) পত্রিকা একযোগে খোলা ও পড়া যাবে। এছাড়া সরাসরি বাংলা রেডিওর সংবাদগুলো শোনা যাবে। বিনামূল্যে পোস্ট করা যাবে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন। শোনা যাবে পছন্দের গানগুলো। যোগাযোগ: ০১৫২৩৩৪৬৫৮ ■

অনলাইন ব্যাংকিং চালু করছে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক

আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি. অনলাইন ব্যাংকিংয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তারা মিলেনিয়াম ইনফরমেশন সলিউশন লি.-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। ১৯ এপ্রিল ব্যাংকের এমডি এম এম সামাদ শেখ এবং মিলেনিয়াম ইনফরমেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদ হোসেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এ চুক্তির ফলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও সব শাখা তাদের কার্যক্রম মিলেনিয়ামের অনলাইন ইসলামিক ব্যাংকিং সফটওয়্যার 'আবাবিল'-এর মাধ্যমে পরিচালনা করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ব্যাংকের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, পরিচালক আবদুল মালেক মোল্লা, খন্দকার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আহমেদ আলী, মিলেনিয়ামের সিটিও ফখরুজ্জামান, জাকির হোসেন, সাইফুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ■

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার সফটওয়্যার প্রকাশিত

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমপিউটার সফটওয়্যার তৈরি করেছে বিটিএস গ্রুপ। 'কুইক অ্যান্ড ইজি টোটাল এইচআরএম' নামের এ সফটওয়্যার দিয়ে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ করা যাবে। বিস্তারিত জানা যাবে www.btstech.net ওয়েবসাইট থেকে ■

লন্ডনে বাঙালিদের ওয়েবপোর্টাল চালু

১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যসহ সারা বিশ্বের বাঙালিদের জন্য লন্ডন থেকে একটি ওয়েবপোর্টাল চালু করা হয়েছে। দৈনন্দিন খবরাখবর, সংগঠন সংবাদ, সাক্ষাৎকার, অভিমত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্যসহ — অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে www.ukbengali.com ওয়েবপোর্টালে। যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাঙালিরা এটি তৈরি করেছেন ■

TOCA Race Driver 3

TOCA Race Driver 3, রেইনবো সিক্স: লকডাউন এবং গেমের কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে এবারের গেমের জগৎ লিখেছেন সিফাত শাহরিয়ার

যারা কোডমাস্টারের 'Toca রেস ড্রাইভার গেম সিরিজটির সাথে পরিচিত তারা জানেন, এই সিরিজের গেমগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য দুটি: ১) সিমুলেশনভিত্তিক ড্রাইভিং এবং ২) ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অসংখ্য রেসিং মোড। সাধারণত বেশির ভাগ রেসিং গেমেই দেখা যায় ডেভেলপাররা মূলত কোন নির্দিষ্ট একটি রেসিং মোডের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, যেমন ফর্মুলা ওয়ান বা র‍্যালি। এবং এসব গেমে লাইসেন্স করা গাড়ির সংখ্যা থাকে প্রচুর। কিন্তু TOCA-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে গেমাররা খুব বেশি লাইসেন্স করা গাড়ি না পেলেও তাদের হাতে থাকবে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রেসিং মোডে খেলার অপশন। এই সিরিজের সর্বশেষ সংস্করণ TOCA রেস ড্রাইভার ৩-এ ডেভেলপাররা সংযোজন করে আরো বেশ কয়েকটি নতুন রেসিং মোড এবং অনেকগুলো রেসিং ট্র্যাক।

গেমপ্লে: TOCA ৩-তে গেমাররা ৩৬টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রেসিং-এ অংশ নিতে পারবেন। এদের মধ্যে আছে ওপেন হুইল, জিটি, অফ-রোড, র‍্যালি, সুপারট্রাক, স্প্রিন্ট কার, ট্যুরিং কার, indy কার, স্টক কার, মনস্টার ট্র্যাক, গো-কার্ট ইত্যাদি। এবং আপনি এখানে প্রত্যেক ধরনের রেসের জন্য উপযুক্ত গাড়িরও এক বিশাল সমাহার পাবেন যাদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৭০টি লাইসেন্স করা ভেহিকল। কিছু কিছু রেসের ক্ষেত্রে আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু গাড়ির মধ্যে পছন্দের গাড়িটি নির্বাচন করতে হবে। আর অন্যান্য রেসিংগুলোর ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন ধরনের গাড়ি থেকে নিজের পছন্দমতো যেকোন একটি বেছে নিতে পারবেন। TOCA ৩-তে মোট ৮০টি ভিন্ন ভিন্ন রেসিং ট্র্যাক আছে। এগুলোর বেশির ভাগেই রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কঠিন ও বিপদজ্জনক বাঁক। সাধারণ ডিফিকাল্টি লেভেলে এসব বাঁকে কমপিউটার অপোনেন্ট বেশ সতর্কতার সাথে ধীরে গাড়ি চালায়। ফলে এসব স্থানে গেমার একবারেই বেশ কয়েকজনকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু ডিফিকাল্টি লেভেল বাড়ালে এদের দক্ষতাও বাড়বে এবং একবার এদের পেছনে পড়লে রেসে জয়ী হওয়া মোটামুটি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

TOCA ৩-তে গেমাররা ফ্রী রেস মোড, ওয়ার্ল্ড ট্যুর ও প্রো-ক্যারিয়ার মোডে খেলতে পারবেন। ফ্রী রেস মোডে গেমাররা যেকোন একটি রেসিং ইভেন্টে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন। ওয়ার্ল্ড ট্যুরটি মূলত TOCA ২-এর ক্যারিয়ার মোডের আদলে তৈরি করা হয়েছে। এখানে একটা কাহিনীর সাথে সাথে গেমারকে মোট ৩২টি ধাপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। রেসের ফাঁকে ফাঁকে কাটসিনগুলোর মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হতে থাকবে। এক্ষেত্রে এক ব্রিটিশ ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করবে, যে একাধারে আপনার ম্যানেজার ও মেকানিক হিসেবে কাজ করবে। গেমার একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ট্যুর কাহিনী মূলত আপনার ও আরেকজন রেসারের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়েই গড়ে উঠেছে। আর প্রো-ক্যারিয়ার মোডে গেমারকে যেকোন একটি নির্দিষ্ট ধরনের রেসিং-এ (যেমন ক্লাসিক বা ওপেন হুইল রেসিং) সংশ্লিষ্ট সবগুলো ট্র্যাক ও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এই গেমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো– এর ড্যামেজ ইফেক্ট। যেমন, আপনি যদি

Watch. Play. Learn. Listen.

All with the power of 2 processing cores.
Introducing the new Intel® Pentium® D Processor.

intel
Pentium D
inside

গাড়ি নিয়ে সজোরে দেয়ালে ধাক্কা মারেন তাহলে গাড়ির গিয়ার ট্রান্সমিশন তুলনামূলক ধীরে ঘটবে কিংবা হুইল অ্যালাইনমেন্ট নড়বড়ে হয়ে যাবে, যার ফলে গাড়ি কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে আপনা আপনি সরে যেতে চাইবে কিংবা সম্পূর্ণ ইঞ্জিনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া গাড়ীর ফিজিক্যাল ড্যামেজ তো আছেই।

গ্রাফিক্স ও সাউন্ড: TOCA ৩-এর গ্রাফিক্স অত্যন্ত চমৎকার। গাড়ির মডেলগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা পাশের ছবি দেখেই বুঝতে পারবেন। বিশেষ করে ওপেন-হুইল ভেহিকলগুলোর নিখুঁত ডিজাইনিং নিশ্চিতভাবেই গেমারকে মুগ্ধ করবে। রেসিং ট্র্যাকগুলো ডেভেলপাররা যথাসম্ভব মূল ট্র্যাকগুলোর অনুকরণেই তৈরি করেছেন। তবে ট্র্যাকের আশপাশের এলাকা থেকে মূল ট্র্যাকের প্রতিই ডেভেলপাররা বেশি যত্নবান ছিলেন। রোড টেক্সচার অত্যন্ত নিখুঁত ও উন্নতমানের হলেও দূরবর্তী ব্যাকগ্রাউন্ড ততটা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। অবশ্য রেসিং-এর সময় এই ব্যাপারগুলো ততটা নজরেও পড়বে না। এছাড়া গেমের ফিজিক্স মডেলিংও অত্যন্ত দারুণ। গেমের রেসিং রিপ্লে দেখলে গেমারের মনে হবে সে যেন টিভিতে কোন সত্যিকারের রেসিং প্রতিযোগিতা দেখছে। গ্রাফিক্সের মতো গেমের সাউন্ড বিভাগটিও গেমারকে সন্তুষ্ট করবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো গাড়ির ইঞ্জিনের সাউন্ড ইফেক্ট। গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন, টায়ারের সাথে ট্র্যাকের ঘর্ষণ আর গাড়ির সাথে গাড়ির বা দেয়ালের সংঘর্ষের শব্দ– সবকিছুই এতটা নিখুঁত ও বাস্তবধর্মী যে গেমারের মনে হবে সে যেন সত্যি সত্যিই রেসিং ট্র্যাকে অবস্থান করছে। আর রেসিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে কাটসিনগুলোর মধ্যে ভয়েস অ্যাক্টিংও অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া মৃদু লয়ের গেম মিউজিকও গেমারকে মুগ্ধ করবে।

সর্বোপরি TOCA ৩ এমনই একটি রেসিং গেম, যা সব ধরনের রেসিং গেমভক্তদেরই পছন্দ হবে। কেননা এর অসংখ্য বৈচিত্র্যময় রেসিং-এর কোন না কোনটি নিশ্চিতভাবেই প্রত্যেক গেমারেরই পছন্দ হবে। আশা করা যায় আগের গেমটির মতো এটিও গেমারদের মনে দাগ কাটবে।

মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট: প্রসেসর ১.৫ গি.হা., র‍্যাম ৫১২ মে. বা, এজিপি ৬৪ মে.বা., ৬ গি.বা. ফ্রী হার্ড ডিস্ক স্পেস, উইন্ডোজ এক্সপি।

রেইনবো সিক্স: লকডাউন

শুটিং ক্যাটাগরির গেমগুলোর মধ্যে Tom Clancy-এর রেইনবো সিক্স একটি স্বনামধন্য গেম সিরিজ। এর আগে এ সিরিজের বেশ কয়েকটি গেম রিলিজ পেয়েছে। প্রথম গেমটি বাজারে এসেছিল ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে। গেমগুলোর বেশির ভাগই গেমারদের কাছে হয়েছে সমাদৃত। সিরিজের সর্বশেষ সংস্করণ 'লকডাউন'-এর গেমপ্লেতে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আশা করা যায় এটিও ফার্স্ট পারসন শুটিং ক্যাটাগরি গেমভক্তদের মন জয় করবে।

গেমপ্লে: অন্যান্য রেইনবো সিক্স গেমের মতো এখানেও গেমারকে খেলতে হবে Rainbow নামের একটি সন্ত্রাসবিরোধী মিলিটারি ফোর্সের স্কোয়াড লিডার হিসেবে। আর সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করতে কখনো গেমারকে উপস্থিত হতে হবে মধ্যপ্রাচ্যে, কখনো স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট বিল্ডিং-এ, আবার কখনো ফ্রেঞ্চ জাহাজে। গেমের মোট ১৬টি মিশনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গেমারের কাজ হবে সন্ত্রাসী দলকে নিশ্চিহ্ন করা। আবার কিছু কিছু লেভেলে গেমারের কাজ হবে হোস্টেজকে অপহরণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করা অথবা বোমা নিষ্ক্রিয় করা। তবে প্রত্যেকটা মিশনেই গেমারকে অসংখ্য সন্ত্রাসীকে হত্যা করতে হবে। এমনকি নরমাল ডিফিকাল্টি লেভেলেও সন্ত্রাসীর সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় গেমার বেশ কয়েকটি বুলেটের আঘাতের পরও খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন। তবে তাই বলে আপনি একদম বেপরোয়াভাবে খেলে যেতে পারবেন, তা নয়। কেননা একবার শত্রুপক্ষের ব্রাশফায়ারের মধ্যে পড়লেই আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ফলে আগের গেমগুলোর তুলনায় এ গেমটি ততটা দ্রুতগতির নয়, বরং আরো সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে গেমারকে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

গেমে কিছু নতুন ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– Motion tracker। এ যন্ত্রটির সাহায্যে গেমার বন্ধ দরজা বা দেয়ালের অপর পাশে থাকা সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। এছাড়া আপনি আপনার টিমমেটদের ওৎ পেতে থাকা বিভিন্ন সন্ত্রাসীর খোঁজে দেয়ালের কোণ বা বন্ধ দরজা খোলার মতো বিপজ্জনক কাজগুলো করার নির্দেশ দিতে পারবেন। টিমমেটদের এই বন্ধ দরজা খোলার পদ্ধতিটাও বেশ আকর্ষণীয়। তারা দরজার গায়ে কোন বিস্ফোরক স্থাপন করে বিস্ফোরণের মাধ্যমে অথবা শটগান দিয়ে গুলি করে দরজার লক ভেঙে দরজা খুলবে। এরপর তারা একটি frog অথবা flash গ্রেনেড ভেতরে ছুড়ে মারবে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে গেমে ডাইনামিক এন্ট্রি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং একটি মাত্র নির্দেশের মাধ্যমেই গেমার তার টিমমেটদের দিয়ে এই কাজটি করাতে পারবেন। সামগ্রিক বিচারে গেমে ব্যবহার করা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেশ ভালো। লড়াইয়ের সময় গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য আপনার শত্রুরা কভার নেবে এবং দেয়ালের ধারগুলোতে উঁকি মেরে আপনার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবে। এমনকি সময়ে সময়ে আপনার দৃষ্টি আটকানোর জন্য তারা স্মোক গ্রেনেডও ব্যবহার করবে। তবে তারপরও গোপনে সন্ত্রাসীদের কাছাকাছি অবস্থানে গিয়ে মাথায় একটিমাত্র গুলি করে তাদের ধরাশায়ী করা সম্ভব হবে।

অস্ত্র: গেমটিতে ব্যবহৃত অস্ত্রের ভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। অ্যাসল্ট রাইফেল, সাবমেশিন গান, কমব্যাট শটগান ও পিস্তল– সবরকম অস্ত্রই গেমাররা পাবেন এখানে। এবং অস্ত্রগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি অস্ত্র ডিজাইন করা হয়েছে আসল

Supercharge Your Sound
with Intel® High Definition Audio
• 24 bit 192 Khz Crystal clear sound
• Dolby Digital on PC
• Up to 7.1 channel Surround
intel
Pentium D inside
Intel
945G
EXPRESS
CHIPSET
Supports Intel® Pentium® D Processor

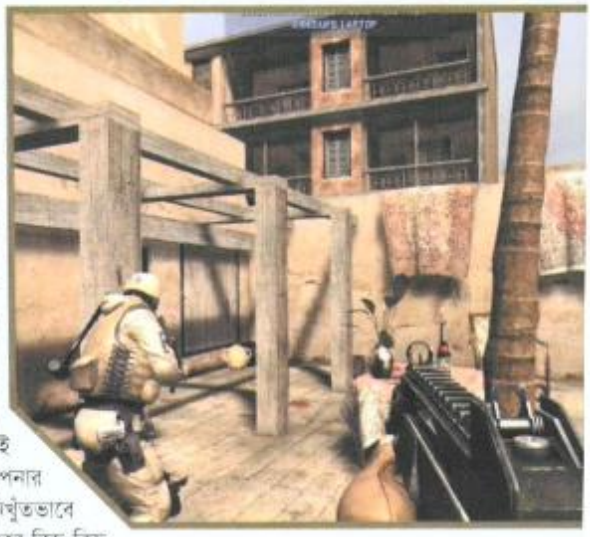

অস্ত্রের অনুকরণে। যেমন– কালাশনিকভ, MP-5, ডেজার্ট ঈগল ইত্যাদি। এসব অস্ত্র ছাড়াও গেমার পাবেন frag ও flash গ্রেনেড। পাশাপাশি পাবেন হাতুড়ি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো– প্রত্যেকটি অস্ত্রের সাথেই রয়েছে কোন না কোন বিশেষ সুবিধা। যেমন Red-dot sight, সাইলেন্সার অথবা হাই-ক্যাপাসিটি ম্যাগাজিন। একেকটি অস্ত্র একেক স্থানে কার্যকর। সে জন্য গেমারের উচিত হবে একটু চিন্তা করে সব থেকে উপযুক্ত অস্ত্রটি বেছে নেওয়া। আর বেশির ভাগ অস্ত্রেরই অ্যামুনিশন ৫০০ রাউন্ড গুলিরও কম। তাই গেমারের উচিত হবে একটু সতর্কতার সাথে গুলিবর্ষণ করা। নতুবা গেমার মিশনের শেষ পর্যায়ে অ্যামুনিশনের অভাবে পড়তে পারেন। কেননা আগেই বলা হয়েছে প্রতিটি মিশনে গেমারকে একশ'রও বেশি সন্ত্রাসীকে হত্যা করতে হবে।

মাল্টিপ্লেয়ার মোড: এ গেমটির মাল্টিপ্লেয়ার মোডে গেমাররা অনেকগুলো অপশন পাবেন। অ্যাসল্ট বা স্নাইপার– যেকোন মোডে গেমাররা খেলতে পারবেন, যার প্রত্যেকটিরই আছে নিজস্ব সুবিধা ও বাধ্য-বাধকতা। এর টিম বেজড গেমগুলো মূলত তিন ধরনের। যথা ডেথম্যাচ, ক্যাপচার দা ফ্ল্যাগ ও রিভালরি মোড। মাল্টিপ্লেয়ার মোডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো– Co-operative play যেখানে গেমার ল্যান বা ইন্টারনেটে সর্বোচ্চ চারজন প্লেয়ার সাথে নিয়ে খেলতে পারবেন। মিশন মোডে গেমার তার সঙ্গীকে সাথে নিয়ে সিঙ্গেল প্লেয়ার মোডের ওই ১৬টি মিশনেই কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর Co-op-এর ক্ষেত্রে গেমাররা মারা গেলেও আবার নতুন করে খেলার সুযোগ পাবেন। ফলে প্লেয়ারদের মধ্যে কেউ আনাড়ি হলেও খুব একটা সমস্যা দেখা দেয় না।

গ্রাফিক্স: সামগ্রিক বিচারে লকডাউন-এর গ্রাফিক্স অত্যন্ত চমৎকার। বিশেষ করে গেমের ক্যারেক্টার মডেলিং এক কথায় অসাধারণ। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতিটা ক্যারেক্টার মডেল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাদের মাথার হেলমেট, চোখের ট্যাকটিকাল গ্লাস, পায়ের জুতা কিংবা ইউনিফর্মে গ্রেনেড রাখার ছোট পকেট বা পিস্তলের হোলস্টার সবকিছুই অত্যন্ত নিখুঁত। এমনকি তাদের জুতার সোলটাও স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন আপনি। তবে আপনার শত্রুদের ক্যারেক্টার মডেলিং ততটা সূক্ষ্মভাবে করা হয়নি। আবার মৃত শত্রুদের লাশও কিছু সময় পরে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তবে গুলির আঘাতে সন্ত্রাসীদের মাটিতে লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যটি বেশ আকর্ষণীয়। আর গেমে ব্যবহৃত অস্ত্রের মডেলগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ডেভেলপাররা তৈরি করেছেন। প্রতিটি অস্ত্রের মডেলই বেশ জটিল ও অস্ত্রগুলো দেখতেও আকর্ষণীয়। গেমের একটি লেভেলে গেমারকে বৃষ্টির মধ্যে খেলতে হবে, যেখানে গেমার বৃষ্টির ফোঁটা স্ক্রীনের গা থেকে গড়িয়ে পড়ার এক অসাধারণ ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট দেখতে পাবেন। আর লেভেল ডিজাইন ও গেম এনভায়রনমেন্ট তৈরিতে ডেভেলপাররা শতভাগ সফল। আগের গেমগুলোর তুলনায় এ গেমের লেভেলগুলো আরো বড় এবং অনেক বেশি ডিটেইলড। গেমে ব্যবহৃত টেক্সচারও অনেক উন্নতমানের। এছাড়া গেমের লাইটিং ইফেক্টও অসাধারণ। ক্যারেক্টারগুলোর স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের ছায়ার অবস্থান ও আকারের পরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই গেমারকে মুগ্ধ করবে। এমনকি আপনার ব্যবহৃত অস্ত্রের ছায়াটিও একদম নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ডেভেলপাররা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রাফিক্সের সমস্যাও চোখে পড়ার মতো। জনবহুল মিশনগুলোতে যেমন ফ্রান্সের ফেরি-শিপের মিশনে ক্যারেক্টার মডেলগুলো মাঝেমধ্যেই কোন বস্তু বা পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলে সেখানে কিছু সময়ের জন্য আটকে যায়। এ সমস্যাটি বাদ দিলে গেমের গ্রাফিক্স এক কথায় অসাধারণ, যা যেকোন গেমারেরই মন জয় করবে।

সাউন্ড: গ্রাফিক্সের মতো গেমের সাউন্ড বিভাগটি বেশ উন্নতমানের। প্রত্যেকটি অস্ত্রের পৃথক পৃথক শব্দ আছে। এমনকি অস্ত্রের গর্জন শুনে গেমার অস্ত্রটি শনাক্ত করতে পারবেন। এছাড়া অন্যান্য সাউন্ড ইফেক্টগুলোও অত্যন্ত দারুণ। যেমন– দৌড়ানোর পর আপনি আপনার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পাবেন। এছাড়া নিঃশব্দ হলওয়েতে আপনি শুনতে পাবেন নিজের পদশব্দ যা কিনা আবার মেঝের প্রকৃতি ভেদে পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ কার্পেটের ওপর হাঁটার সময় পাবেন একরকম শব্দ আর কংক্রিট বা টাইলস অথবা মোজাইকের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় ভিন্ন রকম শব্দ। তবে গেমটিতে মেনু মিউজিক বাদে তেমন কোন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করা হয়নি। এটি অবশ্য করা হয়েছে গেমের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্যই।

বহুদিন আগেই এ গেমটির কন্সোল ভার্সন বাজারে এসেছিল। কন্সোল ভার্সনের সাফল্যের পর পিসি ভার্সনের আগমন ছিল তাই প্রত্যাশিত। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বেশ দেরি করেই এর আবির্ভাব ঘটেছে। তবে তারপরও সিরিজের অন্যান্য গেমগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন স্বাদের এ গেমটি শুটিং গেমভক্তদের নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট করবে। তাই আর দেরি না করে গেমটি সংগ্রহ করে খেলতে বসে যান।

ন্যূনতম রিকোয়ারমেন্টস: প্রসেসর ১.৫ গি.হা., র‍্যাম ৫১২ মে. বা., এজিপি ৬৪ মে.বা., ৭ গি.বা. ফ্রী হার্ড ডিস্ক স্পেস, উইন্ডোজ ২০০০/এক্সপি।

Make your PC a Digital Entertainment Center

Play Games and Record TV shows on your PC with the Intel® Pentium® D Processor and the Intel® D945GNTL Desktop Board

intel Pentium D inside

Intel 945G EXPRESS CHIPSET Supports Intel® Pentium® D Processor

গেমের কিছু সমস্যা ও সমাধান

সমস্যাটি পাঠিয়েছেন রংপুর থেকে তন্ময়

সমস্যা: আমি 'Hitman-Codename 47' গেমটির The setup মিশনটি কমপ্লিট করতে পারছি না। অনুগ্রহ করে কি করতে হবে তা জানাবেন কী?

সমাধান: এই মিশনে প্রথমে আপনার লক্ষ্য হবে Dr. Kovacs-কে হত্যা করা। প্রথমে দৌড় দিয়ে asylum-এ প্রবেশ করুন। ডেস্ক ক্লার্ক আপনার আইডি চেক করার পর সে আপনাকে Kovacs-এর অফিসে যাওয়ার রাস্তা বলে দেবে। তবে Kovacs-এর অফিসে ঢোকার আগে আপনাকে যেকোন একটি অস্ত্র যোগাড় করতে হবে। এজন্য প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান। তাহলে একটি অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছাবেন। অপারেশন থিয়েটারের অপরদিকের দরজা দিয়ে বের হলে আপনি এমন একটি স্থানে পৌঁছাবেন যার ডান পাশে থাকবে Kovacs-এর অফিস, বাম পাশে অপর একটি অফিস এবং সামনে একটি স্টিলের তৈরি দরজা। স্টিলের দরজা দিয়ে ঢুকলে একটি ফার্স্ট এইডের বক্স দেখতে পাবেন যার ভেতরে একটি সিরিঞ্জ আছে। সিরিঞ্জটি নিয়ে Kovacs-এর অফিসে চলে যান। এবার হেঁটে Kovacs-এর পেছনে চলে যান এবং তার সাথে কথা বলা শুরু করুন। কথা বলা শেষ হলে সিরিঞ্জটি বের করে Kovacs-এর ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিন (অফিসে ঢোকার সময় সিরিঞ্জটি অবশ্যই লুকিয়ে রাখবেন)। Kovacs মারা গেলে তার পোশাকটি পরে নিন। এবার আপনার উদ্দেশ্য হবে asylumটি ঘুরে সূত্র খুঁজে বের করা। প্রথমেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে টপ ফ্লোরে চলে যান। এখানের প্রায় প্রত্যেকটি ঘরেই আপনি বিভিন্ন অস্ত্র খুঁজে পাবেন। এখান থেকে লুকিয়ে রাখা যায় এমন দুটি অস্ত্র (যেমন- handgun ও Uzi) সংগ্রহ করুন। এবার দ্বিতীয় ফ্লোরে আসুন এবং সুযোগ বুঝে টিভি রুমে প্রবেশ করুন। এখানে আপনি এক ব্যক্তিকে পাবেন, যে চেয়ারে বসে আছে। এই ব্যক্তিই হলো সেই এজেন্ট, যাকে আপনি 'The Lee Hong Assassination' মিশনে মুক্ত করেছিলেন। এর সাথে কথা বলা শুরু করুন। প্রয়োজনে সে যা চায় তা তাকে এনে দিন। রুমের পেছনে থাকা খাঁচার কাছে গিয়ে একটি অ্যান্টিডোট নিয়ে এজেন্টের কাছে ফেরৎ আসুন। এবার অ্যান্টিডোটটি এজেন্টের ওপর প্রয়োগ করুন (অ্যাকশন মেনুর মাধ্যমে)। এরপর সে আপনাকে একটি গোপন স্থানে নিয়ে যাবে। পথিমধ্যে তার জন্য দরজা খুলে দিন এবং তার খুব কাছাকাছি থেকে তাকে অনুসরণ করুন। তাহলে সে আপনাকে একটি সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাবে। এবার তার সাথে কথোপকথন শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান। তাহলেই মিশন শেষ হয়ে যাবে এবং আপনি পরবর্তী মিশন 'Meet Your Brother' এ পৌঁছে যাবেন।

সমস্যাটি পাঠিয়েছেন ই-মেইলে মুন্না

সমস্যা: আমি GTA Sanandreas গেমের দুটি মিশনে আটকে গেছি। প্রথমটি হলো রেলওয়ে স্টেশনের কাছে Low rider কনটেস্ট এবং দ্বিতীয় মিশনটি হলো OG Locs-এর Beach Party। প্রথম মিশনে কিছু arrow কী চাপতে বলা হয়। কিন্তু আমি সঠিকভাবে চাপলেও মেসেজ আসে 'you are late or wrong'। আমি numlock key ব্যবহার করেছি কিন্তু কোন কাজ হয়নি। দ্বিতীয় মিশনটিতে আমি নাচতে পারছি না। দয়া করে আমাকে সাহায্য করবেন কী?

সমাধান: দুটি মিশনই মূলত একই রকম। অর্থাৎ ঠিক সময়মতো আপনাকে arrow বাটনগুলো চাপতে হবে। প্রথম মিশনটি সম্পূর্ণ না করলেও গেমে অগ্রসর হওয়া যাবে। তবে দ্বিতীয় মিশনটি অর্থাৎ Beach Party মিশনটি অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে।

নতুন আসা গেম	শীর্ষ গেম তালিকা
Act of War: High Treason	Galactic Civilizations II Dread Lords
American Conquest: Divided Nation	The Elder Scrolls IV: Oblivion
Auto Assault	SWAT 4: The Stetchkov Syndicate
Battle of Europe	TOCA Race Driver 3
Bone: The Great Cow Race	Space Rangers 2: Dominators
Championship Manager 2006	Star Wars Empire at War
Commandos Strike Force	Dreamfall The Longest Journey
Condemned: Criminal Origins	S.C.S. Dangerous Waters
Daemonica	Lara Croft Tomb Raider: Legend
Dreamfall The Longest Journey	The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II
Emergency 3	Hearts of Iron 2: DOOMSDAY
Full Spectrum Warrior: Ten Hammers	Mosaic: Tomb of Mystery
Game Tycoon	Condemned: Criminal Origins
Hearts of Iron 2: DOOMSDAY	The Godfather
Iron Warriors: T72 Tank Command	Titan Attacks
Keepsake	Red Orchestra: Ostfront 41-45
Lara Croft Tomb Raider: Legend	War World - Tactical Combat
Nancy Drew's Double Dare 3	Take Command: 2nd Manassas
Neighbors from Hell: On Vacation	Bone: The Great Cow Race
Protogem	

এই মিশনের ডান্স পার্টিতে মোট ৪০০০ পয়েন্ট অর্জন করলেই আপনি মিশনটিতে উৎরে যাবেন। সঠিক টাইমিং-এর জন্য Arrow চিহ্নগুলো গোল ঘরটির আসার একটু আগেই বাটন চাপুন। আশা করি কয়েকবার চেষ্টা করলেই ঠিক কোন সময় বাটনটি চাপতে হবে তা বুঝে যাবেন।

সমস্যা: বাসাবো থেকে Farcry গেমের Boat লেভেলের সমস্যার সমাধান চেয়েছেন আরিফুর রহমান

সমাধান: Farcry গেমের Boat লেভেলের সমস্যার সমাধান গত মাসের (এপ্রিল'০৬) পত্রিকায় দেয়া হয়েছে। আশা করি সেখানেই আপনি আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন।

Brothers In Arms: Road To Hill 30-এর চিটকোড জানতে চেয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে আদনান

এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে গেম ডিরেক্টরির system ফোল্ডারের bia.ini ফাইলটি এডিট করতে হবে। টেক্সট এডিটর দিয়ে ফাইলটি খুলে [Engine.GameInfo] হেডিংটি খুঁজে বের করুন। এবার এর নিচে "bcheats Enabled=True" লাইনটি লিখুন। এরপর [Engine.console] হেডিংটি খুঁজে বের করে এর নিচে 'consolekey=0 লাইনটির পরিবর্তে consolekey=192 লিখে ফাইলটি সেভ করুন। এবার গেম চলাকালীন ~ বাটন চেপে নিম্নোক্ত কোডগুলি টাইপ করুন।

Effect	Code
God mode	**god**
Flight mode	**fly**
Disable flight and no clipping mode	**walk**
All weapons	**allweapons**
No clipping Mode	**ghost**
Extra ammunition	**allammo**
Togle invisibility	**invisible** *<0 or 1>*
Kils everything	**killall**
Get all items	**loaded**
Remove all items	**unloaded**
Select map	**loadspmap** *<map name>*
Old movie mode	**oldmovie**
Spawn indicated item	**summon** *<item name>*
Toggle blind AI	**blindai** *<0 or 1>*
Toggle deaf AI	**deafai** *<0 or 1>*
Toggle blind enemies	**blindenemies** <0 or1>
Toggle deaf enemies	**deafenemies** *<0 or 1>*
God mode for squad	**supersquad**

Always Buy from a Genuine Intel Dealer

•Sharanee Ltd. Tel: 9133591 •Rishit Computers Tel: 9121115 •Ryans Computer Tel: 8151389 •Flora Limited Tel: 7162742 •Daffodil Computers Tel: 8129029 •Algae Tel: 8615096 •Dreamlan Computer Tel: 8610970 •ABC Computer Tel: 9135758 •RM Systems Ltd. Tel: 8125175 •Tech View Tel: 9136682 •Surid Computers Tel: 9673557 •Techno Care Tel: 8156309 •Computer Info ITT JV Ltd. Tel: (031) 718789 •Computer Village Tel: (031) 710468 •Cell Computer Tel: (721) 776060 •Cobite Computer Tel: (051) 61818 •Lotus Computer Tel: (091) 61305

দেশীয় মোবাইল ফোনের কলচার্জ

আরমিন আফরোজা

বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। মোবাইল ফোন এখন মানুষের জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। এ বিষয়ে পাঠকদের আগ্রহের তৃষ্ণা মেটাতে কমপিউটার জগৎ চালু করে 'মোবাইল প্রযুক্তি' বিভাগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা কমপিউটার, মোবাইল ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকদের সচেতনতা বাড়াতে কমপিউটার জগৎ-এর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সেই সাথে নিত্যনতুন সুযোগ-সুবিধা, সেগুলো ব্যবহারের উপায় ইত্যাদি নিয়ে 'মোবাইল প্রযুক্তি' বিভাগে নিয়মিত আলোচনা করা হচ্ছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় মোবাইল ফোনের কলচার্জ নিয়ে এবারের আলোচনা। এ সংখ্যায় আমরা গ্রামীণফোনের ট্যারিফ/কলচার্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোবাইল বিষয়ে পাঠকের চাহিদার কথা আমাদের ই-মেইল করে বা চিঠি লিখে জানাতে পারেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে মোবাইল ফোন অপারেটরের সংখ্যা ছ'টি। আর কয়েক মাস পরেই আসছে থাই গ্রুপের ওয়ারিদ টেলিকম।

সাধারণ গ্রাহকদের জন্য গ্রামীণফোনের যে প্যাকেজগুলো রয়েছে তাহলো, প্রি-পেইডে, ইজি, ইজি গোল্ড ও ডিজুস। পোস্টপেইডে: জিপি ন্যাশনাল, জিপি রেগুলার, এনিটাইম ৩০০ ও এনিটাইম ৫০০। নিচে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি প্যাকেজের কলচার্জ উল্লেখ করা হলো।

ইজি প্রি-পেইড: ইজি প্রি-পেইড হলো মোবাইল থেকে মোবাইলে কল করা ও রিসিভ করার উপযোগী একটি সংযোগ। ইজি স্ক্র্যাচ কার্ড ও ফ্লেক্সিলোডের সাহায্যে অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করতে হয়। বর্তমানে বাজারে বহুল প্রচলিত গ্রামীণফোনের স্ক্র্যাচ কার্ডগুলো যথাক্রমে ৫০, ৩০০ ও ৬০০ টাকার। এছাড়া ফ্লেক্সিলোডের মাধ্যমে ৫০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করা যায়। অ্যাকাউন্টের মেয়াদকাল রিচার্জ করা টাকা ও গ্রামীণফোনের চলতি অফারের ওপর নির্ভর করবে।

ইজি প্রি-পেইড *(সরণী-১)*

- প্রথম মিনিটে ৩০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- দ্বিতীয় মিনিট থেকে ২০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য

ইজি গোল্ড: ইজি গোল্ড সংযোগ ব্যবহার করে যেকোন সময় বিশ্বের যেকোন স্থানের মোবাইল বা ল্যান্ডফোনে কল করা ও কল রিসিভ করার সুবিধা পাওয়া যায়। এটি একটি প্রি-পেইড সংযোগ, তাই ইজি কার্ড ও ফ্লেক্সিলোডের সাহায্যে এর অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করা যায়। আইএসডি বা এনডব্লিউডি কলের ক্ষেত্রে মোবাইল চার্জের সাথে বিটিটিবি চার্জ যুক্ত হবে।

ইজি গোল্ড *(সরণী-২)*

- প্রথম মিনিটে ৩০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- প্রথম মিনিটের পর ২০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য (মোবাইল থেকে মোবাইল)
- বিটিটিবি আইএসডি আউটগোয়িং-এর ক্ষেত্রে প্রথম মিনিটের পর ৩০ সেকেন্ড পালস এবং এনডব্লিউডি আউটগোয়িং-এর ক্ষেত্রে প্রথম মিনিটের পর ৬০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- আইএসডি কলের ক্ষেত্রে বিটিটিবি চার্জের স্থলে বিটিটিবি'র পিক আওয়ার (৮ এএম-১০ পিএম) এবং অফপিক আওয়ার (১০ পিএম-৮ এএম) অনুযায়ী চার্জ প্রযোজ্য হবে

ডিজুস: দেশের তরুণ সমাজকে লক্ষ্য রেখে গ্রামীণফোন মার্কেটে ছেড়েছে ডিজুস নামের একটি প্যাকেজ। শুরু থেকেই ডিজুস বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটিও একটি প্রি-পেইড সংযোগ। প্রথম মিনিট থেকেই ডিজুসে রয়েছে ২০ সেকেন্ড পালস, সেইসাথে রয়েছে তুলনামূলক কম খরচে এসএমএস করার সুবিধা।

ডিজুস *(সরণী-৩)*

- প্রথম মিনিট থেকেই ২০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য

মাই চয়েস ফিচার: ইজি ও ইজি গোল্ড সংযোগের জন্য 'মাই চয়েস' নামে একটি ফিচার রয়েছে। 'মাই চয়েস' ফিচার কার্যকর থাকলে 'মাই ▶

সরণী-১

আউটগোয়িং চার্জ			ইনকামিং চার্জ	মাই ইজি (২৪ ঘণ্টা)	মাই টাইম: ৬ এএম-৯ এএম অথবা ১ পিএম-৪ পিএম
পিক আওয়ার: ৬ এএম-১২ এএম		ইজি আওয়ার: ১২এএম-৬ এএম			
জিপি থেকে জিপি	জিপি থেকে অন্যান্য				
টাকা ৪.৪০/মিনিট	টাকা ৪.৮০/মিনিট	টাকা ৩/ মিনিট	ফ্রি	টাকা ৩/মিনিট ১টি জিপি নম্বরে	টাকা ৩/মিনিট যেকোন জিপি নম্বরে

সরণী-২

আউটগোয়িং চার্জ							ইনকামিং চার্জ		মাই ইজি (২৪ ঘণ্টা	মাই টাইম ৬ এএম-৯ এএম অথবা ১ পিএম-৪ পিএম
মোবাইল থেকে মোবাইল			মোবাইল থেকে বিটিটিবি							
পিক আওয়ার: ৬ এএম-১২ এএম		ইজি আওয়ার: ১২ এএম-৬ এএম	লোকাল/আইএসডি		এনডব্লিউডি					
জিপি থেকে জিপি	জিপি থেকে অন্যান্য		পিক আওয়ার: ৬ এএম ১২ এএম	ইজি আওয়ার: ১২ এএম -৬ এএম	পিক আওয়ার: ৬ এএম -১২ এএম	ইজি আওয়ার: ১২ এএম -৬এএম	মোবাইল থেকে	বিটিটিবি থেকে		
টাকা ৪.৪০	টাকা ৪.৮০	টাকা ৩	টাকা ৪.৮০/ মিনিট+ বিটিটিবি চার্জ	টাকা ৩/মিনিট + বিটিটিবি চার্জ	টাকা ৪.৮০/ মিনিট + বিটিটিবি চার্জ	টাকা ৩/মিনিট + টাকা ৩/মিনিট (ফ্ল্যাট)	ফ্রি	১ম মিনিট ফ্রি, ২য় মিনিট হতে ২/মিনিট	টাকা ৩/মিনিট ১টি জিপি নম্বরে	টাকা ৩/মিনিট যেকোন জিপি নম্বরে

সরণী-৩

আউটগোয়িং চার্জ			ইনকামিং চার্জ	মাই ইজি (২৪ ঘণ্টা)
পিক আওয়ার: ৬ এএম-১২ এএম		ইজি আওয়ার: ১২ এএম-৬ এএম		
ডিজুস থেকে ডিজুস	ডিজুস থেকে জিপি এবং অন্যান্য			
টাকা ২.৪০/মিনিট	টাকা ৪.৬৫/মিনিট	টাকা ১.৯৮/মিনিট	ফ্রি	টাকা ২.৪০/মিনিট ১টি জিপি নম্বরে

সরণী-৪

কলের ধরন: ইজি এবং ইজি গোল্ডের ক্ষেত্রে	পিক আওয়ার: ৮ এএম-১২ এএম	ইজি আওয়ার: ১২ এএম-৮ এএম
জিপি থেকে জিপি	টাকা ৪/মিনিট	টাকা ২/মিনিট
জিপি থেকে অন্য মোবাইল অপারেটরে	টাকা ৪.৮/মিনিট	টাকা ২/মিনিট
মোবাইল থেকে ইনকামিং	ফ্রি	ফ্রি
জিপি থেকে বিটিটিবি লোকাল এবং আইএসডি (ইজি গোল্ড)	৪.৮/মিনিট + বিটিটিবি চার্জ	২ + বিটিটিবি চার্জ
জিপি থেকে বিটিটিবি এনডব্লিউডি (ইজি গোল্ড)	৪.৮/মিনিট + টাকা ৩/মিনিট (ফ্ল্যাট)	২ + টাকা/মিনিট (ফ্ল্যাট)
বিটিটিবি থেকে ইনকামিং (ইজি গোল্ড)	টাকা ২/মিনিট, ২য় মিনিট থেকে	টাকা ২/মিনিট, ২য় মিনিট থেকে

ইজি' এবং 'মাই টাইম' সুবিধাগুলো পাওয়া যায় না। তবে সেক্ষেত্রে কিছুটা কম কলচার্জের সুবিধাসহ ২ টাকা/মিনিট রেটে রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত যেকোন মোবাইলে কল করা যায়।

ইজি ও ইজি গোল্ড-এর জন্য 'মাই চয়েস' *(সরণী-৪)*

- প্রথম মিনিটে ৩০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- প্রথম মিনিটের পর থেকে ২০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য (শুধু মোবাইল থেকে মোবাইল কলের ক্ষেত্রে)

জিপি ন্যাশনাল: জিপি ন্যাশনাল হলো পোস্টপেইড মোবাইল থেকে মোবাইল আউটগোয়িং এবং মোবাইল বা বিটিটিবি থেকে ইনকামিং সুবিধাযুক্ত একটি সংযোগ। বিটিটিবি ইনকামিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ৫ মিনিট ফ্রি। এতে তিন ধরনের টাইমব্যান্ড রয়েছে– পিক, অফপিক ও সুপার অফপিক। সুপার অফপিক আওয়ার (রাত ১১টা থেকে সকাল ৮টা) যেকোন মোবাইলে টাকা ২/মিনিট রেটে কল করা করা সম্ভব। তিনটি জিপি নম্বরে 'ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি' ফিচারের আওতায় ২৪ ঘণ্টা ১.৫০ টাকা/মিনিট রেটে কল করা যায়। নির্দিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে পোস্টপেইড বিল পরিশোধ করতে হয়। বর্তমানে পোস্টপেইড গ্রাহকদের জন্য ফ্রেক্সিলোডের সাহায্যে বিল পরিশোধের সুবিধা চালু হয়েছে, যা গ্রাহকদের ঝামেলা এড়াতে সহায়তা করছে।

জিপি ন্যাশনাল *(সরণী-৫)*

- প্রথম মিনিটে ৩০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- দ্বিতীয় মিনিট থেকে ১৫ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- শুক্রবার ২৪ ঘণ্টা অফপিক রেট প্রযোজ্য

জিপি রেগুলার (সরণী-৬)

জিপি রেগুলার সংযোগ রয়েছে বিশ্বের যেকোন স্থানে কল করা ও কল রিসিভ করার সুবিধা। বিটিটিবি-ইনকামিংয়ের ক্ষেত্রে এতে রয়েছে প্রথম ৫ মিনিট চার্জ ফ্রি। মোবাইল থেকে বিটিটিবি কলের ক্ষেত্রে বিটিটিবি চার্জের অংশ বিটিটিবি'র ওপর নির্ভরশীল। এখানেও রয়েছে তিনটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নম্বরে টাকা ১.৫/মিনিট কল করার সুবিধা।

জিপি রেগুলার

- প্রথম মিনিটে ৩০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- দ্বিতীয় মিনিট থেকে ১৫ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- শুক্রবার ২৪ ঘণ্টা অফপিক রেট প্রযোজ্য
- এনডব্লিউডি/আইএসডি কলের ক্ষেত্রে বিটিটিবি চার্জের স্থলে বিটিটিবি'র পিক আওয়ার (৮ এএম-১০ পিএম) এবং অফপিক আওয়ার (১০ পিএম-৮ এএম) অনুযায়ী চার্জ প্রযোজ্য হবে

এনিটাইম ৩০০: মাসিক ১০০০ টাকা বান্ডেল ফি দিয়ে ৩০০ মিনিট যেকোন মোবাইলের কল করা যাবে। এই প্যাকেজটি মোবাইল থেকে মোবাইল আউটগোয়িং এবং মোবাইল, বিটিটিবি থেকে ইনকামিং সুবিধা যুক্ত। ৩০০ মিনিট শেষ হবার পরেই ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট হারে চার্জ করা হবে, যা নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো। এই প্যাকেজে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সুবিধা নেই।

সরণী-৫

মাসিক ফি	আউটগোয়িং চার্জ			ইনকামিং চার্জ		ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নম্বর (২৪ ঘণ্টা)
	যেকোন মোবাইলে					
	পিক: ৮ এমএম-৮ এএম	অফপিক: ৮ পিএম-১১ পিএম	সুপার অফপিক: ১১ পিএম-৮ এএম	মোবাইল হতে	বিটিটিবি থেকে	
টাকা ১৫০	টাকা ৪/মিনিট	টাকা ৩/মিনিট	টাকা ২/মিনিট	ফ্রি	প্রথম ৫ মিনিট ফ্রি, ষষ্ঠ মিনিট হতে টাকা ১/মিনিট	টাকা ১.৫/ মিনিট, ৩টি জিপি নম্বরে

সরণী-৬

মাসিক ফি	আউটগোয়িং চার্জ					ইনকামিং চার্জ			ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নম্বর (২৪ ঘণ্টা)
	মোবাইল থেকে মোবাইল			মোবাইল থেকে বিটিটিবি					
	পিক: ৮ এমএম-৮পিএম	অফপিক: ৮ পিএম-১১পিএম	সুপার অফপিক ১১ পিএম -৮ এএম	পিক: ৮ এএম-৮ পিএম	অফপিক: ৮ পিএম-১১ পিএম	সুপার অফপিক ১১ পিএম-৮ এএম	মোবাইল থেকে	বিটিটিবি থেকে	টাকা ১.৫/মিনিট, ৩ টি জিপি নম্বরে
টাকা ৩৫০	টাকা ৪	টাকা ৩	টাকা ২	টাকা ৪/ মিনিট+ বিটিটিবি লোকাল/ এনডব্লিউডি/ আইএসডি চার্জ	টাকা ৩/ মিনিট+ বিটিটিবি লোকাল/ এনডব্লিউডি/ আইএসডি চার্জ	টাকা ২/ মিনিট+ বিটিটিবি লোকাল/ এনডব্লিউডি/ আইএসডি চার্জ	ফ্রি	প্রথম ৫ মিনিট ফ্রি, ষষ্ঠ মিনিট হতে টাকা ১/মিনিট	

সরণী-৭

মাসিক বান্ডেল ফি	আউটগোয়িং চার্জ				মোবাইল থেকে ইনকামিং	বিটিটিবি থেকে ইনকামিং
	প্রথম ৩০০ মিনিটের মধ্যে		প্রথম ৩০০ মিনিটের পরে			
	পিক: ৮ এএম-১১ পিএম	অফপিক: ১১ পিএম-৮ এএম	পিক: ৮ এএম-১১ পিএম	অফপিক: ১১ পিএম-৮ এএম		
টাকা ১০০০	টাকা ০/ মিনিট	টাকা ০/ মিনিট	টাকা ৪/ মিনিট	টাকা ৩/ মিনিট	ফ্রি	১ম মিনিট ফ্রি, ২য় মিনিট থেকে টাকা ২/মিনিট

সরণী-৮

মাসিক বান্ডেল-ফি	আউটগোয়িং চার্জ			ইনকামিং চার্জ	
	যেকোন মোবাইলে	মোবাইল থেকে বিটিটিবি			
	প্রথম ৫০০ মিনিট পর	প্রথম ৫০০ মিনিটের মধ্যে	প্রথম ৫০০ মিনিটের পর থেকে	মোবাইল থেকে	বিটিটিবি থেকে
টাকা ১,৫০০	টাকা ৩/মিনিট	টাকা ০/মিনিট+ বিটিটিবি লোকাল এনডব্লিউডি/ আইএসডি চার্জ	টাকা ৩/মিনিট+ বিটিটিবি লোকাল/ এনডব্লিউডি/ আইএসডি চার্জ	ফ্রি	প্রথম ৫ মিনিট ফ্রি, ষষ্ঠ মিনিট থেকে টাকা ১/মিনিট

এনিটাইম ৩০০ *(সরণী-৭)*

- প্রথম মিনিটে ৩০ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- দ্বিতীয় মিনিট থেকে ১৫ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- শুক্রবার ২৪ ঘণ্টা অফপিক রেট প্রযোজ্য (প্রথম ৩০০ মিনিটের পর থেকে)

এনিটাইম ৫০০: মাসিক ১৫০০ টাকা বান্ডেল ফি দিয়ে ৫০০ মিনিট যেকোন মোবাইলে কল করা যাবে অথবা প্রথম ৫০০ মিনিটের মধ্যে বিটিটিবিতে কল করার ক্ষেত্রে মোবাইল-চার্জ প্রযোজ্য হবে না। শুধু বিটিটিবি আউটগোয়িং চার্জ প্রযোজ্য হবে। এটি বিটিটিবি ইনকামিং-আউটগোয়িং সুবিধাযুক্ত প্যাকেজ। গ্রামীণফোনের একমাত্র এ প্যাকেজটিতেই রয়েছে প্রতিসেকেন্ড পালস সুবিধা। সাধারণ পোস্টপেইডের মতোই বিল পরিশোধের সুবিধা রয়েছে।

এনিটাইম ৫০০ *(সরণী-৮)*

- মাসিক কোনো অ্যাক্সেস ফি প্রযোজ্য নয়
- প্রথম মিনিট থেকে ১ সেকেন্ড পালস প্রযোজ্য
- শুক্রবার ২৪ ঘণ্টা অফপিক রেট প্রযোজ্য (প্রথম ৫০০ মিনিটের পর থেকে)

এসএমএস চার্জ: গ্রামীণফোনের প্যাকেজগুলোর ক্ষেত্রে এসএমএস (শর্ট মেসেজ সার্ভিস) চার্জ নিচে দেয়া হলো। উল্লেখ্য, সর্বোচ্চ ১৬০ ক্যারেক্টারযুক্ত এসএমএস-এর ক্ষেত্রে এই চার্জ প্রযোজ্য

ইজি ও ইজি গোল্ড: জিপি থেকে জিপি: ১.৫০ টাকা, জিপি থেকে অন্যান্য: ২ টাকা

ডিজুস: ডিজুস থেকে ডিজুস অথবা জিপি: ১ টাকা, ডিজুস থেকে অন্যান্য: ১.৫০ টাকা

জিপি ন্যাশনাল ও জিপি রেগুলার: জিপি থেকে জিপি: ১.৫০ টাকা, জিপি থেকে অন্যান্য: ২ টাকা, জিপি থেকে তিনটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নম্বরে: ১ টাকা।

এনিটাইম ৩০০ ও এনিটাইম ৫০০: জিপি থেকে জিপি: ১.৫০ টাকা, জিপি থেকে অন্যান্য: ২ টাকা ▶

এ লেখায় উল্লেখ করা প্রতিটি চার্জের সাথে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় ট্যারিফ/কলচার্জ পরিবর্তন করতে পারেন। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত মাই ইজি, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি ও ইউ অ্যান্ড আই নম্বরগুলোতে ০.৮০ টাকা/মিনিট প্রযোজ্য হবে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ব্রাউজ করুন।

www.grameenphone.com

একটেল-এর বিস্তারিত ট্যারিফ জানার জন্য আগামী সংখ্যায় চোখ রাখুন। ▣

ফীডব্যাক: armin_cse@yahoo.com

নিরাপদ ব্রাউজার: মজিলা ফায়ারফক্স

(৫৯ নং পৃষ্ঠার পর)

ফাস্টারফক্স

এর সাহায্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ, পাইপলাইনিং, ক্যাশ, ডিএনএস ক্যাশ, পেইন্ট ডিলে ইত্যাদির উন্নততর সার্ভিস পাওয়া যায়। এর প্রিফেচিং মেকানিজমের সাহায্যে ডাইনামিক গতি বাড়ানো যায়। এর পপআপ ব্লকার পপআপ ব্লক করতে সহায়তা করে।

ফিচার: নানা রকমের লোকাল আপডেট ও বাগফিক্স করে, ফায়ারফক্স: ১.৫.০.১ এ চলে।

মাস্টার পাসওয়ার্ড টাইমআউট

ব্রাউজারের সংরক্ষিত পাসওয়ার্ড অনাকাঙ্খিত এক্সেসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য মাস্টার পাসওয়ার্ড টাইমআউট ব্যবহার করা হয়। এটি নির্দিষ্ট সময় পর মাস্টার সিকিউরিটি ডিভাইস লক করে দেয়। কতক্ষণ পর লক হবে তা আপনি ঠিক করে দেবেন। একবার লক হয়ে গেলে তা পাসওয়ার্ড (যা শুধু আপনি জানেন) ব্যবহার করে আনলক করতে হয়। আপনি ইচ্ছে করলে পাসওয়ার্ড পরিবর্তনও করতে পারবেন।

ইনস্টল-৩ কে.বি., ফায়ারফক্স: ০.9x-1.6a1

পাসওয়ার্ড কম্পোজার

পাসওয়ার্ড কম্পোজার আপনার নিজস্ব মাস্টার পাসওয়ার্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক আলাদা আলাদা সাইটের জন্য সুরক্ষিত পাসওয়ার্ড তৈরি করে। এই এক্সটেনশনের পাশে একটা ছোট লাল আইকন থাকে, যাতে ক্লিক করলে আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ডটি একটা আলাদা সিকিওর পাসওয়ার্ডে রূপান্তরিত হয়।

সুবিধা: শুধু একটা পাসওয়ার্ড মনে রাখতে হয়, প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য পাসওয়ার্ড আলাদা। সেজন্য অনেক বেশি নিরাপদ। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড জেনারেট করে এবং কখনো মাস্টার পাসওয়ার্ড রিভার্স ইনজিনিয়ারড করা যায় না।

ইনস্টল-২৪ কে.বি., ফায়ারফক্স: 0.9x-1.0

পাসওয়ার্ড মেকার

বিভিন্ন ওয়েবসাইটে লগ ইন করার জন্য আমরা সাধারণত দুয়েকটি পাসওয়ার্ড মনে রাখি এবং সেগুলোই সব জায়গায় ব্যবহার করি। কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভাবলে সবগুলো সাইটের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ডই ব্যবহার করা উচিত। অথচ এতগুলো ইউনিক পাসওয়ার্ড মনে রাখাও যায় না। তাই আপনি যদি পাসওয়ার্ড মেকার ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি আপনার দুয়েকটা পাসওয়ার্ডই ব্যবহার করবেন, কিন্তু পাসওয়ার্ড মেকার আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটের জন্য নিজস্ব ইউনিক পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিবে। এ দায়িত্ব পাসওয়ার্ড মেকারের।

ইনস্টল-১৫১ কে.বি., ফায়ারফক্স: ০.৪-১.৫.০*

পপআপ মাস্টার

ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করার সময় পপআপ উইন্ডো কি আপনাকে বিরক্ত করে? তাহলে পপআপ মাস্টার ইনস্টল করুন। যা আপনাকে যেকোন সাইটের বিরক্তির পপআপ হতে মুক্তি দেবে। এছাড়াও এটি কিছু বাগ ফিক্স করে।

ইনস্টল-১০ কে.বি., ফায়ারফক্স: 0.7x-1.6a1

কপি প্লেইন টেক্সট

ওয়েবসাইট থেকে কোন কিছু কপি করে নোট প্যাড বা ওয়ার্ডে কপি করলে ফরমেটিং (বোল্ড, ফন্ট, সাইজ) হয়ে থাকে। কপি প্লেইন টেক্সট কোন ধরনের ফরমেটিং ছাড়া টেক্সট কপি করতে আপনাকে সাহায্য করবে।

ইনস্টল-৫ কে.বি., ফায়ারফক্স: ০.৭-১.৫.০*

স্টিলথার

যেসব ওয়েবসাইট সার্ফ করেছেন সেগুলোর কোন তথ্য যদি আপনার লোকাল কমপিউটারে সংরক্ষণ করতে না চান, তাহলে এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি নিজে থেকেই ব্রাউজিং হিস্ট্রি, এড্রেসবার, কুকি, ডাউনলোডেড ফাইল, হিস্ট্রি, ডিস্ক ক্যাশ, সেভড ফরম ইনফরমেশন, রেফারার হেডার ইত্যাদি ডিজাবল করে দেয়। ফলে আপনার পিসিতে সার্ফ করা ওয়েবসাইটের কোন প্রকার তথ্য ও ডাটা থাকে না।

ইনস্টল-১১ কে.বি.। ফায়ারফক্স: ১.০-১.৬a1

আই ই ভিউ

যেসব ওয়েবসাইট ফায়ারফক্সের সাথে ইনকম্পাটিবল অর্থাৎ ফায়ারফক্সে ওপেন হয় না তা আই-ই ভিউ ব্যবহার করে অন্য ওয়েব ব্রাউজারে (উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার, অপেরা) খোলা যায়।

ইনস্টল-৪৭.৪ কে.বি.,

আই ই ভিউ লাইট

এটি ৪৭.৪ কে.বি. আই ই ভিউয়ের একটি কাট ডাউন ভার্সনের সাইজ মাত্র ৫ কে.বি.। এর সাহায্যে আপনি সব সময়ের জন্য যেসব ওয়েবসাইট অন্য ব্রাউজারে খুলতে চান, তা সেট করে দিতে পারবেন আই ই ভিউ লিটের সাহায্যে। আপনাকে শুধু পাথ সেট করে দিতে হবে এবং কার সাহায্যে সাইট খুলতে চান তা উল্লেখ করতে হয়।

কিভাবে এক্সটেনশন ডাউনলোড করবেন: মজিলা ফায়ারফক্সের ওয়েবসাইট হতে এই এক্সটেনশনগুলো ডাউনলোড করা যায়। ব্রাউজার নিজেই এক্সটেনশন ডাউনলোড করতে পারে। আপনাকে শুধু যে কাজগুলো করতে হবে:

১. মজিলা ফায়ারফক্স ওপেন করুন

২. টুলস বাটন সিলেক্ট করে এক্সটেনসনস বাটনে ক্লিক করুন।

৩. এর ফলে একটি ছোট বক্সে (চিত্রে প্রদর্শিত) দেখতে পাবেন কোন এক্সটেনসনগুলো বর্তমানে ইনস্টল করা আছে।

৪. ডানদিকে নিচে দেখবেন লেখা আছে Get more extenstion এখানে ক্লিক করলে ফায়ারফক্স এক্সটেশন ডাউনলোড পেজে চলে যাবে। যেখানে আপনি মজিলা ফায়ারফক্সের সমস্ত এক্সটেনশন দেখতে পাবেন। সেখান থেকে আপনার পছন্দসই ও দরকারী এক্সটেনশনটি ডাউনলোড করে নিন।

সবশেষে বলতে চাই, আপনি যদি অন্য কোন ব্রাউজার ব্যবহার করে থাকেন তাহলে নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে মজিলা ফায়ারফক্স ব্যবহার করুন, নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে ইন্টারনেটের অসীম সাম্রাজ্য উপভোগ করুন। ▣

ফীডব্যাক: arijit.du@gmail.com

পিসি ডায়াগনাইসিস ইউটিলিটি

(৭০ পৃষ্ঠার পর) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট। এটি সূচিত করে সঠিক ল্যাটেন্সি, যা র‌্যাম রান করতে পারে। অনেক সময় default অথবা safe সেটিংয়ের কারণে সিস্টেম ধীর ল্যাটেন্সিতে রান করতে পারে। এ সেটিংগুলো র‌্যামকে তার সেরা টাইমিং অনুযায়ী রান করতে দেয় না। সঠিক ল্যাটেন্সি টাইমিং রিসেটিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা মেমরির প্রকৃত পারফরমেন্স পেতে পারেন।

বেঞ্চমার্কিং

Benchmark পেভেল করা একটি ভিন্ন মডিউল মেমরি ও সিপিইউ এর জন্য দেয় বেঞ্চমার্ক। বেঞ্চমার্ক নির্দিষ্ট সাব মডিউলে ভাগ করা হয়, যা হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টের বিভিন্ন দিক টেস্ট করে। মেমরি বেঞ্চমার্ক টেস্টকে রিড, রাইট ও ল্যাটেন্সি এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সিপিইউ বেঞ্চমার্কেও ভাগ করা হয়েছে। ফলাফলস্বরূপ প্রায় সব সর্বাধুনিক সিপিইউকে ইনবিল্ট ডাটাবেজের আলোকে মান দেয়া হয়েছে। টুলস মেনু প্রদান করে ক্যাশ, মেমরি, হার্ডড্রাইভ এবং অপটিক্যাল ড্রাইভের জন্য অধিকতর সমন্বিত বেঞ্চমার্ক টেস্ট। ক্যাশ ও মেমরি বেঞ্চমার্কিং স্যুইট সিস্টেম মেমরির জন্য রিড, রাইট, কপি এবং ল্যাটেন্সি টেস্টের যেমন সুবিধা দেয় তেমনই সিপিইউ'র জন্য L1 ও L2 ক্যাশ টেস্টের সুবিধাও দেয়। ডিস্ক বেঞ্চমার্ক টেস্ট আরো সমন্বিত যা ড্রাইভে রিড, রাইট ও এক্সেস ক্যাপাবিলিটি টেস্ট করার সুবিধা দেয়। ডিস্ক টেস্ট ব্যবহারকারীকে সিপিইউ কনজাম্পশন রিডিংও দেয়, যখন বেঞ্চমার্কিং কার্যক্রম প্রোগ্রেস হয় এবং সিপিইউ লোড সম্পর্কিত ধারণা দেয়, যখন সিপিইউ ব্যবহার হতে থাকে। এখানে সিআরটি ও এলসিডি মনিটরের জন্য বেঞ্চমার্ক ও ডায়াগনস্টিক কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রত্যেক বেঞ্চমার্ক এবং টেস্ট-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যাতে সহজে এগুলো এক্সিকিউট ও এনালাইজ করা যায়। ▣

ফীডব্যাক: mahmood_sw@yahoo.com

সুপ্রিয় পাঠক,

আপনি কি কখনো কমপিউটারভিত্তিক কোনো প্রোজেক্ট তৈরি করেছেন? তৈরি করেছেন এমন কোনো যন্ত্রপাতি, যা কমপিউটার সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারফেসিং করে কাজ করে? হয়তো তা করেছেন ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কিংবা শখের বশে। আর আপনি যদি হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাদেরকে পড়াশোনার অংশ হিসেবেই তৈরি করেছেন প্রজেক্ট। হ্যাঁ, আপনার সেই প্রজেক্টটিই সবার সামনে তুলে ধরার জন্য কমপিউটার জগৎ আয়োজন করেছে নতুন বিভাগ 'এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট'।

তাহলে আর দেরি কেনো, শিগগির প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়ে দিন এ বিভাগে। সফটওয়্যার হলে তা পাঠিয়ে দিন সিডিতে করে বা ই-মেইল করে। আর হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা, এর উপযোগিতা আর ছবি পাঠিয়ে দিন ই-মেইল করে কিংবা পাঠান ডাকযোগে। আপনার ব্যক্তিগত বিবরণ, ছবি ও যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল এড্রেস দিতে ভুলবেন না যেন। আপনাদের প্রকল্পের বিবরণ আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে প্রতি মাসের পনের তারিখে আগেই।

আমাদের ঠিকানা: 'এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট'
কমপিউটার জগৎ, কক্ষ নম্বর ১১, বিসিএস
কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণী আগারগাঁও,
ঢাকা-১২০৭, ই-মেইল: jagat@comjagat.com